উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,২৬৪.৩৩ (+৭৩৬.৩৮)

নিফটি : ২৩,৮৫৩.৯০ (+২৩১.০০)

মাজাদোনাকে নিয়ে চিন্তিত নন মেসি
কাপ ধরে রাখার লড়াই ১০

খুলে দেওয়া হল হরমুজ প্রণালী ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৪° / ২৫°	৩৪° / ২৪°	৩৪° / ২৫°	৩৩° / ২৪°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন			

৬ মাসেই পুরভোট কলকাতায় ৩

শিলিগুড়ি ১ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 16 June 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 29

সিন্ডিকেটের ফতোয়াই শেষ কথা

ঠিকাদারের ফ্ল্যাটে বাস চিফ ইঞ্জিনিয়ারের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সরকারি নিয়মে নয়, ডব্লিউবিএসআরডিএ-তে ঠিকাদাররা কাজ পেতেন সিন্ডিকেটের বাবুদের মর্জির ভিত্তিতে। এমনকি কোন ঠিকাদার কোন প্রকল্পের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করবেন, কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করবেন না সেটাও ঠিক করে দিত সিন্ডিকেটই। তাদের ফতোয়া উপেক্ষা করে টুঁ শব্দটিও করতে পারতেন না কেউ। অভিযোগ, যে যত বেশি শতাংশের হারে কাটমানি দিতে পারতেন, তিনি তত বেশি সংখ্যায় কাজ পেতেন। চাহিদামতো কাটমানি দিতে না পারায় বহু প্রকল্পেই যোগ্য অনেক ঠিকাদার কাজ পাননি বা তাঁদের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। ভয়ে এতদিন চুপ করে থাকলেও এবার প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কোণঠাসা ঠিকাদাররা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রামাণ্য নথি প্রকাশ্যে এনেছেন তাঁরা। সিন্ডিকেটের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ এসআরডিএ'র আধিকারিকদের একাংশও ব্যাপক ক্ষুব্ধ। তদন্ত শুরু হলে আরও প্রমাণপত্র তদন্তকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, কাটমানির টাকা জলপাইগুড়ি শহরে ভাগবাঁটোয়ারা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডুয়ার্সের বিভিন্ন রিসর্টে বসেই কাজ বাঁটোয়ারা হত। লাটাগুড়ির একটি সরকারি রিসর্টে মাঝেমধ্যেই গোপন বৈঠকে বসতেন সিন্ডিকেট কারবারিরা। সেখান থেকে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হত তা মানতে বাধ্য থাকতেন সব ঠিকাদাররাই। তাঁদের কথামতো কাজ করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো বেশ কিছু মেসেজও প্রকাশ্যে এনেছেন ঠিকাদার ও আধিকারিকদের একাংশ। সেই মেসেজগুলিতে কে কাজ পাবেন, কে টেন্ডারে অংশ নেবেন ইত্যাদি নিয়ে এক ঠিকাদার রীতিমতো নির্দেশের সুরে অনেক কথাই লিখেছেন। টাকা চেয়েও মেসেজ করার বেশ কিছু স্ক্রিনশটও সামনে এসেছে।

এসআরডিএ'র টেন্ডারে নিয়মিত খবরদারি করার অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ির সুস্মিত দত্তের বিরুদ্ধে। এজেন্সির উত্তরবঙ্গের হেড কোয়ার্টারে তাঁর বেশ দহরম মহরম রয়েছে। একাধিক ঠিকাদারের অভিযোগ, সুস্মিতের ইশারাতেই নাকি এতদিন অনেক কাজই হয়েছে। সুস্মিত নিজে এসআরডিএ'র ঠিকাদার। আবার তাঁর গাড়িই ভাড়া খাটছে এসআরডিএ-তে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সুস্মিতের গাড়িই ব্যবহার করতেন সংস্থার চিফ ইঞ্জিনিয়ার। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুস্মিত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি একজন সাধারণ ঠিকাদার। বছরে একটা-দুটো কাজ করি। কোনও বছর তাও করি না। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

এরপর আটের পাতায়

চেনা বর্ষা। চেনা ভোগান্তি। হাকিমপাড়ার রাজা রামমোহন রায় রোডে জমেছে বৃষ্টির জল। ছবি : সুশান্ত পাল

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ

মন্ত্রিত্ব পাবেন সুদীপ!

ভবিষ্যতে ভালো তৃণমূলে আসার জল্পনাও

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : এনসিপিআই-তে যোগ দিলেও তৃণমূলের নামেই পরিচিত হতে চান দলের ২০ জন সাংসদ। তাঁদের একজনও আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের সদস্যপদে ইস্তফা দেননি। আবার তাঁদের যোগদানের সময় এনসিপিআই-এর কোনও নেতা উপস্থিত ছিলেন না। ওই নেতাদের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের কোনও আলোচনা হয়েছে বলেও খবর নেই। অথচ ইতিমধ্যে এনসিপিআই-এর সভাপতি হয়ে গিয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে যে, কাকলিকে সভাপতি করার নথি দিন ১৫ আগেই জমা পড়েছে।

এই পরিস্থিতিকে কটাক্ষ করে মমতাপন্থী তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'এটা নজিরবিহীন ঘটনা। তৃতীয় দলের ব্যক্তি ছিল কি না স্পষ্ট নয়। তৃতীয় দলের কোনও কথা শোনা যায়নি। তাঁরা সবাই জানেন কি না, তাও জানা নেই।' অন্যদিকে, তৃণমূলের পরিচিতি হাতাতে ওই ২০ জনের শুরু হয়েছে আইনি ও রাজনৈতিক ছকের খোঁজ। এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বাংলায় তৃণমূল বিধায়কদের বিক্ষুব্ধ শিবির।

আলাদা পরিচিতিতে সিলমোহর না পেলেও এই শিবির তৃণমূলের নামে এখন বিধানসভার স্বীকৃত বিরোধী দল।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ওই শিবির 'আসল তৃণমূল' হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিজেপি ঘনিষ্ঠ দিল্লির দুই বর্ষীয়ান আইনজীবী ওই বিধায়কদের হয়ে আইনি লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

ঋতব্রত শিবিররের লক্ষ্য হবে তৃণমূলের প্রতীক এবং উত্তরাধিকার হাতিয়ে নেওয়া। সেটা সম্ভব হলে ঋতব্রতের সেই 'আসল তৃণমূল'-এর সঙ্গে এনসিপিআই-এর রাজনৈতিক সমন্বয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এমনকি ঋতব্রতের দল ও এনসিপিআই-এর একীভূত হওয়ার পথও খুলে যেতে পারে। ২০ জন সাংসদও সেইদিকে তাকিয়ে আছেন।

তাঁরাও লোকসভায় ও আদালতে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে পারেন। এনসিপিআই-এ যোগদানকারী সাংসদদের অন্যতম নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, '২০ জুলাই সংসদের অধিবেশন শুরু হলে তৃণমূল নামে একটি দল আসবে। সেই সময় বলার সুযোগ আসবে যে আমরাই আসল তৃণমূল।

এরপর আটের পাতায়

পটবদল

- এনডিএ জোটে দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দলের তকমা পেতে চলেছে এনসিপিআই
- ত্রিপুরার ভোটে দুটি আসনে লড়ে মাত্র ৮২২ ভোট পাওয়া দলটিতে এখন ২০ সাংসদ

হচ্ছেটা কী!

- বিজেপির এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে বসে অন্য দলে যোগদান বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের
- একেবারে অচেনা এনসিপিআই-এর কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিল কি না স্পষ্ট নয়
- দলটির নতুন সভাপতি হিসেবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নাম জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে
- অবাক করা বিষয়, অন্য দলে যোগ দিলেও তৃণমূল থেকে রীতি মেনে ইস্তফা দেননি সাংসদরা

হাটগাছার সবুজ বাড়িতে বিস্ময়

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া, ১৫ জুন : সরস্বতী নদীর যাত্রা শেষ সাঁকরাইলে। যেখানে মিশেছে হুগলি নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশিতে। সেই সংগমস্থল থেকে খুব দূরে নয় হাটগাছা গ্রামের সরু পিচ বাঁধানো রাস্তা। দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে নানা গাছ। চারপাশে ব্যস্ততাহীন জনজীবন। সেই শান্ত পরিবেশে সবুজ রঙের একটি সাধারণ দোতলা বাড়ি এখন গোটা দেশের আলোচনার কেন্দ্রে।

বাড়িটির গায়ে বড় অক্ষরে লেখা 'জাগো বিশ্ব'। দেশের রাজনীতিতে আচমকা একটি বিরাট পটপরিবর্তনে জড়িয়ে গিয়েছে যে বাড়ি। তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ যে দলে যোগ দিয়েছেন, সেই ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এনসিপিআই) সদর দপ্তর এই বাড়িটিতে। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া ঠিকানা সেটাই। দলের প্রতীক কলমের নিব। তৃণমূলের ২০ সাংসদের যে দলে যোগ দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তে সোমবার সকাল থেকে ভিড় জমেছে সাঁকরাইলের এই বাড়িতে। ভিড় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও।

এনসিপিআইয়ের সেই কার্যালয় এখন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে।

বাড়ির মূল প্রবেশপথে লোহার দরজার দু'দিকে বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রীর নামফলক। একদিকে উত্তীয় কুণ্ডুর নাম, অন্যদিকে শিউলি কুণ্ডুর। শিউলি এনসিপিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। নামফলকে উত্তীয়র আরও পরিচয় আছে। তিনি যোগ প্রশিক্ষক, অঙ্কের শিক্ষক। একটি বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকও। অন্যদিকে, শিউলি আইনজীবী। আইনের পাশাপাশি তাঁর অঙ্কের ডিগ্রির উল্লেখ আছে নামফলকে।

তবে চটজলদি বাড়িটির কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বাড়ির মূল ফটক কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় সকলের জন্য উন্মুক্ত। সোমবার থেকে সেই ফটক অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ। ভিতরে সতর্ক নিরাপত্তারক্ষীরা। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ও নজরদারি। স্থানীয়দের কথায়, ২০১৭-'১৮ নাগাদ 'জাগো বিশ্ব' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হত বাড়িটিকে।

এরপর আটের পাতায়

'দাদা'রা আর খোঁজ নেন না

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : এই তো মাসখানেক আগের কথা।

ছোট-মাঝারি-বড়, যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দলের জেলা নেতৃত্বের সবুজ সংকেত নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। অভিযোগ, দলাদলির দৌলতে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। কার লবি ভারী, কার কথাই বা শেষ কথা হবে মহকুমা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। অথচ, এই মুহূর্তে পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ডের পদাধিকারীদের কার্যত দিশেহারা অবস্থা।

একদিকে, দলের টালমাটাল পরিস্থিতি। বিধায়ক থেকে সাংসদ, সবাই বিদ্রোহ করেছেন। জেলা স্তরের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, গৌতম দেব

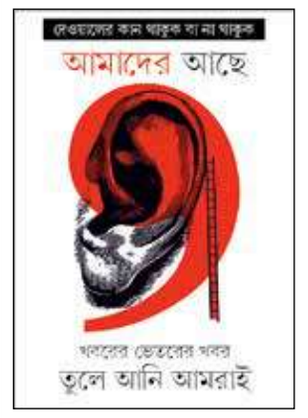

দোলাচলে পরিষদের পদাধিকারীরা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শিলিগুড়ির দায়িত্ব নিতে রাজি নন তিনি। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব জোড়াফুল শিবিরকে ভোগাচ্ছে ভীষণরকম। জনপ্রতিনিধিরাই আফসোসের সুরে দাবি করছেন, নেতাদের একাংশের ফোন বন্ধ। যাঁদের ফোন খোলা, তাঁরাও সবসময় সাড়া দিচ্ছেন না।

সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার কটাক্ষ, 'উঠতে বসতে যে দাদাদের নির্দেশ পেতাম, নিজেরা ভেবেচিন্তে মানুষের স্বার্থে কিছু করলে কেন আগে তাঁদের জানাইনি, সেই জবাবদিহি করতে হত বারবার। এখন তাঁদের আর দেখাই মিলছে না।'

মহাফাঁপরে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে মহকুমা পরিষদের পদাধিকারীরা। যেন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। কিছু জায়গায় অনাস্থা এসেছে, আরও আসতে পারে। অনেকে পদত্যাগ করেছেন, আরও অনেকেই সে পথে হাঁটতে চাইছেন।

বিজেপি অবশ্য ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। পরিষদের মেয়াদ অবধি অর্থাৎ সামনের এক বছর বর্তমান বোর্ডকে দিয়েই কাটিয়ে দিতে চাইছে তারা। ইতিমধ্যে দুই বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু বৈঠকে নানা বিষয়ে বোর্ডের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন্দ্রীয় সংস্থা অডিট করেছে। ভবিষ্যতেও যে দুর্নীতি ইস্যুতে চাপ বাড়বে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

রোমা শুধু বলছেন, 'মানুষের কাজ করছি। *এরপর আটের পাতায়*

বন্ধ হল আবর্জনার 'আমদানি'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : অবশেষে স্বস্তি শিলিগুড়িতে।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে মেয়র গৌতম দেব আর্জি জানানোর পরই জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা আনা বন্ধ হল।

গৌতমের বক্তব্য, 'আমি পরিস্থিতি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে চিঠি লেখার কথা ভেবেছিলাম। তবে, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেখানে সমস্যার কথা খুলে বলি। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, বাইরে থেকে আর আবর্জনা আসবে না। তারপর ডাম্পার আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই আর চিঠি লেখার প্রয়োজন পড়বে না।'

উত্তরবঙ্গে প্রথম সফরে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ঘোষণা করেছিলেন, পাহাড় ও জলপাইগুড়ি থেকে বর্জ্য নিয়ে আসা হবে এখানে। অথচ, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। জমতে জমতে পাহাড় সমান আবর্জনা চোখে পড়ে অনেকটা দূর থেকে। দুর্গন্ধ, মাছির উৎপাত, মাঝেমধ্যেই আগুন ধরে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।

শুধুমাত্র এই শহর থেকে রোজ সংগৃহীত জঞ্জালের পরিমাণের অর্ধেকেরও কম পরিমাণ দিনে পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয় দুটো প্ল্যান্টে। অগ্নিমিত্রার ঘোষণা মতো বাইরে থেকে আবর্জনা আসতে শুরু

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

খবরের জেরে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

আমি পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে চিঠি লেখার কথা ভেবেছিলাম। তবে, সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেখানে সমস্যার কথা খুলে বলি। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, বাইরে থেকে আর আবর্জনা আসবে না। তারপর ডাম্পার আসা বন্ধ হয়ে যায়।

-গৌতম দেব, মেয়র

যুদ্ধ থেমেছে, ইরান এসেছে। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের এই প্রশান্তির মাঝেও একটা গভীর শূন্যতা রয়ে গিয়েছে। সেই বিমানের যাত্রী হতে পারেননি সর্দার আজমুন! সেই শূন্যতা বুকে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই চালাবে ক্ষতবিক্ষত দেশটি।

হলিউডে আজ যুদ্ধ ভুলে শান্তির খোঁজে ইরান

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৫ জুন : ক্যালিফোর্নিয়ার বে এরিয়ায় বসে প্রতিদিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর অ্যালগরিদম নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু সিলিকন ভ্যালির কোনও সুপারকম্পিউটার কি মানুষের আবেগ, যন্ত্রণা আর ফিরে আসার এই অদম্য জেদকে মডেলে বাঁধতে পারে? লস অ্যাঞ্জেলেসের আকাশে আজ অদ্ভুত এক প্রশান্তির ছোঁয়া। মেক্সিকোর টিজুয়ানা থেকে উড়ে আসা ইরানের বিমানটা যখন মাটি ছুঁল, তখন সেটা শুধুই একটা ফুটবল দলের আগমন ছিল না; ছিল এক দীর্ঘ, রক্তক্ষয়ী প্রতীক্ষার অবসান। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র ভয়াবহতার পর, এই বিশ্বকাপে ইরানের খেলা নিয়েই তৈরি হয়েছিল চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো তো বলেই বসেছিলেন, 'দরকার হলে আমি নিজে বাস চালিয়ে ওদের তেহরান থেকে নিয়ে আসব।' বাস চালাতে হয়নি ঠিকই, তবে সদ্য স্বাক্ষরিত ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তির খবরটা যেন হলিউডের এই শহরে বিশ্বকাপের মঞ্চে এক অভাবনীয় আশীর্বাদ হয়েই নেমে এসেছে।

যুদ্ধ থেমেছে, ইরান এসেছে। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের এই প্রশান্তির মাঝেও একটা গভীর শূন্যতা রয়ে গিয়েছে। সেই বিমানের যাত্রী হতে পারেননি সর্দার আজমুন! ডেটা আর পরিসংখ্যানের বিচারে যিনি ইরানের সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলদাতা, যাঁকে দেশের মানুষ ভালোবেসে 'ইরানীয় মেসি' বলে ডাকে, তিনি আজ ব্রাত্য। চোট নয়, ভিসা সমস্যাও নয়, আজমুনের এই অনুপস্থিতির কারণটা রাজনৈতিক। দুবাইয়ের শাসকের সঙ্গে তাঁর করমর্দনের ছবি, আর দেশে নারী আন্দোলনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য সমর্থন- সব মিলিয়ে দেশের শাসকদের রোষানলে পড়েছেন তিনি। আজমুন আক্ষেপ করে বলছেন, 'আমি ইরানি, আমার রক্ত ইরানের। ক্লাব একদিনের ছুটি দিলেও আমি দেশে ছুটে যাই।'

তবে আজমুনের এই না-থাকার আক্ষেপকে সঙ্গী করেই লস অ্যাঞ্জেলেসে আজ এক নতুন রূপকথার খোঁজে নামছে 'টিম মেলি'। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তাঁদের প্রেরণার নাম আলিরেজা জাহানবখশ। ৩২ বছর বয়সি এই আইকনিক উইঙ্গারের এটি চতুর্থ বিশ্বকাপ। ইউরোপের জাঁকজমকপূর্ণ ফুটবল ছেড়ে বারবার

এরপর আটের পাতায়

লস অ্যাঞ্জেলেসে পা রাখার পর ইরানের ফুটবল দল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE

Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-01/R/26-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5015464_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Special renovation & rectification of existing old Electrical works in parity with Civil renovation works at Different locations of Pediatric Department under MJN main Hospital building, MJN MC&H, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-02/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015465_1). (2) Special Repairing and renovation of Electrical Installation works at Sub-Divisional Court, Tufanganj in the District of Cooch Behar for the year of 2025-26. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-04/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015467_1). (3) Special Repair and Renovation of Electrical Works at PWD Birpara IB, Alipurduar. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-06/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015469_1). (4) Necessary repair and servicing of AC machine and EI work at Dooars Kanya under Alipurduar District. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-07/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015470_1). (5) Supply & laying of Cable with allied EI work for dedicated power source to new X-ray service at Mekhliganj SD Hospital. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-08/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015471_1). (6) Arrangement for a dedicated power source connection of about 50 kW load for the X-ray service at Dinhata Sub-Divisional Hospital, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division. ICA-T10236(2)/2026

হিলিতে পুশইন ঠেকাল বিএসএফ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুশব্যাক নীতির পালটা ওপার থেকে লোক ঢোকানোর কৌশল নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। রবিবার বিকেল থেকে সেই কৌশলের প্রতিফলন দেখা গেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জামালপুর সীমান্তে। এক বাংলাদেশি বৃদ্ধাকে ভারতে 'পুশইন'-এর চেষ্টা করল বিজিবি। ঘটনা নজরে আসতেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিএসএফ। আর এই ঘটনা ঘিরে রবিবার রাত অবধি বিএসএফ-বিজিবির বাদবিতণ্ডায় উত্তেজনা বহাল থাকল হিলি থানার সেই সীমান্তে। যদিও সোমবার সকালে সেখানে কিন্তু আর সেই বৃদ্ধাকে দেখা যায়নি। মনে করা হচ্ছে, এদেশে ঢোকানোর চেষ্টা করার পরেও সাফল্য না মেলায় রবিবার রাতে সেই বৃদ্ধাকে আবার বাংলাদেশেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে ওই সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।

সীমান্তে ঠিক কী ঘটেছে, তা নিয়ে কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটেছে বিএসএফ। তবে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রবিবার সকালে হিলি থানার ৫ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে উত্তেজনা তৈরি হয়। তার কারণ হল, ওই এলাকা দিয়ে এক বাংলাদেশি বৃদ্ধাকে ভারতে পুশইনের চেষ্টা করে বিজিবি। ঘটনাটি নজরে পড়ে যায় সীমান্তে কর্তব্যরত ১২৩ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের জওয়ানদের। তাঁরা প্রতিরোধ করেন। ওপারে আবার বিজিবির সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু লোকজনও জড়ো হয়ে যায়। সেই বৃদ্ধাকে জিরো পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে রেখেই বাংলাদেশি জনতাকে সঙ্গে নিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করে বিজিবি। বিএসএফ পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাত অবধি দফায় দফায় সীমান্তে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে বিজিবি। পাছে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, সেনিয়ে

স্থানীয়রাও সকলেই রাত অবধি সতর্ক ছিলেন। যদিও সোমবার সকালে তাঁরা দেখেন যে বৃদ্ধা উধাও হয়ে গিয়েছেন। তবে ওই ঘটনার পর থেকে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করেছে বিএসএফ।

জামালপুরের পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল পাহান বলেন, 'রবিবার সকালে বাংলাদেশি বৃদ্ধাকে ভারতে পাঠানোর চেষ্টা করে বিজিবি। বিএসএফ তা জিরো পয়েন্টেই রুখে দেয়। রাত অবধি সীমান্তে বিএসএফ বিজিবির মতান্তরে উত্তেজনা ছিল। এদিন সকালে সীমান্তে গিয়ে দেখি সব চুপচাপ।'

ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট নীতি অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের নয়া সরকার বাংলাদেশিদের ধরপাকড় করে পুশব্যাকের কৌশল নিয়েছে। তার পালটা আবার পুশইনের কৌশল নিয়েছে বিজিবি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বাংলাদেশের রিফিউজি শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের ভারতীয় নথি বানিয়ে দিয়ে তাঁদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার। ওই পুশইন প্রক্রিয়ার কোড নেম দেওয়া হয়েছে 'মেহমান'। রবিবার হিলি সীমান্তে বিজিবি ওপারের জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে পুশইনের চেষ্টার ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোয়েন্দা মহলে।

DAMDIM TEA ESTATE
WE ARE HIRING

Field/Factory Learner: Bachelor's Degree with good computer knowledge.
Data Entry Operator: Bachelor's Degree with excellent proficiency in MS Office.
Teaching Instructor (for APPLF): Bachelor's Degree with basic knowledge in MS Office.
Apply: popy.dey@amalgamated.in
Please note that while the last date to apply is **21st June'2026**.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Deputy Director of Agriculture (Admn.) Cooch Behar
Notice Inviting e-Tender
No. AGRI/COB/e- NIT- NIT-01/2026-27Dated04.06.2026
(https://wbtenders.gov.in)
Procurementrate contract of Pendimethalin 30% EC, Pyroxasulfone 85% WG & other for O/o the Asst. Director of Agriculture of twelve blocks of Cooch Behar District from the Bonafide Manufacturer/Authorized Agencies/ Dealers/Principal Suppliers only. Last date of application for tender papers:- 30.06.2026, 6 PM. Details of advertisement will be available at O/o the DDA(Admn.) Cooch Behar
ICA-T10242(3)/2026

TENDER
'NIT No. 01/2026-27'
Sealed Tender are hereby invited by the undersigned from bonafide, experienced, reputed & resourceful Contractor for the following works.
Name of the work : Electrification Work of newly constructed Broiler Farm at Dalimpur campus under WBCADC, Falakata Project.
a) Situation of Work : **Dalimpur campus of WBCADC, Falakata Project, Dalimpur, Falakata, Dist.- Alipurduar.**
b) Last date for downloading & submission : **17/06/2026 to 25/06/2026**.
For details visit the website : **www.wbtenders.gov.in**
Officer-In-Charge,
WBCADC, Falakata Project

DDP/N-02/2026-27
E-Tender for 02 (two) number of works invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad.
Last Date of submission for NIT DDP/N-02/2026-27 is 12.06.2026 at 12.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৬/মে'/০৪; তারিখ: ২০-০৫-২০২৬-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০২ এবং ০৩
টেন্ডার নং. সিই-কন-এফটি-পিএমএস-২০২৬-০৩আরটি১-এর জন্য সংশোধনী-০২ এবং ০৩ প্রকাশিত করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/লামডিং প্রজেক্ট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

Lost/found

আমি জয় বর্মন, পিতা : শ্রী কালিশঙ্কর বর্মন, গ্রাম : পররপার, পো: তপসীখাতা, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট, No: WB2001SC201703366 হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন- 9679920891 (C/122023)

কর্মখালি

ভালো রান্না জানা মায়েরা Nitaigour Bhojonaloy অ্যাপের মাধ্যমে জয়েন্ট করে মাসে ৩০-৫০ হাজার রোজগার করুন। (M) 9163487705. (C/122228)

•

শিলিগুড়ির খালপাড়াতে মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। (M) 8116743501. (C/122228

•

ময়নাগুড়ি চা ফ্যাক্টরির জন্য হেল্পার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 15,000/-, মাসে ছুটি। ডাইরেক্ট জয়েনিং। M: 8653609553 (C/122229)

•

প্রাইভেট গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞ অবিবাহিত শিলিগুড়ির বাহিরের ড্রাইভার চাই। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M) :-7908587089, শিলিগুড়ি। (C/122232)

•

MNC, BANK, MALL-এ বিভিন্ন পদে নিয়োগ। ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। Call-7679290406. (C/122231)

Lost/found

I, Puskar Kerketta, S/o Bipin Kerketta, vill : Mechpara T.G, PO + PS : Kalchini, Dist : Alipurduar. My ST Certificate, No : WB2001ST201801939 has been lost. If found, please contact : 9932763552 (C/122024)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jhimli Bhattacharya আমার কন্যার স্কুল রেকর্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 27/04/2026 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jhimli Bhattacharya এবং Jhimli Bhattacharjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/121593)

•

আমি Amir Bhattacharyay আমার কন্যার স্কুল রেকর্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 27/04/2026 তারিখে EM, কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Amir Bhattacharyay এবং Amir Bhattacharjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/121594)

•

গত 12.06.2026-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Archana Xaxa থেকে Archna Xaxa হলাম এবং বাবার নাম Zakchrius Xaxa থেকে Zakharius Xaxa করা হলো। (C/122025)

কর্মখালি

লজের কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। বয়স অনূর্ধ্ব 40, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। Ph No.-7001447847. (M/M)

•

পশু পাখির দোকানে কাজের জন্য কর্মঠ মহিলা কর্মী চাই। বেতন-10,000/-+ থাকা ও খাওয়া। (M) 9800700453. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mahasweta Roy Bose স্বামী Late Biswajit Kumar Roy শহীদগড় Ward No. 15, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার ছেলে Sarthak Roy এর স্কুল Document এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 3.6.26 তারিখে জলপাইগুড়ি Judicial Magistrate কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 19454) বলে ছেলের বাবার নাম Biswajit Kumar Roy ও Biswajit Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি Prabitra Roy পিতা Pabin Roy দক্ষীণ মৌয়ামারী ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি আমার মেয়ে Pratiksha Roy এর জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় গত 17.2.26 তারিখে জলপাইগুড়ি Judicial Magistrate Court এর অ্যাফিডেভিট (নং 5690) বলে Prabitra Roy ও Pabitra Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি Pampa Bhattacharjee, W/o- Premashis Bhattacharjee, গ্রাম- দক্ষিণ চেচাখাতা, পোস্ট- আলিপুরদুয়ার জংশন, থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ের (Sneha Bhattacharjee) জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. 743, Dt- 08-02-2001) মায়ের নাম (Gopa Bhattacharjee) ভুল থাকায় গত 09-06-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মায়ের নাম Gopa Bhattacharjee থেকে Pampa Bhattacharjee করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/122354)

•

তুফানগঞ্জ নোটারিতে 11/6/26 এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bimal Paul, S/o Late Bibhuti Bhushan Paul এবং আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমি Bimal Ch Paul, S/o Bibhuti Bhushan Paul এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

•

আমি Araful Sekh, S/o- Abdul Khalek আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে যার No- WB 6520020023809 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10/06/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Md Araful Sk থেকে Araful Sekh করা হলো। (C/122353)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫৫-৫৬, তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ক্র. নং-১। টেন্ডার নং ঃ ৫৬-এমএলডিটি-২৬-২৭। অবস্থানসহ কাজের নাম ঃ জোন [illegible]

... রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭৫,০০,০০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৬.২০২৬ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে (ক্র.নং ১ থেকে ১১ পর্যন্ত প্রতিটির জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-93/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
[illegible] ... (MLD-90/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
[illegible] ... (MLD-92/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/GEN/10
E-Tender is hereby invited for various Stationery items under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T10186(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই নন-কোর অ্যাক্টিভিটি সংক্রান্ত কাজ
[illegible] ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ফিল্টার প্ল্যান্ট ও পাম্প হাউস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ ২৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; তারিখ: ১১-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক [illegible] ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
[illegible] ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্যসহ টেন্ডার নথি ০৭-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সংশোধনী নং. ২
টেন্ডার নোটিস নং. এন_৩_এইচকিউ_২০২৬-২৭, টেন্ডার নং. এন_৩_এইচকিউ_ইপিসি_ইআই_২০২৬-২৭ এর জন্যে সংশোধনী নং. ২। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলের [illegible] ... টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে হবেঃ

বিষয়ের নাম	বিদ্যমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়	১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
মহাপ্রবন্ধক (এসএণ্ডটি), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/eNIT-09/R/26-27, (Tender ID : 2026_WBPWD_5015472_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : (1) Special renovation & rectification of existing old Electrical works in parity with Civil renovation works at Different locations of Pediatric Department under MJN main Hospital building, MJN MC&H, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-12/R/26-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5015475_1). (2) Electrical Installation works in connection with installation of Air Conditioning Units (Post-Natal Ward II, Children Ward & Male Ward) at Alipurduar District Hospital. Bid Submission Start Date : 18.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-49/2nd Call)/R/25-26. (Tender ID : 2026_WBPWD_5015477_1). (3) Day to day operation of AC plant installed at (1) MC-Hub (VRF units) (2) Hybrid CCU under MJN Medical College & Hospital, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 19.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-51/2nd Call)/R/25-26. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015478_1). (4) Proposed construction of G+3 100 bedded COVID Ward (RCC Structure) at Tufanganj S.D Hospital, Cooch Behar- External E.I Work- Additional modification work & pipe laying for road crossing of cables. Bid Submission Start Date : 19.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 29.06.2026 after 01:00 P.M. WBPWD/EE/CED/eNIT-52/2nd Call)/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015479_1). (5) Urgent Electrical Repairing Works of Main Incoming Sytem and Compound Lights at Pundibari Rural Hospital,Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 19.06.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 25.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 29.06.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division.
ICA-T10237(2)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫২২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ হাঁদা ভোঁদা, দুপুর ১২.০০ চিতা, ২.৩০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.০০ তিনমূর্তি, রাত ৮.৩০ প্রজাপতি

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ দেবা, দুপুর ১.০০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.০০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ টাইগার, রাত ৯.৪৫ শক্তি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ইডিয়ট, দুপুর ১২.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৩.১৫ কর্তব্য, সন্ধে ৭.০০ মানিক, রাত ১০.৩০ শিবাজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ত্রয়ী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুজন সখী

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৫৯ মক্ষী, দুপুর ১.২৮ বীরা : দ্য পাওয়ার, বিকেল ৪.৪৩ ভোলা, রাত ১০.২৯ শিবা : দ্য সুপার পাওয়ার-থ্রি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ১.৩০ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৫০ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১০.৫৩ হ্যালো চার্লি

ওয়াইল্ডেস্ট সারভাইভাল
বিকেল ৫.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

ত্রয়ী দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

করণ অর্জুন দুপুর ১.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর সহযোগিতায় ব্যবসার কঠিন অবস্থা থেকে বেরোতে পারবেন। কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে আর্থিক খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। মিথুন : অকারণে অর্থের পেছনে ছুটে আজ কোনও লাভ হবে না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হবে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হলেও, চিকিৎসকের পরামর্শে স্বস্তি পাবেন। সিংহ : কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। বৈষয়িক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিরোধের মিটমাট হওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : আপনার বুদ্ধির বলে সংসারের আর্থিক সমস্যার সামাল দিতে সক্ষম হবেন। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : মিথ্যা কথা বলা নিয়ে সংসারে অশান্তি হতে পারে। সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বৃশ্চিক : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির খবরে আনন্দ। বাড়ির কোনও মূল্যবান জিনিস হারিয়ে মানসিক অশান্তি। প্রেমে সংকট কাটবে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ। মকর : আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। দূরের কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি হতে পারে। আজ তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি পাবেন। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। মীন : নতুন কোনও কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূত্রে দূরে যেতে হতে পারে। একাধিক সূত্রে আয়ের রাস্তা খুলে যেতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ জুন ২০২৬, ১ আহার, সংবৎ ১/২ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৩০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।২০। মঙ্গলবার, প্রতিপদ দিবা ৬।৩৭ পরে দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৪।১৩। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৭।২৩। গণ্ডযোগ দিবা ৭।২৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।২২। ববকরণ দিবা ৬।৩৭ গতে বালবকরণ অপরাহ্ণ ৫।২৫ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৭।২৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৬।৩৭ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৭।২৩ গতে চতুষ্পাদকরণ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৬।৩৭ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪০ গতে ৮।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কুণালকেও ডিম

কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম। অভিযুক্ত তরুণকে তখনই আটক করে পুলিশ। গুন্ডামি বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল বিধায়ক।

নজরে শাহজাহান

সন্দেশখালিতে জমি দখলের মামলায় শেখ শাহজাহান ও তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল ইডি। ৭ জুলাই থেকে শুরু হবে সাক্ষ্য গ্রহণ। দুর্নীতি করে ৫ কোটি টাকা উপার্জিত করা হয়েছিল বলে দাবি ইডির।

তদন্তে সিবিআই

আরজি কর কাণ্ডে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখতে সোমবার সিবিআইয়ের সাত সদস্যের একটি দল যায়। হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রশাসনিক নথি ও তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বৈঠকও করেন তাঁরা।

হাইকোর্টে ইশা খান

এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, মালদা, মুর্শিদাবাদের রেকর্ড সংখ্যক মানুষের নাম এসআইআরে বাদ গিয়েছে। এর সমাধানের আর্জি জানান তিনি।

ছয় মাসে পুরভোট

কলকাতায় ডিলিমিটেশন ঘোষণা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জুন : চলতি বছরের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার ভোট সেরে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। সোমবার পুরসভার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করে নবনির্বাচিত পুরবোর্ডের হাতে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দেবে সরকার। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপারিশ করেছে রাজ্য সরকার।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'পিছনের দরজা দিয়ে পুরসভার দখল আমরা নেব না। আমরা-ওরা আর নয়। এবার সকলে উন্নয়নের পক্ষে।' রাজ্যের একাধিক পুরসভাতেও বোর্ড ভাঙতে শুরু করেছে। সেই পুরসভাগুলিতেও দ্রুত পুরভোট হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই ছিল শুভেন্দু অধিকারীর কলকাতা পুরসভায় প্রথম পদার্পণ। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পৌঁছোনোর আগেই তাঁকে স্বাগত জানাতে কলকাতা পুরসভার প্রবেশপথে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের একাধিক পরিচিত মুখ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মালা রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাউন্সিলার কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ বিশ্বাসের স্ত্রী জুঁই বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কাজরিকে কথা বলতেও দেখা যায়। পরে আপনাকে ফোন করছি বলে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় দেবাশিস কুমারকে। প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও চেয়ারপার্সন মালা রায়কে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে কাজরি

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী।

বলেন, 'কাউন্সিলার হিসেবে যেটুকু সময়ে মেয়াদ বাকি আছে, সেই সময়টায় কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের ডেকেছেন, ভালো লাগছে।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'রাজ্য সরকারকে বাধ্য হয়েই কলকাতা কর্পোরেশনে প্রশাসক বসাতে হয়েছে। মেয়র পদত্যাগ করার পর পুর কমিশনার ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন মেয়র নির্বাচনের জন্য। কিন্তু ওঁরা সবাই মেয়র হতে চান। যার ফলে কলকাতা পুরসভার মতো প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ফলে বাধ্য হয়েই সরকারকে পুরবোর্ড ভেঙে দিতে হয়েছে।' সোমবার কলকাতা পুরসভায় 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকারের নীতি খুব ব্যতিক্রম ছাড়া,

> **কাউন্সিলার হিসেবে যেটুকু সময়ে মেয়াদ বাকি আছে, সেই সময়টায় কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের ডেকেছেন, ভালো লাগছে।**
>
> **কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়**
> মমতার ভ্রাতৃবধূ

যেখানে প্রশাসক আছে সেখানে দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পুরবোর্ড করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এ ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন কমিশনই যা করার করবে। আমরা চাই ৬ মাসের মধ্যে ভোট করে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পুরবোর্ডের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে।'

তবে পুরভোটের আগে কলকাতায় ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাস চান মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে আমি জানি এখানকার ৭৭ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০-৫০ হাজার মানুষের বাস। আবার কলকাতায় এমন ওয়ার্ডও আছে যেখানে ১০ হাজার মানুষও থাকে না। সেই কারণে আমি মনে করি কলকাতা কর্পোরেশনে ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত।' ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী জনসংখ্যা ও উন্নয়নকে সামনে আনলেও আসলে রাজনৈতিক কারণেই কলকাতা পুরবোর্ড জিততে ভোটের আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে মনে করে বিরোধীরা।

কলকাতায় পুরভোট হওয়ার কথা ছিল ২০২০-র এপ্রিল-মে মাস নাগাদ। কিন্তু ওইসময় কোভিড পরিস্থিতির কারণে ভোট করা যায়নি। একুশের বিধানসভা নির্বাচন চুকতেই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হয়। ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩৭টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়ে পুরবোর্ড গড়েছিল তৃণমূল। কিন্তু এবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পরে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরবোর্ডও ভেঙে গিয়েছে। ৭ জুন মেয়র পদে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম। পরের দিনই প্রশাসক বসে কর্পোরেশনে। মেয়রের পদত্যাগের পর কলকাতা কর্পোরেশনের মতো ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক বসানো নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল রাজ্য সরকার।

ক্ষমতার এই নাট্যশালায়...

কলকাতা পুরসভায় শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা মালা রায়ের। (ডানদিকে) মঞ্চে হালকা মেজাজে মন্ত্রীরা। সোমবার।

৭৯ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণা

কলকাতা, ১৫ জুন : ১২ দিনে অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম জুড়ল আরও ২৯ লক্ষের। সোমবার নন্দীগ্রামে রাজ্যব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩ হাজার টাকা ভাতা দিয়েছে সরকার। এরই সঙ্গে একশো (প্রকল্পটি বর্তমানে ১২৫ দিনের) দিনের কাজে চলতি মাসেই ২০ দিনের জন্য রাজ্যকে ৭০০ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর বার্তার সঙ্গেই বদলার হিসেবকেও ভুলতে চান না মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবির। সবমিলিয়ে ১১০০ জায়গায় এই শিবির হচ্ছে। নন্দীগ্রামে শিবির উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি নাগরিক যাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুযোগ নিতে পারেন, লক্ষ্য সেটাই।

রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরই দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্তদের ওপর হামলার ঘটনাও রোজকার বিষয় হয়ে উঠেছে। দল ও সরকারের তরফে বারবার বলা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় হামলায় বিজেপি কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠছে। নন্দীগ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যেমন একদিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'সবকা সাথ ও সবকা বিকাশের সঙ্গে সবকা হিসাবও হবে।' পাশাপাশি একথাও বলেছেন, 'কেউ হাতে আইন তুলে নেবেন না। তোলাবাজ, সিন্ডিকেট, গুন্ডা, খুনি, ধর্ষক প্রত্যেককেই শাস্তি দিয়ে দেখাবে আপনাদের এই মুখ্যমন্ত্রী।'

জোড়াফুল প্রতীক কাড়তে মরিয়া

ঋতব্রতদের নজরে জেলা পরিষদও

কলকাতা, ১৫ জুন : বিধানসভা ও লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সিংহভাগ জনপ্রতিনিধিকে নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার পর এবার গোটা দলটারই দখল নিতে ছক কষছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের এই বিদ্রোহী শিবিরের নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, সাংসদ এবং বিধায়কদের পর্ব মিটে গেলেই তাঁদের পরবর্তী নিশানা হবে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা, কর্পোরেশন এবং জেলা পরিষদ। দলের একাধিক জেলা সভাপতিও ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ঋতব্রত।

লোকসভায় যখন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে ২০ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়ে আলাদা ব্লকের স্বীকৃতি চাইছেন এবং আইনি প্যাঁচ এড়াতে এনসিপিআই নামক একটি স্বল্প পরিচিত দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন, ঠিক তখনই কলকাতায় বসে ঋতব্রতর এই রাজনৈতিক চাল ঘাসফুল শিবিরের জন্য চরম অশনিসংকেত। স্পিকারের কাছে দলত্যাগবিরোধী আইনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া চিঠি দিলেও ঋতব্রত সেই প্রচেষ্টাকে কার্যত 'দিবাস্বপ্ন' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর সাফ কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে মাত্র আটজন বিধায়ক ছিলেন, আর তাঁদের মধ্যেও দুজন বিদ্রোহের পথে। লোকসভার অন্তত ২০ জন সাংসদও দলের বিরুদ্ধে। তাহলে দলের আর বাকি রইল কী?

বিধানসভার স্পিকারের কাছে ইতিমধ্যেই ৫৮ জন বিধায়কের সই জমা দিয়েছেন ঋতব্রতরা। আরও তিনজন আলাদাভাবে চিঠি দিয়েছেন এবং সোমবার আরও তিনজন দেবেন। সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটা অচিরেই ৬৭-৬৮-তে গিয়ে দাঁড়াবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এই নজিরবিহীন বিদ্রোহের মূল কারণ হিসেবে তিনি সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থা আইপ্যাককে কাঠগড়ায় তুলেছেন। ঋতব্রতর অভিযোগ, মমতার তৈরি করা একটা তৃণমূল স্তরের দলকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করে নিয়েছে একদল কর্পোরেট আমলা। এই স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাঁদের লড়াই।

তাঁদের এই শিবিরের মাথা কে? বাম-রাজনীতির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা ঋতব্রত নিজেকে দলের একজন সাধারণ খেলোয়াড় বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। তাঁর মতে, তাঁদের এই লড়াই একটি ফুটবল দলের মতো যৌথ নেতৃত্বের, যেখানে তিনি বিরোধী দলনেতা, আখরুজ্জামান চিফ হুইপ এবং সন্দীপন সাহা উপ-দলনেতা হিসেবে খেলছেন। বিধানসভায় তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করলেও লোকসভায় তাঁদের সতীর্থরা যদি এনডিএ-কে সমর্থন করেন, তবে রাজনৈতিকভাবে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত মেরুতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অভিষেক-বিরোধিতায় তাঁরা খড়্গহস্ত হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখনও নিজেদের 'প্রধান উপদেষ্টা' হিসেবেই দেখতে চায় এই বিক্ষুব্ধ শিবির।

হেঁশেলেই বাঘ বাঁচানোর অভিনব লড়াই

কলকাতা, ১৫ জুন : বাঘ বাঁচাতে এবার হাতিয়ার খুন্তি আর কড়াই! শুনতে অবাক লাগলেও, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণে এমনই এক অভিনব এবং বাস্তবসম্মত পথ দেখাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শের'। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া প্রান্তিক গ্রামের মানুষদের জঙ্গল-নির্ভরতা কমাতে এবং বিকল্প আয়ের আধুনিক রাস্তা খুলে দিতে আয়োজিত হল এক বিশেষ রন্ধন প্রশিক্ষণ শিবির— 'কমিউনিটি কালিনারি এক্সেলেন্স ইনিশিয়েটিভ'।

গত এক দশকে সুন্দরবন আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে রীতিমতো হটস্পট হয়ে উঠেছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রকমারি স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু খাবারের চাহিদাও। সেই পর্যটন অর্থনীতিকেই কাজে লাগাতে চাইছে ইউরো-শের কনজারভেশন প্রোগ্রাম। তাদের 'বাঘবন' কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারে আয়োজিত দু'দিনের এই কর্মশালায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ পিনাকী রায়ের হাত ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা শিখলেন আধুনিক রন্ধনশৈলী, মেনু প্ল্যানিং এবং দেশি-বিদেশি নানা পদের রেসিপি। উদ্যোগের মূল লক্ষ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুদূরপ্রসারী— স্থানীয় মানুষ যদি পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেশাদার হেঁশেল সামলেই সম্মানজনক রোজগারের মুখ দেখেন, তবে মধু সংগ্রহ বা কাঁকড়া ধরতে গভীর জঙ্গলে যাওয়ার মারণ-ঝুঁকি তাঁরা নেবেন না। ফলে বাঘ ও মানুষের রক্তক্ষয়ী সংঘাত যেমন কমবে, তেমনই সুরক্ষিত হবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র। জীবিকা উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ— এই তিন গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে এক সুতোয় বেঁধে জঙ্গলবাসীদেরই এবার বনরক্ষার অন্যতম সক্রিয় অংশীদার করে তোলার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

গুরু তুমি দেখতে পাচ্ছো কি? কলকাতার ফিফা গলিতে পায়ে পায়ে স্কিল। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

১২ পাতায় ৬০ প্রশ্ন ইডি'র

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুন : ভবানী ভবনে প্রথমে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা, তারপর ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ম্যারাথন ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সোমবার ঘড়ির কাঁটায় ১০টা ৫৬ মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছোন অভিষেক। বেলা ১১টায় তাঁকে তলব করা হলেও এদিন ১০টা ১৫ মিনিটে কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই পৌঁছে যান তিনি। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে বাড়তি কোনও নিরাপত্তা বা পুলিশি তৎপরতা ছিল না। অতিরিক্ত পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের ভিড় ও ঠেলাঠেলির মধ্যে আমজনতার মতোই ইডি দপ্তরে প্রবেশ করতে দেখা যায় অভিষেককে। যদিও প্রবেশের সময় কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

সূত্রের খবর, এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১২ পাতায় ৬০টি প্রশ্ন তৈরি করে ইডি। তদন্তে উঠে এসেছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে যে শেয়ার ট্রেডিং করে কালো টাকা সাদা করা হত। একদিকে অভিষেকের সম্পত্তির উৎস এবং শেয়ার ট্রেডিং করে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কত টাকা সাদা করেছে এবং কীভাবে শেয়ারের খেলা চলত সেটাই তদন্তের বিষয়।

প্রশ্নের পাঁকে। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

সিবিআইয়ের তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটকে হাতিয়ার করে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে ডাকা হয়েছে। ওই চার্জশিটে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর ১৫ মিনিটের রেকর্ডিংয়ে কথোপকথনের জনৈক নেতা অভিষেকের নাম রয়েছে। ওই অভিষেকই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কি না, তা জানতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। ২০১৭ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণকে। অভিষেককে 'সাহেব' বলে সম্বোধন করতেন সুজয়কৃষ্ণ। সূত্রের খবর, সুজয়ের বেহালার বাড়িতে বৈঠক হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অপর দুই ব্যক্তি কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়দের। সিবিআইয়ের চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়, সুজয় কুন্তল ও শান্তনুদের জানিয়েছিলেন, প্রাথমিকের নিয়োগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মোটা টাকা নিচ্ছেন বলে জানতে পেরেছেন অভিষেক। সেই ভাগ অভিষেককে না দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। টাকা ভাগাভাগি নিয়ে পার্থ ও অভিষেকের মধ্যে দ্বন্দ্বও বেধে গিয়েছিল। বেআইনিভাবে যে নিয়োগগুলি সম্পন্ন করা হয়, তা থেকে ১৫ কোটি টাকা চেয়েছিলেন অভিষেক। টাকা না পেলে চাকরিপ্রার্থীদের গ্রেপ্তারি ও নিয়োগ আটকানোর হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে সুজয়কৃষ্ণ মারফত আরও ২০ কোটি টাকা দেওয়া হয় অভিষেককে। চাকরি বিক্রি থেকে ১০০ কোটির মধ্যে ২০ কোটি অভিষেক, ২০ কোটি পার্থ, ২০ কোটি মানিক ভট্টাচার্য ও বাকি টাকা সুজয়দের মধ্যে ভাগের পরিকল্পনা হয়েছিল। অঙ্কের হিসেব জানতে ডাকা হয়েছে অভিষেককে।

মমতাকে খোঁচা কিরণময়ের

কলকাতা, ১৫ জুন : রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূলের পাশে বরাবর দেখা গিয়েছে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে। এমনকি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরও কলকাতায় এসে মমতার সঙ্গে দেখা করে যান সপা সুপ্রিমো। মমতাকে জোর করে হারানোর তত্ত্বেও সিলমোহর দিয়েছিলেন অখিলেশ। কিন্তু তৃণমূল যখন ভাঙনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে তখনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অখিলেশের দলের নেতা কিরণময় নন্দ। সোমবার কলকাতায় এসে সপা'র জাতীয় সহ সভাপতি দাবি করেছেন, যতই হার মানতে না চান মমতা, তিনি হেরেই গিয়েছেন। জনতা তাঁকে চায়নি। এমনকি পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে বিঁধে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে ভালো কাজ হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কিরণময়। তিনি বলেন, 'আমার দলের নেতা এসে বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারেননি। কিন্তু উনি তো হেরেছেন। অখিলেশ যা বলেছেন তা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা।'

ফের হাজিরা এড়ালেন অরূপ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুন : তৃণমূলের দুই হেভিওয়েট নেতা সুজিত বসু ও অরূপ বিশ্বাসের ফাঁড়া যেন কাটতেই চাইছে না। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এখনও জামিন অধরা সুজিতের। তাঁর মামলায় পালটা যুক্তি দিতে আগ্রহী ইডি। সুজিতের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে সোমবার তাঁর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি গ্রেপ্তারির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তাঁর যুক্তি, ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। পরে ২০২৪ সালে চার্জশিট বা অতিরিক্ত চার্জশিট কোনওটিতে সুজিতের নাম নেই। তাঁর বিরুদ্ধে অসহযোগিতারও অভিযোগ নেই। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই ও ইডির সমান্তরাল তদন্ত চলাকালীনও ডাকা হয়নি তাঁকে। সিংভির অভিযোগ, সাড়ে তিন বছর ধরে তদন্তে না ডেকে হঠাৎ করে গ্রেপ্তারি কেন? এর পরেই পালটা জবাবদিহি করতে চান ইডির আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, ২৯ জুনের মধ্যে ইডি লিখিত বক্তব্য জানাবে। ১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

অন্যদিকে, মেসি কাণ্ডে এদিনও হাজিরা এড়িয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার তৃতীয় নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে তলব করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি হাজিরা দেননি বলে

সূত্রের খবর। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা না করলে পরবর্তীতে কড়া পদক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। যদিও পুলিশের তরফে সরকারিভাবে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে অরূপের কাছে তৃতীয় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। সূত্রের খবর, ১৯ জুন হাজিরা দিতে পারেন অরূপ।

অনন্যার অফিসে নথি উদ্ধার

কলকাতা, ১৫ জুন : কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু নথিপত্র। মুকুন্দপুরের ওই অফিস থেকে পাওয়া নথিগুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, চাকরি দেওয়া, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টাকা তোলা হত। কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নথি ও জমির কাগজও নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। যদিও সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলার অভিযোগ মানতে চাননি।

গভীর সমুদ্রবন্দরই পাখির চোখ রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুন : রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের দিশা দেখাতে নতুন বিজেপি সরকার ২২ জুন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে। পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবারে গভীর সমুদ্রবন্দর গড়তে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হবে তাতে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একান্ত আলোচনা সেরে রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরে যাচ্ছেন। প্রস্তাবিত ওই গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে এই প্রকল্প নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা সেরে রেখেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে এই নিয়ে সদর্থক আলোচনা করা এবং দাদনপাত্রবারে গিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি সরেজমিনে দেখবেন অর্থমন্ত্রী।

ইতিমধ্যেই বর্তমান রাজ্য সরকার পূর্বতন তৃণমূলের এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাতিল করে তাজপুরের বদলে দাদনপাত্রবারে ১৭০০ একর জমি চিহ্নিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে বলতে গিয়ে সদ্য বলেছেন, 'তাজপুরে পর্যাপ্ত জমিই নেই। ওখানে গভীর সমুদ্রবন্দর হওয়ার কোনও বাস্তবতাই নেই। আমাদের সরকার তাজপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে দাদনপাত্রবারে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ১৭০০ একর জমি চিহ্নিত করেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রীর কথা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখ থেকেই এই প্রকল্প গড়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেতের আভাসও মিলেছে। আর তা পেয়েই আমরা সেখানে এই প্রকল্প গড়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ করছি।' এই নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁদের কথা হয়েছে। সম্ভবত, এই প্রকল্প নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পথে তাঁরা এগোতে পারেন বলে আভাস মিলেছে। রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার শিল্পায়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যে নতুন শিল্প বিনিয়োগ টানতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রী ও তাঁদের মন্ত্রকের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতীকি ছবি।

খুলবে আরও ফাইল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুন : একের পর এক দুর্নীতির মামলা আর সেই সংক্রান্ত তদন্তের চোরাবালিতে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়কদের সই জাল, উসকানিমূলক কাণ্ডে সিআইডির লাগাতার ম্যারাথন জেরার কবলে পড়েছেন তিনি। সোমবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র জেরার মুখোমুখি হন অভিষেক। এবার কয়লা-গোরু ও বালি পাচার তদন্ত নতুন করে শুরু করার তৎপরতা শুরু করেছে ইডি এবং সিবিআই। তৃণমূল আমলে এইসব দুর্নীতির তদন্ত শুরু হলেও মাঝপথে সেই কাজে ভাটার টান দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে প্রশাসনের একাংশে ও জনমানসে চাপা ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার আসায় এইসব দুর্নীতির তদন্ত শুরু করা নিয়ে তৎপরতা বেড়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অন্দরে।

গায়ে ঠান্ডা পানীয়, নাবালকের পেটে ছুরি

ইসলামপুর, ১৫ জুন : গায়ে ঠান্ডা পানীয়ের ছিটে পড়া নিয়ে বিবাদের জেরে এক নাবালকের পেটে ছুরি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক কিশোরের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় ওই কিশোর। রবিবার রাতে ইসলামপুরে মেলার মধ্যে এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, মেলায় আসা কিশোরের কাছে ধারালো অস্ত্র এল কীভাবে? এদিকে, আঘাত গুরুতর হওয়ায় মহম্মদ কুদ্দুস নামে বছর চোদ্দোর ওই নাবালকের চিকিৎসা চলছে।

রবিবার রাতে ইসলামপুরের স্মাইল চক এলাকার বাসিন্দা কুদ্দুস তার কিছু বন্ধুর সঙ্গে মেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। সেসময় তার এক বন্ধু একটি দোকান থেকে ঠান্ডা পানীয় কেনে। সেই বোতলের ছিপি খোলার সময় সামান্য পানীয় পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক কিশোরের গায়ে ছিটকে

ইসলামপুর

লাগে বলে অভিযোগ। এরপরই ওই কিশোরের সঙ্গে কুদ্দুসের বন্ধুর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সেসময়ে আচমকাই ছুরি বের করে কুদ্দুসের পেটে চালিয়ে দেয় ওই কিশোর। বিষয়টি দেখে লোকজন ছুটে আসতে থাকায় ছুরি নিয়েই সে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ইসলামপুর মেলা মাঠ এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

আহত কুদ্দুসকে রক্তাক্ত অবস্থায় তার বন্ধুরা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারের সদস্যদের। খবর যায় পুলিশের কাছেও। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তার চিকিৎসা চলছে। আহত মোহাম্মদ কুদ্দুসের কাকা বলছেন, 'আজ ইসলামপুর পুলিশ স্টেশনে ওই কিশোরের নামে অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ যেন দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়, এটাই আমাদের দাবি।'

এনিয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিং বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

গাছ ভেঙে বিপত্তি

খড়িবাড়ি, ১৫ জুন : বৃষ্টি ও হাওয়ার দাপটে ফরেস্টের শুকনো গাছ ভেঙে বিপত্তি নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। সোমবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড়ের ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ঘটনাটি ঘটে। সড়কের ধারে সারিবদ্ধ দোকানের পেছনে রয়েছে টুকরিয়াঝাড় ফরেস্ট। সেই ফরেস্টের একটি শুকনো গাছ এদিন বিদ্যুৎবাহী তার ও দুটি দোকানের ওপর ভেঙে পড়ে। ফলে এলাকার একাংশের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাধব মল্লিকের মুদির দোকান ও বিশু রাইয়ের হোটেলের টিনের চালের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। বনকর্মীরা গাছ কাটেন। বিদ্যুৎকর্মীরা পরিষেবা স্বাভাবিক করতে কাজ করেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঝুঁকির যাতায়াত।। জলপাইগুড়ির বেরুবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

জনকল্যাণ শিবিরে অব্যবস্থার ছবি

পুরনিগমের ভূমিকায় ক্ষোভ শিখার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনকল্যাণ শিবির 'জয় বাংলা' লেখা পেনশন ফর্ম বিলি নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় পুরনিগমর ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পাটেশ্বরী স্কুলে। কেন এই ফর্ম বিলি হচ্ছে, তা নিয়ে বিজেপি কর্মীরা সরকারি কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে শিবিরে এসে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় পুরনিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'পুরো শিবিরজুড়ে অরাজকতা চলছে। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা থেকে শুরু করে এসসি-এসটি সার্টিফিকেট দেওয়ার টেবিল তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রচুর ফর্ম, সার্টিফিকেট রাজ্য সরকারের তরফে পুরনিগমে পাঠানো হয়েছে।' 'জয় বাংলা' পেনশন ফর্ম বিলি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগমের কিছু কর্মী এখনও তৃণমূলের তাঁবেদারি করছেন। মেয়রকে এর জবাব দিতে হবে।' যদিও সরকারি কর্মী জানান, ভুল করে জয় বাংলা লেখা পুরোনো কিছু ফর্ম তাঁর কাছে চলে এসেছে।

তবে হাঁসফাঁস গরমেও জনকল্যাণ শিবিরে লম্বা লাইন দেখা যায়। তরুণ থেকে প্রবীণ, অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম কিষান সম্মাননিধি, মুদ্রা লোন, জয় জোহরের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউই। সোমবার গরমের মধ্যে শিবিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন খড়িবাড়ির এক মহিলা। তবে শিবিরে উপভোক্তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, খতিয়ে দেখতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আসেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

মাটিগাড়া ব্লকের জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি শিবিরের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখে উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। খড়িবাড়ি বিডিও অফিস ক্যাম্পাসের বিদ্যাসাগর মঞ্চে এই শিবিরে খড়িবাড়ি ও বিন্নাবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা আসেন। বিভিন্ন দপ্তরের টেবিলে ঝোলান ফ্লেক্সে ইংরেজিতে লেখা বুঝতে না পেরে অনেকে অসুবিধায় পড়েন। বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরাম ঘোষের বক্তব্য, 'শিবিরে কোন প্রকল্পের জন্য কোথায় ফর্ম ফিলআপ করতে হবে, তা নিয়ে কোনও প্রকল্পভিত্তিক ফ্লেক্স ছিল না।'

সাধারণ মানুষের এই সমস্যা দেখে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল বলেন, 'পরিকল্পনার অভাবে এই অব্যবস্থা। বিডিও বৈঠক ডেকে

জনকল্যাণ শিবিরে উপভোক্তাদের ভিড়। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

কোনও আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় সাধারণ মানুষের এই হয়রানি।' হয়রানির খবর পেয়ে শিবিরে আসেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই জনকল্যাণ শিবির। শিবিরে চূড়ান্ত অব্যবস্থা ধরা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' যদিও বিডিও দীপ্তি সাউ-এর সাফাই, তিনি এই শিবিরের ব্যাপারে বিধায়ক সহ সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে আগাম মিটিং করেছেন। মঙ্গলবার সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন।

চাকুলিয়ায় আয়ুষ্মান ভারত, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতার মতো জরুরি পরিষেবা নিয়ে ভোগান্তি হয় অনেকের। বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর ও সাহাপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়কির মতো এলাকার বাসিন্দারা প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে থেকে এসেও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাননি। তারাপুরের বাসিন্দা হোপনা মার্ডির কথায়, 'শিবিরে এসে জানতে পারলাম, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে আবেদন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশাকর্মীরা নেবেন। অথচ এব্যাপারে প্রশাসনের তরফে আগাম কিছু জানানো হয়নি।' সাহাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদাশিমুল এলাকার বাসিন্দা জাফর আলির অভিযোগ, 'দু'মাস ধরে বার্ধক্য ভাতা বন্ধ। নতুন করে আবেদন করতে হবে কি না শিবিরে কেউ তার উত্তর দিতে পারছেন না।'

এনিয়ে বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য বাড়িতে যাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।' তবে বার্ধক্য ভাতার বিষয়টি তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। ইসলামপুর কৃষি বাজারের ক্যাম্পে লম্বা লাইন চোখে পড়ে। নকশালবাড়ি ব্লকের আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা এবং গোঁসাইপুর- এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য লোয়ার বাগডোগরা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এবং মাটিগাড়া-২, মাটিগাড়া-১ এবং আঠারোখাই পঞ্চায়েতের জন্য শিবির করা হয় মাটিগাড়া ব্লক অফিস ক্যাম্পাসে। সার্ভার ডাউন থাকায় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বর্ষায় নদীতে বালি খননে লিজ নয়

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : বর্ষার নদী খনন পুরোপুরি বন্ধ থাকে। তবে এতদিন বর্ষার মুখে নতুন করে কিছু ঘাট লিজ দেওয়া হত। সেই ঘাটগুলিতে বর্ষার আগে তোলা বালি, পাথর মজুত রাখার অনুমতি ছিল। অভিযোগ, সেই নিয়মের ফাঁকে অনেক ঘাটের লিজ হোল্ডার বর্ষার মধ্যেও অবৈধভাবে খনন চালাতেন। এবার সেই নিয়মে বদল আসতে পারে। এবার বর্ষার মুখে আর নতুন করে কোনও ঘাটেরই লিজ দেওয়া হবে না বলে খবর। ফলে পুরোনো লিজ ঘাটেই শুধু বালি মজুত রাখা যাবে। কিন্তু বর্ষায় বৈধ লিজ ঘাটগুলি কত পরিমাণে বালি, পাথর মজুত রাখতে পারবে, তার কোনও হিসেব প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। সেদিক থেকে বর্ষায় সেই ঘাটগুলিতে অবৈধ খনন করে পুরোনো মাল বলে চালিয়ে দিতে পারে। সেই প্রশ্নে এক ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক বলছেন, 'কোন ঘাটে কত মজুত থাকবে, তা ঘাট বন্ধের আগে হিসেব দিতে হবে। ভুল হিসেব দিলে খতিয়ে দেখা হবে।'

দার্জিলিং জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছর ১ জুলাই থেকে বর্ষার কারণে নদী খনন বন্ধ হয়েছিল। এবার এখনও সরকারি নির্দেশিকা পায়নি জেলা প্রশাসন। তবে জেলায় মোট ১০টি বৈধ লিজ ঘাট রয়েছে। একটি মিরিকে, বাকি ৯টি সমতলে। অভিযোগ, সমতলের ৯টি ঘাট বাদে বালাসন, মহানন্দা, মেচি এবং আরও কয়েকটি নদীতে অবৈধভাবে খনন চলে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলছেন, 'এবার বর্ষায় অবৈধ খনন রোধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

ট্রেনেই প্রসব

কোচবিহার, ১৫ জুন : ট্রেনে যাত্রা করার সময় প্রসব বেদনা শুরু হয় এক অন্তঃসত্ত্বার। এরপর এনএফআর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ট্রেনেই নিরাপদে সন্তান প্রসব করেন ওই মহিলা। শিশুটি অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেওয়ায় মা ও শিশু দুজনকেই রেলওয়ের অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। রবিবার ঘটনাটি ঘটে অবধ-আসাম এক্সপ্রেসে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, মা ও শিশু দুজনই এখন সুস্থ রয়েছেন।

রক্তদান শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুন : মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের শিলিগুড়ি শাখা এবং ঘোষপুকুর কলেজের যৌথ উদ্যোগে সোমবার কলেজ প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১০৩ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপাল উমা মাজি বলেছেন, 'সংগৃহীত রক্ত লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।'

মৃতদেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুন : সোমবার রাতে চটহাটে সন্ধ্যা বর্মন (২৯) নামে এক গৃহবধূর দেহ পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। জিআরপি দেহ উদ্ধার করে।

বালি পাচার রোধে কড়া বার্তা দুর্গার

বিধায়কের সঙ্গে তর্ক পদ্ম নেত্রীর

খড়িবাড়ি, ১৫ জুন : বালি পাচারের খবর পেয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দলেরই মণ্ডল সভাপতির রোষের মুখে পড়লেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এমনকি তর্কাতর্কিতেও জড়িয়ে পড়লেন। এরপরই হুঁশিয়ারি দিয়ে দুর্গা বলেন, 'তৃণমূল জমানায় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের একাংশের মদতে বালি মাফিয়ারা অবৈধভাবে বিহারে দেদার বালি পাচার করত। সেই অভ্যাস এখনও রয়ে গিয়েছে। তবে এটা বরদাস্ত করা হবে না।' দল ও প্রশাসন যে আলাদা এবং পাচার রুখতে কাউকে যে রেয়াত করা হবে না, সে কথাও স্পষ্ট করে দেন।

সোমবার অবৈধভাবে খড়িবাড়ি থেকে বিহারে বালি পাচারের অভিযোগে পুলিশ পাঁচটি বালিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচটি গাড়ির চালককেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিধায়ক। এরপর বিডিও দীপ্তি সাউ, বিএলঅ্যান্ডএলআরও প্রতিমা সুব্বা এবং ওসি মানতোষ সরকারকে বিহার বর্ডারের চেকরমারি চেকপোস্টে ডেকে পাঠান বিধায়ক। সেখান থেকে তিনি পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদীর ঘাট পরিদর্শনে যান। কিন্তু সেখানেই বিজেপির রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডলের সভাপতি রিনা মণ্ডলের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। রিনা বলেন, 'বিধায়ক হওয়ার পর দুর্গা মুর্মু একাধিকবার রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল এলাকায় এসেছেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তিনি মণ্ডলের কর্মকর্তাদের কিছু জানান না। এতে কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ। দুর্গা মুর্মুর পানিট্যাঙ্কিতে আসার বিষয়টি জানতে পেরে বেশ কিছু কর্মকর্তা ওখানে গেলে তিনি খেপে যান। তর্কাতর্কি শুরু করেন। বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানাব।' তবে দুর্গার স্পষ্ট কথা, 'প্রশাসনিক কাজে মেচি ঘাট পরিদর্শনে এসেছি, এটা দলের কাজ নয়। তাই দলের

- সোমবার পাঁচটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে খড়িবাড়ি পুলিশ, গ্রেপ্তার ৫ চালক
- দুটি ক্র্যাশারের বালির নমুনা পরীক্ষার জন্য মাইনিং ও জিওলজি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে
- ট্রানজিট পারমিট না থাকায় একটি ডাম্পারের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা

সভাপতিকে বলার কিছু নেই। দল ও প্রশাসন আলাদা, এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তর্কতর্কির বিষয় নয়।'

খড়িবাড়ি থেকে নানা পদ্ধতিতে অবৈধভাবে বালি পাচার চলছিল। অভিযোগ, আমবাড়ি এলাকার একটি ক্র্যাশারের বালির চালান দেখিয়ে নদীর বালি পাচার করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছেন একজন ক্র্যাশারের মালিক। ওই ক্র্যাশারের মালিককে খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন বড় অঙ্কের টাকা জরিমানাও করেছিল। এছাড়া রয়্যালটি ছাড়াই ডুমুরিয়া নদীর বালি পাচার হচ্ছে বিহারে। অভিযোগ, বিহারের নদী থেকে বালি তুলে ট্রানজিট পারমিট ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ফের বিহারে পাচারের একটি চক্র কাজ করছে। সোমবার এমন পাঁচটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে খড়িবাড়ি পুলিশ। খবর পেয়ে বিধায়ক ঘটনাস্থলে যান। তাঁর নেতৃত্বে এদিন বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে শুরু করে প্রশাসন। দুটি ক্র্যাশারের বালির নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় মাইনিং ও জিওলজি দপ্তরে। এছাড়া দুটি অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। ট্রানজিট পারমিট না থাকায় একটি ডাম্পারের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা রুজু করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

এদিন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'বিগত ১৫ বছর ধরে প্রশাসনের একাংশ জড়িত হয়ে একাজ করত, সেই অভ্যাস এখনও রয়ে গিয়েছে। নদী থেকে বালি তুলে ক্র্যাশারের বালি দেখানো হচ্ছে। ক্র্যাশারের বালির নমুনা পরীক্ষা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। কোনও অবৈধ কাজ বরদাস্ত করা হবে না।'

পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : মাদক কারবারের তদন্তে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের একটি গাড়ি। ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের সেই গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। রবিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক সহ সাতজন পুলিশ আধিকারিক অবশ্য বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন। পুলিশ চালককে আটক করেছে। ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের কাছে খবর আসে নৌকাঘাট এলাকায় একটি চায়ের দোকানের আড়ালে মাদক কারবার চলছে। রবিবার রাতে এনজেপি থানার সাব-ইনস্পেকটর বিনুপ মাহাতোর নেতৃত্বে পুলিশের সাতজনের দলটি নৌকাঘাট মোড়ে তৃতীয় মহানন্দা সেতুর কাছে পৌঁছায়। রাস্তার পাশে তাঁদের গাড়িটি দাঁড় করান চালক। সেসময় সামনে থেকে একটি খালি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'যে কোনও অভিযানে গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সাধারণত গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু রবিবার রাতে নৌকাঘাটের নির্দিষ্ট একটি দোকানের সামনে পৌঁছানোর পরও আমরা গাড়ি থেকে কেউ নামিনি। সেসময় হঠাৎ সমানে থেকে ট্রাকটি এসে ধাক্কা মারে। গাড়ি থেকে কেউ নামলে বড় বিপদ হতে পারত।'

ট্রাকটিকে তৃতীয় মহানন্দা নদীর সেতুর নীচে স্ট্যান্ডে রাখার জন্য চালক নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেসময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে রবিবার রাত পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : সকাল সকাল মাটিগাড়া যাওয়ার টিকিট কাটতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে গিয়েছিলেন অনামিকা দাস। কাউন্টারে বসা কর্মীকে বললেন, 'মাটিগাড়ার টিকিট দিন।' ওই কর্মীর জবাব, 'লোকাল রুটের কোনও বাস নেই। মাটিগাড়ার টিকিট হবে না।' কথাটা শোনামাত্রই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামপুরের বাসকে দেখিয়ে অনামিকার প্রশ্ন, 'ওই বাসটা তো মাটিগাড়ার উপর দিয়েই যাবে। তাহলে টিকিট দিচ্ছেন না কেন?'

বিষয়টা নিয়ে টার্মিনাসের কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন অনামিকা। শুধু অনামিকা নন, প্রতিদিনই মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে বাসকর্মীদের ঝামেলা বাধছে বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পারমিতা দাসের কথায়, 'টিকিট কাউন্টারে গেলেই বলা হচ্ছে, শিবমন্দিরে যাওয়ার টিকিট দেওয়া যাবে না। বাইরে থেকে সরকারি বাসে উঠতে গেলেও দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।'

অভিযোগ, মহিলাদের জন্য জিরো ভ্যালুর টিকিট জারি হওয়ার পর থেকেই এই পরিস্থিতির সূত্রপাত। আগে যে সব রুটে বাসে না চড়ে অনেক মহিলা টোটো বা অটোতে যাতায়াত করতেন, এখন তাঁদের অনেকেই মাটিগাড়া, বাগডোগরা, শিবমন্দিরের মতো রুটে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করছেন।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে সিটি বাস পরিষেবা নেই। পানিট্যাঙ্কিতে দুটি ও খড়িবাড়িতে মাত্র একটি ছোট রুটের সরকারি বাস চলে। কিন্তু কাউন্টার থেকে দূরপাল্লার বাসের অত ছোট রুটের টিকিট দেওয়া হয় না। অথচ ছোট রুটের বাস কম থাকায় অনেক মহিলাই দূরপাল্লার বাসে উঠছেন। সে ক্ষেত্রে সোয়াইপ মেশিন থেকে টিকিট দিতে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি কনডাক্টরদের। দূরপাল্লার বাসেও পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি যেতে সাধারণ বাস ভাড়ার হিসেবেই টিকিট কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়ায় সর্বনিম্ন ভাড়া হিসেবে ১০ টাকার জিরো ভ্যালুর টিকিট কাটতে বলা হয়েছে, শিবমন্দিরের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা ও বিহার মোড়ের ক্ষেত্রে ২০ টাকা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাতেই। কারণ ২০ টাকার টিকিট ওই মেশিন থেকে কাটা যায় না। ফলে ২০ টাকা ভাড়া থাকলে, ১০ টাকা হিসেবে দুটি জিরো ভ্যালুর টিকিট কাটতে হচ্ছে।' এভাবে টিকিট কাটতে গিয়ে অনেক সময়েই মেজাজ হারাচ্ছেন কনডাক্টররা। এনিয়ে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ওসি সমীর সরকার বলছিলেন, 'অনেক সময় কনডাক্টরদের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ আসছে, এটা ঠিক। তাঁদের বলা হয়েছে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করতে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দূরপাল্লার বাসের কনডাক্টররা সমস্যায় পড়ছেন, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

মেজাজ হারাচ্ছেন কনডাক্টররা

রবিবার এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেই ভিডিওর স্ট্যাটাসে এক তরুণী লিখেছেন, এএনএম পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বোনকে নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন থেকে বিহার মোড় যেতে টার্মিনাসের কাউন্টারে গিয়েছিলেন। যদিও সেখানে বলা হয়, টিকিট দেওয়া হবে না। ওই তরুণী তাঁর বোনকে নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় বিহার মোড়ের উপর দিয়ে যাওয়া একটি দূরপাল্লার সরকারি বাসে ওঠেন। যদিও সেই বাসে ওঠার পর থেকেই কনডাক্টর অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ।

এবিষয়ে সমীরের আশ্বাস, 'কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি ডিভিশনে একশো বৈদ্যুতিক বাস আসবে। প্রয়োজনীয় এই সব রুটে বাসগুলো দিয়ে সমস্যা দূর করা হবে।'

উদ্বেগ কার্তিক মহারাজের

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুন : সীমান্ত লাগোয়া একাধিক জেলায় হিন্দুদের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কার্তিক মহারাজ। সোমবার বিধাননগরে সংঘের মাতৃমণ্ডলীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন, 'রাজ্যের সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি সনাতনী হিন্দুদের সুরক্ষাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদার মতো অত্যন্ত প্রান্তিক জেলাগুলিতেও একই পরিস্থিতি। তবে, সরকারের পালাবদলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।' এই অবস্থা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বলে মনে করছেন তিনি। পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে কার্তিক মহারাজের সংযোজন, 'সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলিতে হিন্দু পরিবারগুলো চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গবাদিপশু চুরির ভয়ে মানুষ ঘরের ভেতর গোরুর সঙ্গে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।' এই সমস্যাটি নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক উদাসীনতার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানান, দক্ষিণবঙ্গ বা কলকাতার মানুষ উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নন। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও সীমান্তের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর পান না। তিনি বলেন, 'প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে, আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি এই সমস্যার কথা জানাব।' এদিন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের আদর্শ মেনে হিন্দুসমাজকে সমস্ত কুসংস্কার ও ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান কার্তিক মহারাজ।

বিমানযাত্রীদের আপ্যায়ন

বাগডোগরা, ১৫ জুন : দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে অ্যারাইভাল গেটের কাছে আসতেই অবাক হয়ে গেলেন বিনিতা চৌহান। আপ্যায়ন করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অনুষ্ঠানস্থলে। কপালে টিকা পরিয়ে দিয়ে গলায় খাদা পরিয়ে স্বাগত জানালেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কর্মীরা। বিনিতা প্রথমে বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা আসলে কী। পরে জানতে পারলেন, সোমবার ছিল যাত্রী সুবিধা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এমন আতিথেয়তার আয়োজন। সেইসঙ্গে মাদল-ধামসার তালে তালে পা-ও মেলালেন। জানালেন, এই প্রথম তাঁর উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা। আর এসেই এমন আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন।

গড়িয়া থেকে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছিলেন সৌনক খাসনবিশ। তাঁকেও এভাবেই অভ্যর্থনা করা হয়। আপ্লুত তিনিও। বাগুইআটির সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় বললেন, 'কলকাতার গরম থেকে কয়েকটা দিন রেহাই পেতে পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি পাঁচ বন্ধু মিলে। বাগডোগরা নামার পর আমাদের এমনভাবে স্বাগত জানানো হবে ভাবতেই পারিনি। আদিবাসীদের সঙ্গে এই প্রথম এভাবে নাচলাম।'

অতিথিদের বিশেষ আপ্যায়ন জানাবার পাশাপাশি বিমানযাত্রী এবং বিমানবন্দরের কর্মীরা সমবেতভাবে বন্দে মাতরম গানটি পরিবেশন করেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলেন, 'সরকার পোষিত স্কুলে চারাগাছ লাগানো হয়েছে। বিমানবন্দরে কর্মীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করা হয়। পড়ুয়াদের মধ্যে আঁকা প্রতিযোগিতা করা হয়েছে।' সেইসঙ্গে এদিন বিমান চালানোর সঙ্গে যুক্ত মহিলাকর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিমানবন্দরের সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক প্রমুখ।

পোকার উপদ্রবে মাথায় হাত ক্ষুদ্র চা চাষিদের

দাম ভালো হলেও উদ্বেগে রয়েছেন চোপড়ার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। একদিকে পোকার আক্রমণ, আরেকদিকে কীটনাশকের বাড়তে থাকা মূল্য, দুইয়ের চাপে কপালের ভাঁজ চওড়া হচ্ছে চাষিদের।

চোপড়া, ১৫ জুন : পোকার আক্রমণে বিপাকে পড়েছেন চোপড়ার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কাঁচা পাতার দাম ভালো থাকলেও পোকার আক্রমণে বাড়তে থাকায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। লুপারের উপদ্রবে ক্ষতি হচ্ছে কাঁচা চা পাতার। পোকার হাত থেকে চা পাতা বাঁচাতে কীটনাশক কিনতে হচ্ছে চা চাষিদের। এদিকে, কীটনাশকের দাম বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের খরচও বাড়ছে। ফলে কাঁচা চা পাতার দাম ভালো মিললেও চাষের খরচ বাড়ায় আখেরে চাষিদের লাভ কমে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের অনেকেই বলছেন, কীটনাশক কিনতে গিয়ে উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে লাভের বদলে ক্ষতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন চাষিরা।

প্রত্যুষ সিংহ নামে এক ক্ষুদ্র চা চাষির কথায়, 'লুপার ও নানা পোকার ব্যাপক আক্রমণে চা উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমেছে। বাজারে পাতার দাম থাকলেও উৎপাদন খরচ তুলতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। রোগপোকা দমনে বেশি টাকা খরচ করে কীটনাশক কিনতে গিয়ে অনেক চাষিকেই আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে। আর এতে চাষিদের ক্ষতি বাড়লেও লাভবান হচ্ছে কীটনাশকের কোম্পানিগুলি।'

প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে চোপড়া ব্লকেই সর্বাধিক ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। বর্তমানে কাঁচা

চা পাতা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে পোকা। চোপড়ার একটি বাগানে।

চা পাতা ২৫ থেকে ২৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও বাড়তি খরচে লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে দাবি ক্ষুদ্র চা চাষিদের।

চা চাষিদের অনেকে জানাচ্ছেন, রোগপকার বাড়বাড়ন্ত থেকে রক্ষা পেতে সপ্তাহে অন্তত দু'বার কীটনাশক ছড়াতে হচ্ছে। তাতেও কাজ হচ্ছে না। চা গাছের কচি পাতা কালচে হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পাতার রস চুষে নিচ্ছে পোকা। এছাড়া কচিপাতা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চা চাষি আনারুল হক বলছেন, '১৫ দিন থেকে এক ধরনের পোকার উপদ্রবে চা বাগানগুলিতে ভয়ংকর অবস্থা হয়ে গিয়েছে। পাতার রস চুষে খাচ্ছে।'

এনিয়ে চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলছেন, 'আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বাগানগুলোতে সমস্যা বেড়েছে। রোগপোকার উপদ্রবে এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে। বিষয়টি টি বোর্ডের নজরে আনা হয়েছে। চাষিদের চা গবেষণা সংস্থার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে, ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ বলেছেন, 'কয়েকটি এলাকায় লুপারের উপদ্রব বেড়েছে। প্রতিরোধের জন্য চাষিদের নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার না করার বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে।'

এবিষয়ে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ ধনঞ্জয় মণ্ডল বলছেন, 'প্রাকৃতিক উপায়ে চা চাষে রোগপোকার আক্রমণ কম হয় এবং উৎপাদন খরচও তুলনামূলকভাবে কম পড়ে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের এই পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে।'

নাগরিক পরিষেবা লাটে ওঠার আশঙ্কা দুই পঞ্চায়েতে

প্রধান, উপপ্রধানের ইস্তফা গোঁসাইপুরে

নীতেশ বর্মন

■ গোঁসাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের রিতা সিংহ এবং অমৃতলাল সরকার

■ সোমবার নকশালবাড়ি বিডিওর কাছে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন

■ বিজেপির তরফে রিতা এবং অমৃতলালের কাছে পঞ্চায়েতের খরচের হিসেব চাওয়া হয়েছিল

> দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পেতে প্রধান এবং উপপ্রধান পদত্যাগ করেছেন। পদ ছাড়লেও অনিয়ম করে থাকলে মানুষ ছেড়ে কথা বলবে না। মহকুমা পরিষদ ভোটের বাকি আর মাত্র এক বছর। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তাঁদের।
>
> সিশনু ওরাওঁ, বিজেপি নেতা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানের পদে ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের রিতা সিংহ এবং অমৃতলাল সরকার। সোমবার নকশালবাড়ি বিডিওর কাছে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। অভিযোগ, বিজেপির তরফ থেকে প্রধান রিতা এবং উপপ্রধান অমৃতলালের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতের খরচের হিসেব চাওয়া হয়েছিল। সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদ থেকে তাঁরা সরে গেলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতটি কার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। নাগরিক পরিষেবা থমকে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

বিডিওর কাছে রিতা এবং অমৃতলাল যে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন, তাতে পদত্যাগের কারণ ব্যক্তিগত বলে উল্লেখ করেছেন। রিতার বক্তব্য, 'বিজেপি হিসেব চেয়েছিল, আমরা তা দিয়েছি। ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা রয়েছে, তাই প্রধানের পদ ছেড়ে দিয়েছি।' অমৃতলালের বক্তব্য, 'লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে অনেক সময় দুই কদম পিছিয়ে যেতে হয়। আমরা না হয় তাই করলাম। কারও চাপ নেই। ব্যক্তিগত কারণে ছেড়েছি।' তাহলে তৃণমূলের দখলে থাকা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ ও পুরসভায় পদত্যাগের হিড়িক লাগত না, এমন প্রশ্নে অমৃতলালের জবাব, 'ধীরে ধীরে হয়তো সেটাও হবে।' যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে উপপ্রধানের এমন দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ, বকলমে গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চালাতেন উপপ্রধান। অমৃতলালের বিরুদ্ধে জমির কারবার থেকে পাট্টা পাইয়ে দেওয়া, প্রকল্পের কাজে হস্তক্ষেপ করে কাটমানি নেওয়ার মতো নানা গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। যদিও তা মানতে চাননি তিনি।

বিজেপির তরফে ২০২২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রকল্পের হিসেব চাওয়া হয়েছিল। তাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, নিজস্ব তহবিল এবং আরও কয়েকটি প্রকল্পের কাজ ছিল। জেলে যাওয়ার ভয়ে ওই দুজন কোনও হিসেব দেননি বলে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ। বিজেপির সেখানকার মণ্ডল সভাপতি সিশনু ওরাওঁ বলেন, 'দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পেতে প্রধান এবং উপপ্রধান পদত্যাগ করেছেন। পদ ছাড়লেও অনিয়ম করে থাকলে মানুষ ছেড়ে কথা বলবে না। মহকুমা পরিষদ ভোটের বাকি আর মাত্র এক বছর। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তাঁদের। কিন্তু তা করেননি প্রধান এবং উপপ্রধান।'

১৫টি আসন পেয়ে ১৯ আসনের গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল। বাকি ৪টি দখল করে বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে বোর্ড দখলে রাখার ক্ষেত্রে নতুন করে প্রধান এবং উপপ্রধানের পদে কাউকে বসাতে হবে তৃণমূলকে। কেননা, তৃণমূলকে নিয়ে বোর্ড গঠনে রাজি নয় বিজেপি। প্রশাসন সূত্রে খবর, নতুন করে বোর্ড গঠনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। কোনও দল তাতে রাজি না হলে প্রশাসক বসানো হবে। বিজেপি সূত্রে খবর, লোয়ার বাগডোগরা সহ আরও কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে হিসেব চাওয়া হবে। ফলে পদত্যাগের ঘটনা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

বিক্ষোভের পর বেপাত্তা পদাধিকারীরা

বাগডোগরা, ১৫ জুন : মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা নেই প্রধান ও উপপ্রধানের। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গত মঙ্গলবার প্রধান কৃষ্ণ সরকার এবং উপপ্রধান রেখা মল্লিকের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখান। উপপ্রধান কোনওরকমে সেখান থেকে চলে গেলেও প্রধানকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। এরপর থেকেই ওই দুজন কার্যত বেপাত্তা।

প্রধান ও উপপ্রধানের অনুপস্থিতিতে পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও ওই পঞ্চায়েতের সচিব সীমা লাহার দাবি, কাজে তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'সেভাবে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কিছু কাজ বাড়িতে বসে প্রধান অনলাইনে করে দিচ্ছেন। যেসব কাজ আমাদের দ্বারা হয় সেগুলো করে দিচ্ছি।' তবে তিনি জানান, গত ১০ জুন জেনারেল বডির মিটিং প্রধান ও উপপ্রধানের অনুপস্থিতিতে বাতিল হয়ে যায়। প্রধান ও উপপ্রধানকে ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন না। সম্প্রতি মাটিগাড়া বিডিও অফিসে একটি বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকেও কৃষ্ণ ও রেখা গরহাজির ছিলেন।

সচিব যখন বলছেন পরিষেবা নিয়ে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, তখন গ্রামবাসীরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। কাওয়াখালির সন্ধ্যা রায় বলেন, 'আমার পাড়ায় আবর্জনা জমে রয়েছে। প্রধানকে বলতে এসে পেলাম না।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য মাম্পি সরকার বলেন, 'প্রধান কাওয়াখালির বালাসন নদীর চর লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন। চরের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য টাকা নিয়ে এনওসি দিয়েছেন। একজনের ব্যক্তিগত জমি, রাস্তার জমিও অন্যের কাছে বিক্রি করেছেন।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'উপপ্রধান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের জন্য ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা নিয়েছেন।'

কাজের সূচনা

বাগডোগরা, ১৫ জুন : গত বর্ষায় বালাসনের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে এমএম তরাইয়ের ইকো ট্যুরিজম স্পট ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল একটা গুম্ফা, একটি মন্দির সহ গোটা গ্রামটাই। সোমবার এখানে বাঁধের কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। আনন্দময় বলেন, 'আমরা বিধানসভা ভোটের আগে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো একে একে পূরণ করছি।' এই বাঁধ নির্মাণ করছে রাজ্যের সেচ দপ্তর। এক কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণে ব্যয় হবে ২ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। দেড় মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

শিলিগুড়ির মৈনাক পর্যটন প্রপার্টিতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে অভ্যর্থনা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

তদন্ত হবে পর্যটন দপ্তরের অফিস নিয়ে

রণজিৎ ঘোষ

জানালেন পর্যটনমন্ত্রী

> উত্তরবঙ্গে চায়ের পরে পর্যটনই অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের জেরে উত্তরবঙ্গের পরিবেশে প্রভাব পড়ছে।
>
> **শংকর ঘোষ,** পর্যটনমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : পাঁচ বছরে দপ্তরের শিলিগুড়ির অফিসঘর রীতিমতো বেহাল হয়েছে। আড়ালে কিন্তু প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ। পর্যটন দপ্তরের এই অফিস নিয়ে মন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। সোমবার সেখানে বসে মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'এই অফিস নিয়ে আমার কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে।' অভিযোগগুলি কী সে বিষয়ে কিছু খোলসা না করলেও সবই খতিয়ে দেখা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। এই অফিসে গত কয়েক বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডারদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কীসের ভিত্তিতে এই নিয়োগ হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার কাজ পর্যটন দপ্তর শুরু করছে।

বাম আমলে শিলিগুড়ির মৈনাক পর্যটন প্রপার্টিতে একটি ভবন তৈরি হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সরকারি অফিসগুলিকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসা। কিন্তু ২০১১ সালে সরকার বদলের পর পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিস এই ভবনে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে এখানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অফিস তৈরি হয়। গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী হওয়ার পর এখানে মন্ত্রীর বসার জন্য অফিস হয়েছিল। ভবনের নীচতলায় পর্যটন দপ্তর এবং দোতলায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের (ডব্লিউবিটিডিসিএল) অফিস হয়। সেই সময়ই এখানে বিভিন্ন পদে বেশ কিছু নিয়োগ হয়েছে। তবে, ২০২১ সালে গৌতম পরাজিত হওয়ার পর পরবর্তী পর্যটনমন্ত্রীরা কেউ এই অফিসে পা দেননি।

পাঁচ বছরে অফিসটি রীতিমতো বেহাল হয়ে পড়েছে। পর্যটনমন্ত্রীর ঘরে ঝুল পড়েছে, ধুলোয় গোটা ঘরের আসবাবপত্র ঢাকা পড়েছে। দরজা, জানলাগুলি প্রায় ভেঙে পড়েছে। কর্মীদের বাদ দিলে এই অফিসটিতে কার্যত মানুষের যাতায়াত ছিল না বললেই চলে। সোমবার নয়া মন্ত্রী অফিসে আসবেন জেনে দু'দিন আগে থেকেই অফিস সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। সোমবার শংকর অফিসে ঢোকার সময়ও দরজা, জানলাগুলি মেরামতির কাজ চলতে দেখা গিয়েছে। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ শংকর স্কুটারে চেপে মৈনাক পর্যটন প্রপার্টির অফিসে আসেন। তাঁর জন্য আগে থেকেই ঘরে একটি নতুন কাঠের চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। ঘরে ঢুকে চারদিক ভালোভাবে চোখ ঘুরিয়ে চেয়ারে বসেন। সেখানে দপ্তরের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শংকর বলেন, 'ভগবানের আশীর্বাদে পাহাড়, বনাঞ্চল, ঐতিহাসিক স্থানকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের পর্যটন সেজে রয়েছে। শুধু এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে, যেটা বিগত সরকারের আমলে হয়নি। তবে, অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের জেরে উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটাকে নিয়ন্ত্রিত করা নিয়ে দপ্তরের আধিকারিক, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতেই স্থির হবে।' ১৭ জুন কলকাতায় দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক রয়েছে বলে জানিয়ে শংকর বলেছেন, 'সবার জন্য পর্যটনের দরজা খুলতে চাই।'

দার্জিলিংয়ের দীর্ঘ যানজটে প্রতিদিন পর্যটকদের হয়রানির কথা স্বীকার করে শংকর বলেছেন, 'শিলিগুড়ি থেকে ঘুম পৌঁছাতে যে সময় লাগছে, ঘুম থেকে দার্জিলিং যেতে তার চেয়েও বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককে বলেছি।' পাহাড়ের যানজট সমস্যা মেটানো সহ উত্তরবঙ্গের পর্যটনের বিকাশে বিগত সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল বলে শংকরের দাবি। তিনি বলেন, 'আগামী ছয় মাসের মধ্যে পর্যটনে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।' তবে, চা বাগান ধ্বংস করে, শ্রমিকদের রুটিরুজিতে আঘাত করে পর্যটনের প্রসার তিনি চান না বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন।

শংকরের কথায়, 'উত্তরবঙ্গে চায়ের পরে পর্যটনই অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের জেরে উত্তরবঙ্গের পরিবেশে প্রভাব পড়ছে।' বিগত সরকারের টি ট্যুরিজম প্রকল্পের নীতিও তিনি খতিয়ে দেখতে চান, 'চা শিল্পকে ধ্বংস করে পর্যটনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটা নিয়ে আমি আগেও বিধানসভায় প্রশ্ন করেছি। এই বিষয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা হবে।'

দোকান থেকে সিলিন্ডার চুরি

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাইপাস রোডের ওপর থাকা একটি খাবার দোকানের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা গ্যাস সিলিন্ডার, রান্নার বাসন, প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। অন্যদিকে, ফুলবাড়ির বাদলাগছ এলাকায় একটি বাড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা একটি বাইক চুরি করে পালায়। দুটি ঘটনা নিয়ে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে কৃষ্ণা কর্মকার ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে ওই খাবার দোকানটি চালাচ্ছেন। অসুস্থতার কারণে শনিবার বিকালে কৃষ্ণা দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। রবিবারও তিনি দোকান খোলেননি। সোমবার ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার কথা থাকায় তিনি ছেলেকে দোকান খুলতে পাঠান। কিন্তু ছেলে গিয়ে দেখেন দোকানের তালা ভাঙা, রান্নার যাবতীয় সামগ্রী উধাও। খবর পেয়ে ওই মহিলা দোকানে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মহিলার সুগারের সমস্যা থাকায় দোকানে ৩০টি অ্যাম্পিউল রেখেছিলেন। সেগুলি উধাও হয়েছে। কৃষ্ণা বলেন, 'দুটি গ্যাস সিলিন্ডার, রান্নার বাসন, অন্যান্য সামগ্রী সহ আমার ওষুধও নিয়ে গিয়েছে। দোকানের আয় দিয়েই সংসার চলে। কী করব বুঝতে পারছি না।' এদিকে ফুলবাড়ির বাদলাগছ এলাকায় সোমবার ভোররাতে বাড়ির ভেতর থেকে রাহুল আমির নামে এক ব্যক্তির বাইক চুরি যায়। তিনি বাইকে করে মুরগি এনে মাংসের দোকান চালাতেন। রাহুলের কথায়, 'রাত সাড়ে ৩টের সময়ও আমার মা ঘুম থেকে জেগে বাইকটি দেখেছিলেন। এরপরই হয়তো তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা সেটি নিয়ে যায়।' পুলিশ ঘটনাগুলির তদন্ত চালাচ্ছে।

শোকজ ৫ পদ্ম নেতা-কর্মীকে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বুথ সভাপতি সহ পাঁচজনকে বিজেপি শোকজ করল। সোমবার ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েত এলাকার এই নেতা-কর্মীদের শোকজ করার কথা দলের তরফে ঘোষণা করা হয়। জলপাইগুড়ির সম্পাদক বিধান মণ্ডল বলেন, 'ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ উঠেছিল। দলীয় নির্দেশে পাঁচজনকে শোকজ করা হয়েছে।'

যাঁদের শোকজ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের ৩৩১ নম্বর এবং ৩৩৩ নম্বর বুথ সভাপতি অমল মোদক এবং রাজকুমার সিংহ রয়েছেন। বাকিরা দলের সাধারণ কর্মী। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বাড়ি ভাঙার অভিযোগ রয়েছে। জোর করে একটি বাড়িকে অবৈধ বলে দাবি করে তাঁরা সেটিতে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার ভিডিও দলের ওপরমহলের কাছে গেলে নেতৃত্ব নড়েচড়ে বসে। এরপরই অভিযুক্তদের শোকজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁরা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন বলে অভিযুক্তদের দাবি।

কর্মসূচি

চোপড়া, ১৫ জুন : চোপড়া ব্লকে সোমবার থেকে ফাইলেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি শুরু হল। এদিন দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। ফাইলেরিয়া রোগ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষেধক গ্রহণ নিশ্চিত করাই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বিএমওএইচ রণজিৎ সাহা বলেন, 'দুই বছরের কম বয়সি শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া সকলের এই ওষুধ খাওয়া জরুরি।'

কমিটি গঠন

চোপড়া, ১৫ জুন : মাঝিয়ালি হাইস্কুল মাঠে সোমবার ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মাঝিয়ালি অঞ্চল যুব কংগ্রেসের ৬০ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত করা হয় কাইজার আলমকে। সংগঠনের ব্লক সভাপতি মেহেবুব আলম বলেন, 'বৈঠকে সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।'

রোদে নৌকাবিহার।। আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরায় সোমবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

'বিজেপি হাত সরালেই শূন্য'

সঞ্জীবের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিমলের মোর্চা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : বিধানসভা ভোটে দার্জিলিং আসনে বিজেপি জেতার পর বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দাপাদাপি নিয়ে আগেই পাহাড়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বললেন, 'মোর্চার এত লাফালাফির কিছু নেই। বিজেপি মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলে আপনারা শূন্য হয়ে যাবেন।' বিমলের নাম না করে তিনি বলেন, 'মনে মনে জিটিএ-তে ফেরার ইচ্ছে, মুখে বলছেন গোর্খাল্যান্ড।' বিজেপি সভাপতির এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে পালটা বিবৃতি দিয়েছে মোর্চা। বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতির প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন মোর্চার যুব সংগঠনের সভাপতি শোভিত রাই। এভাবে মোর্চাকে অপমান করার প্রতিবাদে এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে সাংসদ রাজু বিস্টকেও মোর্চা চিঠি দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সঞ্জীবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এবারের বিধানসভা ভোটে মোর্চা বিজেপিকে সমর্থন করেছিল। মোর্চার যুব সংগঠনের সভাপতি নমন রাইকে বিজেপি দার্জিলিং আসনে প্রার্থী করে। পাহাড়ের তিনটি আসনে জিততেই বিমল কৃতিত্ব জাহির করে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নামে দার্জিলিং বিধানসভার পাশাপাশি গোটা পাহাড়েই মিটিং, মিছিল করছেন। এমনকি ২০১৭ সালের পর থেকে কার্যত পাহাড়ে জনসমর্থন তলানিতে থাকা পার্টিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। অথচ দার্জিলিংয়ে ৩-৪ শতাংশ ভোট থাকলেও পাহাড়ের বাকি দুটি আসনে মোর্চার ভোটব্যাংক কার্যত শূন্য বলে বিজেপির একাংশ দাবি করেছে। ফলে বিমলের এই দাপাদাপি নিয়ে বিজেপির অন্দরেই প্রশ্ন রয়েছে।

সোমবার দলের পার্বত্য শাখার সভাপতির বক্তব্যেও মোর্চার বিরুদ্ধে বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। কার্সিয়াংয়ে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'মোর্চা ভীষণ লাফালাফি করছে। মনে মনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ক্ষমতায় ফেরার আশা, কিন্তু মুখে বলছে গোর্খাল্যান্ড চাই।' তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি আছে বলে মোর্চার অস্তিত্ব আছে। বিজেপি মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিলে শূন্য হয়ে যাবে। তাই বেশি লাফালাফি না করাই ভালো।' ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাহাড়ে মোর্চা যে ধাঁচে আন্দোলন করেছে, তারও নিন্দা শোনা গিয়েছে সঞ্জীবের গলায়। তিনি বলেছেন, 'বিমল গুরুং দাবি করছেন যে তিনি পাহাড়ের নেতা বানিয়েছেন। তাহলে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন করতে গিয়ে যে মানুষগুলি শহিদ হয়েছেন, তার দায় কে নেবে?' বিজেপি সভাপতির এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই মোর্চার বিভিন্ন সংগঠন ময়দানে নেমে গিয়েছে। দলের যুব, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সঞ্জীবের বক্তব্য প্রত্যাহার এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলা হয়েছে।

সাইবার সচেতনতা

চোপড়া, ১৫ জুন : জনকল্যাণ শিবিরে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল প্রশাসন। সোমবার থেকে চোপড়া বিডিও অফিস চত্বর এবং দাসপাড়া স্কুলের খেলার মাঠে শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। সেখানে পুলিশ বিশেষ সচেতনতামূলক স্টল দিয়েছে। ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, এদিন দুই শিবির মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার উপভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। বিডিও অফিস চত্বরের একাধিক স্টলে ভিড় উপচে পড়ে। কিছু উপভোক্তা জব কার্ড সংক্রান্ত আবেদনপত্র না পেয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ। প্রশাসনের ফর্ম সংকটের কথা স্বীকার করেছে। তবে সন্ধ্যার মধ্যে পর্যাপ্ত ফর্ম মজুত করা হয়। আগামীদিনে আবেদনকারীদের আর কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপের মঞ্চে সত্তরোর্ধ্ব

দেবদর্শন চন্দ

ফুটবলের টানে মার্কিন মুলুকে

বাড়িতে ৭৮ বছর বয়সী ফুটবলপ্রেমী সাধন নাগ।

কোচবিহার, ১৫ জুন : ফুটবল তাঁর প্রথম প্রেম। নিজে এক সময় দাপিয়ে খেলেছেন। এখন বয়স বেড়েছে বটে, কিন্তু ফুটবলের প্রতি টান বিন্দুমাত্র কমেনি। সেই টান থেকেই সুদূর আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে যাচ্ছেন কোচবিহার শহরের সাধন নাগ। সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী তপতী নাগ। আগামী শুক্রবার এই দম্পতি কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন। তারপর চলে যাবেন মার্কিন মুলুকে।

হাজরাপাড়ার বাসিন্দা সাধন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বর্তমান বয়স ৭৮। এতদিন কেবল টিভির পর্দায় 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' দেখেছেন। এই প্রথম গ্যালারিতে বসে বিশ্বকাপ দেখবেন। জীবন সায়াহ্নে নিজের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলায় বেজায় খুশি ফুটবল অন্তপ্রাণ মানুষটা। আসলে, সাধনের মেয়ে আমেরিকার সিয়াটেলে থাকেন। সেই সূত্রে আগে তিনবার আমেরিকা গিয়েছেন সাধন। চতুর্থবারের সফরটা জীবনের অন্যতম সেরা অধ্যায় হতে চলেছে।

সাধন ব্রাজিলের সমর্থক। তবে আর্জেন্টিনা ও জার্মানির খেলাও সমানভাবে উপভোগ করেন। বিশ্বকাপে মোট ছয়টি ম্যাচ দেখবেন বলে তিনি জানালেন। সব ক'টি নকআউট পর্যায়ের। তাঁর মেয়ে-জামাই টিকিটের ব্যবস্থা করছেন। যদি ব্রাজিল ফাইনালে ওঠে, তবে টিকিট জোগাড় করে সেই ম্যাচও দেখার ইচ্ছে সাধনের।

এদিকে, বিশ্বকাপের শুরুটা খুব ভালো হয়নি ব্রাজিলের। মরক্কোর বিরুদ্ধে ড্র করেছে সাম্বারা। কথায় কথায় ব্রাজিল সমর্থক সাধন বললেন, 'নেইমারকে ব্রাজিল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। ব্রাজিল আদৌ সেমিফাইনালে যেতে পারবে কি না, তা নিয়ে আমি সন্দিহান। তবে বিশ্বকাপের সব ম্যাচই উত্তেজক। গ্যালারিতে বসে বিশ্বকাপ দেখা আমার কাছে স্বপ্নের মতো।'

স্কুল জীবনে বিকেল হলেই সাধনের গন্তব্য ছিল মাঠ। সঙ্গে থাকত ফুটবল। একসময় কোচবিহারের দীপ্তি সংঘ ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। তেমনই নর্থবেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে একাধিক টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের পাঠ দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছেন তপতী। তিনিও খেলা দেখতে পারেন। তপতীর কথায়, 'ও ফুটবলপাগল। বিয়ের পর থেকে সেটাই দেখছি। আমার হাঁটুতে একটু সমস্যা রয়েছে। তাই এখনও বুঝতে পারছি না গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে পারব কি না। আমি না গেলেও ও মাঠে যাবেই। ওর স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে ভেবে আমিও খুব খুশি।'

ভারত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় না ঠিকই, কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে কোচবিহার শহরে উন্মাদনার খামতি নেই। রাত জেগে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখছেন ফুটবলপ্রেমীরা। এরই মধ্যে সাধনের বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার খবরে যেন বাড়তি আনন্দ শহরজুড়ে।

আজ কার্সিয়াংয়ে মুখ্যমন্ত্রী, নজর রাখবে পাহাড়

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা দখলের পর মঙ্গলবার প্রথম পাহাড়ে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কার্সিয়াংয়ে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক, দুটি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে শহরে সাফাই অভিযানে নামে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে পাহাড়ের মানুষের মধ্যেও কৌতূহল রয়েছে। তিনি কী বার্তা দেবেন, শুনতে আগ্রহী পাহাড়বাসী। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে, ভোটের আগে সুকনার সভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু কী ঘোষণা করেন, সেদিকে নজর থাকবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলির। পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে সোমবার শিলিগুড়িতে জানান রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপির হর্ষবর্ধন শ্রীংলা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। আমাদের কাছে খুশির খবর। পাহাড়ি এলাকা নিয়ে তাঁর আগ্রহ রয়েছে। তাই সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আমরা আশাবাদী।'

কয়েকদিন আগে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের মিরিক সফরের সময় গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে স্লোগান উঠেছিল। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে উঠছেন। তাঁর বক্তব্যে পাহাড় ইস্যু যে গুরুত্ব পাবে, তা বলা বাহুল্য। তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু বিজেপি তাদের মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের ১১ জনকে জায়গা দিয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রের পাশাপাশি নবগঠিত রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি থাকলে পাহাড় সমস্যার সমাধান হবে আশায় এবার পাহাড়ের তিনটি আসনই পদ্মশিবিরের হাতে তুলে দিয়েছে পাহাড়বাসী। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী চার্টার্ড বিমানে মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরায় নামবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তিনি পৌঁছাবেন কার্সিয়াংয়ের চাঁদমারি হেলিপ্যাডে। তবে, আবহাওয়া খারাপ থাকলে তিনি সড়কপথে রোহিণী রোড হয়ে কার্সিয়াংয়ে যাবেন। সকাল ১১টায় মন্টেভিয়েট ময়দানে বিজেপির দলীয় সভায় অংশ নেবেন। এখানে পাহাড়বাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা। এই কর্মসূচি শেষে গোথেলস মেমোরিয়াল স্কুলে আয়োজিত সরকারি প্রকল্পের সুবিধাপ্রদানের জনকল্যাণ শিবিরে পৌঁছাবেন তিনি। উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেবেন। এই জন্য স্কুলে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সাংসদ রাজু বিস্ট, কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কার মুখ্যমন্ত্রীর দুটি অনুষ্ঠানস্থল ঘুরে দেখেছেন।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে একাধিক রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ফুলবাড়ি বাইপাস থেকে নৌকাঘাট, ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে এয়ারভিউ মোড়, সেবক রোড, বিধান রোড এবং হিলকার্ট রোড, ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে শহিদনগর মোড় হয়ে দার্জিলিং মোড় দিয়ে পরিবহণনগর পর্যন্ত এবং আইওসি ও নেতাজি মোড় থেকে শিলিগুড়ি টাউন, সুকনা টিসিপি মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত এলাকায় সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পণ্যবাহী ভারী ও মাঝারি যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে কার্সিয়াংয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখতে রাজু বিস্ট।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ২৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ আষাঢ় ১৪৩৩

মহাতামাশা

এক-দুজন নয়, ২০ জন সাংসদ এখন ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এনসিপিআই)। অথচ দলটির নেতারা নাকি এসব জানেন না। রহস্য অনেকরকম। ত্রিপুরার পার্টি হিসেবে পরিচিত হলেও খাতায়-কলমে দলের সদর দপ্তর হাওড়া জেলায়। সেই দলের সভাপতি হিসেবে যাঁর নাম ওয়েবসাইটে আছে, সেই উত্তীয় কুণ্ডু তৃণমূলের ২০ সাংসদের তাঁর দলে যোগদান নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিউলি কুণ্ডুও বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে নারাজ। তিনি নাকি যা বলার পরে বলবেন। এনসিপিআই-এর আরেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শান্তনু দে আবার দাবি করছেন, এই যোগদানের বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তিনি জানতে পারলে এই যোগদানের বিরোধিতা করতেন। ২০ তৃণমূল সাংসদ যোগ দিয়েছেন বলে ঘোষণা না করা পর্যন্ত দলের নাম পর্যন্ত কেউ জানতেন না। অথচ ২০ জন যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলটির ফেসবুক পেজ খুলে গিয়েছে।

যে দলের শীর্ষ নেতারা তৃণমূল সাংসদদের যোগদান নিয়ে নীরব থাকাকে শ্রেয় মনে করছেন, সেই দলের ফেসবুক পেজে আবার দাবি করা হচ্ছে, লোকসভায় বাংলা থেকে এনসিপিআই-ই এখন বৃহত্তম দল। যেখানে বিজেপির ১২, তৃণমূলের ৮ ও কংগ্রেসের একজন সাংসদ আছেন লোকসভায়, সেখানে এনসিপিআই-এর সদস্য সংখ্যা ২০। নিজেদের 'জাতীয় স্তরে রাজ্যের কণ্ঠস্বর' বলেও দাবি করা হয়েছে এনসিপিআই-এর ফেসবুক পেজে।

রহস্যের শেষ নেই। ওই পেজে কাকলি ঘোষদস্তিদারকে লোকসভায় দলনেতা বলে উল্লেখ করে স্বাগত জানানো হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্টটি মুছে দেওয়া হয়। অথচ কাকলি নয়াদিল্লিতে বলে চলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র নেতৃত্বে তাঁরা এনসিপিআই-এর হয়ে বাংলায় কাজ করবেন। মোটামুটি স্পষ্ট যে, এনসিপিআই-এর মূল নেতাদের সঙ্গে কাকলি ও তাঁর সহযোগীদের সাক্ষাৎ দূরের কথা, কোনও আলোচনাই হয়নি।

এ যেন এক মহাতামাশা। এতদিন নাম না জানা পার্টি হঠাৎ হাইজ্যাক হয়ে গেল। সেই হাইজ্যাকের পিছনে তৃতীয় কোনও শক্তির যোগ এখন স্পষ্ট। কেউ কেউ ত্রিপুরার বিজেপি নেতা বিপ্লব দেবের হাতযশ আছে বলে মনে করছেন। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি ও কাকলিকে লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তৃণমূল সাংসদদের একাংশের যে 'বিবেক জেগে' ওঠার কথা সামনে এসেছিল, তা বাস্তবের কানাগলিতে আটকে পড়েছে।

লোকসভায় আলাদা ব্লক হিসেবে পরিচিতির দাবি তুললেও তা যে আসলে সোনার পাথরবাটি ও তার কোনও আইনি বৈধতা নেই, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিজেপিও এই ২০ জনকে সরাসরি দলে গ্রহণ করতে রাজি নয়। ওই ২০ জনের এই না ঘরকা না ঘাটকা পরিস্থিতির সুযোগে তৃতীয় কোনও পক্ষ তাঁদের এনসিপিআই-এ কার্যত বন্দি করে ফেলল। যাঁদের এনডিএ-কে সমর্থন করা এখন বাধ্যবাধকতা।

ঘটনাক্রমে ধরে নেওয়া যেতেই পারে ওই ২০ তৃণমূল সাংসদকে এমন জায়গায় ঠেলে দিল আসলে বিজেপি। তাতে তৃণমূল দলে ভাঙন ধরিয়ে লোকসভায় ডিলিমিটেশন সহ বিভিন্ন বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত হল। যদিও তামাশার এখনও শেষ হয়নি। ওই ২০ জন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেননি। এনসিপিআই তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করেও নেয়নি।

লোকসভায় দলের সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ কাকলি বাহিনীর সঙ্গে থাকলেও তৃণমূল নেতৃত্ব সম্ভবত তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধ আইন প্রয়োগের চেষ্টা করবে। আইনের পথে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভিদের মতো বাঘা বাঘা আইনজীবীদের কথায় মনে হচ্ছে। বিজেপির সমর্থন ছাড়া এই ২০ জনের আর কখনও লোকসভায় জেতা অসম্ভব। দলের লোকদের ফেলে এঁদের বিজেপি মনোনয়ন দেবে বলে মনে হয় না। আপাতত তাঁরা পদ্মের দাবার বোড়ে হয়ে গেলেন।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

তৃণমূলের পরিণতিতে প্রমাদ গুনছে অন্যরা

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত পতনের পর বিজেপির এই সর্বগ্রাসী আধিপত্য দেখে শুধু বিরোধী জোটই নয়, নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি কিংবা একনাথ শিন্ডের শিবসেনার মতো আঞ্চলিক দলগুলোর অন্দরেও এখন প্রবল অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছে।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

রাজনীতিতে একটা কথা প্রচলিত আছে— 'প্রতিবেশীর ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন নিজের ঘরের চাল বাঁচাতে তড়িঘড়ি জল ঢালাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।' বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই প্রবাদটা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের চরম ভরাডুবি এবং তার পরপরই দলটির হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার ঘটনা গোটা দেশের রাজনীতিতে এক প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে। যে তৃণমূল একটা সময় বিরোধীদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল, যারা টানা তিনবার বাংলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছে, তাদের এই তাসের ঘরের মতো পতন দেখে শুধু যে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস প্রমাদ গুনছে তা নয়; এই কম্পনের ধাক্কা গিয়ে লেগেছে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, ওড়িশার বিজেডি থেকে শুরু করে বিহারের জেডি(ইউ) বা পঞ্জাবের অকালি দলের মতো সমস্ত আঞ্চলিক দলের অন্দরেও। বিজেপির এই সর্বগ্রাসী এবং আগ্রাসী ব্লু-প্রিন্টের সামনে দাঁড়িয়ে এখন প্রত্যেকেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। আর অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অন্দরে যে ফাটল ধরেছে, তা মেরামত করতে এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক সম্পূর্ণ এবং আমূল রূপান্তর।

তৃণমূল কংগ্রেসের এই পতনের পর সবচেয়ে বেশি সতর্ক হয়েছেন ওড়িশার পাঁচবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক। ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির কাছে রাজ্যের ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই দলের অন্দরে একটা চাপা অস্বস্তি কাজ করছিল। কিন্তু তৃণমূলের পতনের পর সেই অস্বস্তি কার্যত আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ৭৯ বছর বয়সি নবীন হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, দলের রাশ এখনই শক্ত হাতে না ধরলে তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা দলটাও বাংলার মতোই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত সপ্তাহে ভুবনেশ্বরে একটি অত্যন্ত নজিরবিহীন বৈঠক করেন তিনি। ২০২৪ সালের নির্বাচনে দলের যেসব প্রার্থী পরাজিত হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে নিয়ে টানা তিন ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন বৈঠক করেন। বিজেডি-র অন্দরের খবর অনুযায়ী, নবীন এর আগে কখনও কোনও বৈঠকে এক ঘণ্টার বেশি বসতেন না। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ক্যাবিনেট বৈঠকও এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এদিন তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধরে ৭৫ জন নেতার মধ্যে ৪৫ জনের অভাব-অভিযোগ শোনেন। দলের নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, তা মেটাতে তিনি নিজে রাজ্যের সবক'টি জেলায় সফর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, গেরুয়া শিবির ইতিমধ্যেই ওড়িশায় তাদের জাল বিস্তার করতে শুরু করেছে। দলের তিনজন রাজ্যসভা সাংসদ— মমতা মোহন্ত, সুজিত কুমার এবং দেবাশিস সামন্ত রায়—ইতিমধ্যেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং গেরুয়া শিবিরের টিকিটে পুনরায় রাজ্যসভায় গেছেন। তৃণমূলের মতো তাঁর দলেও যাতে কোনও প্রকাশ্য বিদ্রোহ না হয়, তাই তিনি এখন দলের নেতা-কর্মীদের আনুগত্যের কড়া পরীক্ষা নিচ্ছেন। আগামী পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের নারী, কৃষক এবং দলিতদের কাছে পৌঁছানোর রূপরেখা তৈরি করছেন তিনি। তিনি চাইছেন, নিজস্ব যে শক্ত রাজনৈতিক জমি ছিল, যাতে কোনওভাবেই তাতে ভাঙন না হয়।

এই আতঙ্কের আঁচ শুধু বিরোধী শিবিরেই সীমাবদ্ধ নেই, তা আছড়ে পড়েছে খোদ বিজেপির শরিক দলগুলোর অন্দরেও। মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের শিবসেনার জন্য বাংলার এই ঘটনা এক বড়সড়ো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায়, শিন্ডের শিবসেনা ৭ জন সাংসদ নিয়ে এনডিএ জোটে একটা বড় দরকষাকষির জায়গায় ছিল। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বাধীন বিজেপির কাছে শিন্ডের দল ক্রমশ কোণঠাসা হলেও, দিল্লির দরবারে সেই ৭ জন সাংসদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যখনই মহারাষ্ট্রে কোনও সমস্যা হত, শিন্ডে সোজা দিল্লি উড়ে গিয়ে অমিত শা বা শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে নিজের দাবি আদায় করে নিতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে। জল্পনা চলছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের একটা বড় অংশ যেহেতু এনডিএ-কে সমর্থন করবে, তাহলে বিজেপি আর শিন্ডের ৭ জন সাংসদের ওপর অতটা নির্ভরশীল থাকবে না। আর বিজেপির এই নির্ভরতা কমার অর্থই হল শিন্ডের দরকষাকষির ক্ষমতা বা 'বার্গেনিং পাওয়ার' এক ধাক্কায় তলানিতে গিয়ে ঠেকা। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট বণ্টন, ফান্ডের জোগান এবং বিভিন্ন জেলার মন্ত্রী নিয়োগ নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে। শিন্ডের দলের নেতাদের অভিযোগ, বিজেপি অত্যন্ত সুকৌশলে শিবসেনার নেতাদের ভাঙিয়ে নিজেদের দল ভারী করছে। এখন যদি দিল্লিতেও শিন্ডের গুরুত্ব কমে যায়, তবে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা সমীকরণে ফড়নবিশরা যে তাঁকে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক করে দেবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে আঞ্চলিক দল ভাঙার কৌশলকে হাতিয়ার করে শিন্ডে নিজের উত্থান ঘটিয়েছিলেন, আজ বাংলার সেই একই কৌশল তাঁর নিজের অস্তিত্বের জন্যই সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃণমূলের পতন দেশের আঞ্চলিক রাজনীতিতে এক অশনিসংকেত। বিজেপির আগ্রাসী নীতির জেরে এনডিএ শরিক শিবসেনা ও জেডি(ইউ)-ও আজ চরম অস্তিত্বের সংকটে। ওড়িশায় ঘর গোছাতে বাধ্য হচ্ছেন নবীন পট্টনায়েক। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী জোটের পুরোনো কাদা ছোড়াছুড়ি বা সাংবিধানিক বুলিতে আর কাজ হবে না। একনায়কতন্ত্রের মোকাবিলায় বিরোধীদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের রাজনীতি ছেড়ে রাস্তায় নামতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর বিকল্প গড়াই বাঁচার একমাত্র পথ।

প্রায় একই রকম উদ্বেগজনক ছবি বিহার এবং পঞ্জাবেও। নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) বুঝতে পারছে যে, সংসদে বিজেপির নিজস্ব শক্তি যত বাড়বে, ততই আঞ্চলিক শরিক হিসেবে তাদের গুরুত্ব কমতে থাকবে। ইতিমধ্যেই বিজেপির দাপটে নীতীশ কুমারের নিজস্ব রাজনৈতিক ক্যারিশমা ম্লান হতে বসেছে। অন্যদিকে, পঞ্জাবের শিরোমণি অকালি দল, যারা একসময় বিজেপির সবচেয়ে পুরোনো জোটসঙ্গী ছিল, তারাও এখন নিজেদের হারানো রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতে খাবি খাচ্ছে। তৃণমূলের মতো একটা বিশাল ও শক্তিশালী দল যখন বিজেপির রাজনৈতিক আগ্রাসনের মুখে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, তখন এই ছোট বা মাঝারি আঞ্চলিক শক্তিগুলোর বুকে কাঁপুনি ধরাটাই স্বাভাবিক। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, আজ তৃণমূলের যে করুণ অবস্থা হয়েছে, কাল তাদেরও ঠিক সেই একই পরিণতি হতে পারে।

একদিকে যখন আঞ্চলিক দলগুলো নিজেদের ঘর বাঁচাতে চরম ব্যস্ত, তখন দেশের প্রধান বিরোধী জোট কার্যত দিশেহারা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গত ৮ জুন জোটের শীর্ষ নেতাদের যে বৈঠক হয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিরোধী রাজনীতিতে এখন একটা বড়সড়ো পুনর্গঠন বা রিসেট প্রয়োজন। শুধুমাত্র একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি বা আনুগত্য প্রমাণের পুরোনো ছকে আর যাই হোক বিজেপিকে হারানো সম্ভব নয়। বিরোধী রাজনীতিতে এখন শুধু নির্বাচনি লড়াই নয়, প্রয়োজন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার এক আমূল রূপান্তর বা খোলনলচে বদলে ফেলার সুনির্দিষ্ট কৌশল। বিরোধীদের বুঝতে হবে যে, শুধু সরকারের সমালোচনা বা সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার গালভরা বুলি দিয়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করা যাবে না। তাদের লড়াইটাকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সংসদ ভবন বা সংবাদমাধ্যমের প্রেস কনফারেন্সের গণ্ডি থেকে বের করে সরাসরি রাস্তায়, ধুলোমাটির স্তরে নিয়ে আসতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজ কৃষক, আদিবাসী, দলিত এবং যুবসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনগুলো হয়তো সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় হচ্ছে না, কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটা প্রবল সরকার-বিরোধী ক্ষোভ লুকিয়ে আছে। বিরোধীদের প্রধান কাজ হল নিজেদের আদর্শগত বিশুদ্ধতার অহংকার সরিয়ে রেখে এই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের সঙ্গে নিজেদের শক্তভাবে জুড়ে নেওয়া।

সাম্প্রতিককালে যুবসমাজের মধ্যে থেকে উঠে আসা 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র মতো অভিনব প্রতিবাদগুলোকে বিরোধীদের সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে, এর পেছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র খোঁজার বোকামি করলে চলবে না। যখন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, তখন বিরোধীদের সেই ক্ষোভের আগুনকে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। পাশাপাশি, বিরোধীদের জনসংযোগের ভাষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু তাত্ত্বিক ও শুষ্ক যুক্তির বদলে, ব্যঙ্গ, মিম, কার্টুন এবং সাংস্কৃতিক আবেগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নাড়ির স্পন্দন বুঝতে হবে। একটা কথা কোনওভাবেই ভুলে গেলে চলবে না, ইতিহাসের পাতায় একনায়কতন্ত্রের বেলুন ঠিক তখনই ফাটে, যখন শাসকগোষ্ঠী ভাবে যে তাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ফুলে ওঠা বেলুনটা ফাটানোর জন্য বিরোধীদের হাতে একটা ধারালো পিন থাকা অত্যন্ত জরুরি।

তৃণমূল কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত পতন আসলে গোটা দেশের বিরোধী এবং আঞ্চলিক দলগুলোর কাছে একটা বড়সড়ো সতর্কবার্তা। বিজেপি যেভাবে ছকে বাঁধা পথে বিরোধীমুক্ত ভারতের নকশা নিয়ে এগোচ্ছে, তাতে আগামীদিনে আঞ্চলিক দলগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। নবীন পট্টনায়েক বা একনাথ শিন্ডেরা হয়তো সাময়িকভাবে নিজেদের ঘর গোছানোর মরিয়া চেষ্টা করছেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যদি বিরোধী দলগুলো নিজেদের মধ্যেকার ইগোর লড়াই ও বিভেদ ভুলে এক বৃহত্তর, ইতিবাচক এবং আগ্রাসী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে না পারে, তবে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে আঞ্চলিক দলগুলোর নাম চিরতরে মুছে যাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

(লেখক সাংবাদিক)

বৈঠকে বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক। -ফাইল চিত্র

আজ

১৯২০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

১৯২৫

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

উন্নয়নের পক্ষে আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি। মনে রাখবেন, উন্নয়নের স্বার্থে কোনও আলাদা পক্ষ বা দল হতে পারে না। এখানে আমরা সবাই মিলে একপক্ষ। আমি একা কিছু নই। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করব। গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

ভিক্ষা করছে রোবট! চিনের ফুটপাথে বসে এক যন্ত্রমানব। সামনে বাটি আর কিউআর কোডের জেরক্স। পথচারীকে যেতে দেখলেই তাঁর কাছে হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইছে। পথচারীরাও তাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। এবার কি ভিক্ষুকদের আয়েও এআই-কোপ!

ভাইরাল/২

সকাল ৬টা ৩৪। একজন পুজো দেওয়ার অছিলায় ডোম্বিবলি মন্দিরে ঢোকে। একটি সরু লাঠির মাথায় আঠা লাগিয়ে দানপাত্রের ভিতর থেকে টাকা টেনে তোলার চেষ্টা করে। মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরায় তা ধরা পড়ে। পরে শ্রীঘরে।

জনমন জনমত

ক্ষমতা থাকলে সবই সম্ভব!

বর্তমান সময়ে একজন সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে থানায় একটি এফআইআর দায়ের হলেই পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়ার মতো বেড়ে যায়। গভীর রাতেও বাড়িতে হানা, অভিযুক্তকে না পেলে পরিবারের সদস্যদের উপর মানসিক চাপ তৈরি কিংবা অযথা হয়রানির অভিযোগ নতুন কিছু নয়। একজন নাগরিকের পক্ষে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অত্যন্ত কঠিন। কারণ, প্রশাসনের ক্ষমতার সামনে সাধারণ মানুষ অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, ক্ষমতা ও প্রভাবের ছত্রছায়ায় থাকা বহু অভিযুক্তকে যখন দীর্ঘদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে দেখা যায়, তখন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, আইন কি শুধুই দুর্বল মানুষের জন্য কঠোর?

সম্প্রতি বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে ঘিরে ওঠা বিতর্ক সেই প্রশ্নকেই আরও উসকে দিয়েছে। নানা সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। সর্বোপরি সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনায় তাঁর নাম সামনে আসার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্রশাসন তাঁকে পদ থেকে সরালেও দীর্ঘ সময় তিনি পুলিশের নাগালের বাইরে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়ে যান। এই ঘটনায় মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে- একজন সাধারণ সরকারি আধিকারিক কীভাবে এত সহজে প্রশাসন ও আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতে পারেন?

এই প্রশ্ন শুধু একজন ব্যক্তিকে ঘিরে নয়, এটি আজ গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত। সাধারণ মানুষ দেখতে চান, আইন যেন রাজনৈতিক পরিচয়, প্রশাসনিক ক্ষমতা বা সামাজিক প্রভাব দেখে কাজ না করে। কারণ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে গেলে গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। মানুষ যদি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে সাধারণ নাগরিকের জন্য এক ধরনের আইন আর প্রভাবশালীদের জন্য অন্য ধরনের সুবিধা- তাহলে সেই সমাজে ন্যায়বিচারের ধারণাই ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে।

তাই আজ প্রয়োজন নিরপেক্ষ তদন্ত, স্বচ্ছ প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং আইনের সমান প্রয়োগ। একজন সাধারণ মানুষ যেমন আইনের ঊর্ধ্বে নন, তেমনই কোনও সরকারি আধিকারিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিও আইনের বাইরে হতে পারেন না। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী রাখতে হলে প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা জরুরি। আর সেই বিশ্বাস ফিরবে একমাত্র তখনই, যখন মানুষ দেখবেন- আইন সত্যিই সবার জন্য সমান।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মানচিত্র হারিয়ে ফেলছেন যে বাসিন্দারা

বর্ষায় ভিটেমাটি ভাসে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আড়ালে মানচিত্র হারানো মালদার মানুষের ভূগোল হয় ইতিহাসের পাতা।

অরবিন্দ ঘোষ

ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরির পর থেকেই মালদা জেলায় গঙ্গা ও ফুলহর নদীর ভাঙন মারাত্মক রূপ নিয়েছে। গত প্রায় ৫০ বছর ধরে নদী দুটি নিজেদের আঁকাবাঁকা গতিপথ বদলে পূর্বের অবস্থানে ফেরার চেষ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম মালদার জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করেছে। কালিয়াচক-৩ ব্লকের ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী পারদেওনাপুর থেকে মানিকচক ব্লকের ভূতনী চরের পশ্চিমে অবস্থিত হিরানন্দপুর দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ আজ চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রতি বর্ষায় বন্যা ও পাড় ভাঙনে ঘরবাড়ি হারালেও, ভোটের সময় নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। শুধু বদলে যায় এই বন্যা-উদ্বাস্তুদের ঠিকানা, স্মৃতি ও পরিচয়; আর গ্রামের মানচিত্র মুছে গিয়ে নদী ভূগোলের স্থান হয় ইতিহাসের পাতায়।

'৭০-এর দশকে এই অঞ্চলগুলি মূল ভূখণ্ডের অংশ থাকলেও, ২০১০ সালের পর নদীর চরম বক্রতার কারণে তা বিলীন বা বিচ্ছিন্ন চরে পরিণত হয়। গত চার দশকে মালদায় প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার জনবসতি ও ৭ বর্গকিলোমিটার বনভূমি সহ মোট ৪০ বর্গকিলোমিটার জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। কালিয়াচক ও মানিকচকের অন্তত ৭৬টি মৌজা এই ভয়াবহ ভাঙনের শিকার। ২০২৪-২০২৫ সালে ১.৫ লক্ষ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত ও একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়ে নদীতীরে অস্থায়ী আশ্রয়ে বসবাস করছে। ২০২৪-এ মানিকচকের ভূতনী চরের বাঁধ ভাঙায় ৭০ হাজার মানুষ বানভাসি হন এবং ২০২৫-এ হিরানন্দপুরের ১.৫ কিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়।

বিগত ১৫-২০ বছরে বহু পরিবার ৩-৪ বার পর্যন্ত নিজেদের আস্তানা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। নদীগ্রাসের ভয়ে তারা নিজেরাই ঘর ভেঙে বাঁধের ওপর প্লাস্টিক মোড়া খড় ও বাঁশের ঝুপড়িতে গাদাগাদি করে বাস করছে। এই যাযাবর যন্ত্রণার ফলে একসময়ের সচ্ছল আমচাষি বা বাগানের মালিকরা আজ দিনমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা চরম বিপর্যস্ত হয়েছে এবং উপার্জনের তাগিদে বাড়ছে স্কুলছুটের হার। পুরুষদের অধিকাংশ কাজের জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় নারীদের ওপর সংসারের সমস্ত চাপ এসে পড়েছে, যা পারিবারিক সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে।

বারবার স্থানান্তরের কারণে দলিল ও ভোটার কার্ড হারিয়ে যাওয়ায়, ২০২৬ সালের ভোটার তালিকা সংশোধনে অনেকের নাম বাদ পড়েছে। এর ফলে তাঁদের মনে নাগরিকত্ব হারানোর এক গভীর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গঙ্গাভাঙন আজ কেবল পরিবেশগত সমস্যা নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। স্থায়ী ঠিকানা না থাকা, পুনর্বাসনের অভাব এবং বহু বুথ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত অনেকে ভোট দিতে যাননি। উন্নয়নের এই যুগেও তাঁদের এই চরম নিরাপত্তাহীনতা সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণা নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলে দেয়।

এই পরিস্থিতিতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ সহ বিজ্ঞানসম্মত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্তদের 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষণ, হর্টিকালচার বা কুটিরশিল্পের মতো বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং চরে অস্থায়ী স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা দরকার। ১০০ বছর আগের প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আজ অবাস্তব। তাই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু পাথরের বাঁধ নয়, প্রয়োজন একটি 'মানবিক বাঁধ', যা এই মানুষদের স্থায়িত্ব ফেরাবে।

(লেখক শিক্ষক। মালদার বাসিন্দা।)

ভাঙনে জেরবার পারদেওনাপুর।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭২

পাশাপাশি : ১। যা কিছুতেই সম্ভব নয় ৩। শোক বিহ্বল, মনোবেদনা বা মানসিক যন্ত্রণা ৫। যে নিজের গোপন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নানারকম ফন্দি আঁটে ৬। আঁকাও হতে পারে, কেচ্ছাও হতে পারে ৭। গদি তৈরির মোটা কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। পুষ্পরেণু ১৩। যার আকার খুব খারাপ।

উপর-নীচ : ১। সম্বলহীন, অত্যন্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব ২। কাজের দায়িত্ব, কপাল বা ভাগ্যও হতে পারে ৩। সোচ্চার হওয়া ৪। জলের নীচে কাদায় জন্ম যে ফুলের ৫। যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ অসুখবিসুখ ছড়ায় ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যির ডিবে বা কৌটো ৯। এক প্রজাতির ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। সাবালক।

সমাধান ■ ৪৪৭১

পাশাপাশি : ১। অতীশ ৪। মলম ৫। খোসা ৭। কাতান ৮। তায়দাদ ৯। কারাবাস ১১। তণ্ডুল ১৩। লামা ১৪। পোয়াল ১৫। বসন।

উপর-নীচ : ১। অলকা ২। শমন ৩। শময়িতা ৬। সাবুদ ৯। কাফিলা ১০। সরপোশ ১১। তলব ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

ঢাকার প্রকল্পে বেজিং

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে নদীর জল। একদিকে তিস্তা চুক্তি নিয়ে জট কিছুতেই কাটছে না, আর অন্যদিকে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে চিন। তিস্তার জল না পেয়ে মরিয়া বাংলাদেশ এবার পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কার ঠিক ১৮০ কিলোমিটার ভাটিতে তৈরি করতে চলেছে এক বিশাল বাঁধ— পদ্মা ব্যারেজ। আর এই প্রকল্পকে ঢাল করেই ওপার বাংলায় নিজেদের আধিপত্য আরও পোক্ত করছে বেজিং, যা সাউথ ব্লক ও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাতের ঘুম ওড়ানোর জন্য যথেষ্ট।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের অভিযোগ, ভারতের ফরাক্কা বাঁধের কারণেই শুখা মরশুমে তাদের বিস্তীর্ণ নদী অববাহিকা শুকিয়ে যায়, বাড়ে লবণাক্ততা, এমনকি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রও নষ্ট হচ্ছে। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে আগামী ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে। তার ওপর তিস্তা চুক্তি নিয়ে মমতার অনড় অবস্থান। উত্তরবঙ্গের সেচ ও পানীয় জলের সংকটের কথা মাথায় রেখে তিস্তার এক ফোঁটা জলও যে তিনি বাংলাদেশকে দেবেন না, তা বারবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এই জোড়া ধাক্কায় হতাশ ঢাকা এবার নিজেদের জল-ভাগ্য নিজেদের হাতেই তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় ৩৯ হাজার

ফরাক্কার পালটা পদ্মা

১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২.১ কিলোমিটার লম্বা পদ্মা ব্যারেজ তৈরির সবুজ সংকেত দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার, যা শুখা মরশুমে দেশের সাড়ে ছ'কোটি মানুষের জলের চাহিদা মেটাবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

কিন্তু ভারতের আসল উদ্বেগ লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। খাতায়-কলমে ঢাকা এই বিপুল ব্যারেজ নিজেদের টাকায় তৈরির কথা বললেও, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি বাংলাদেশের একার পক্ষে সামলানো কার্যত অসম্ভব। আর ঠিক এখানেই ত্রাতার ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হয়েছে চিন। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসনের আমলে বাংলাদেশে এমনিতেই চিনা বিনিয়োগ হু হু করে বাড়ছে। ভারতের একদম নাকের ডগায় বসে এমন একটি স্পর্শকাতর জল-প্রকল্পের রাশ বেজিংয়ের হাতে চলে যাওয়া মানে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট অশনিসংকেত। চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঢাকা সফরে গিয়ে বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই বলেছিলেন, চিন ও বাংলাদেশের মানুষ নাকি একই নদীর জল পান করে! ভারতের অরুণাচল সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রের উজান অঞ্চলেও বাঁধ তৈরি করছে চিন। অর্থাৎ, নিজেদের পরিকাঠামো আর কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার জোরে গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই এখন 'ওয়াটার ম্যানেজার' বা জল-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ড্রাগন, আর নিজেদের পাড়াতেই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হচ্ছে নয়াদিল্লি।

পরিবেশবিদরা অবশ্য সতর্ক করছেন যে, গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহকে আটকে এই ধরনের কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা হলে তা আদতে চরম পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনবে। পলি আটকে নদীর নাব্যতা কমবে, বন্যা বাড়বে, আর মিষ্টি জলের অভাবে ধ্বংস হবে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির খেলায় পরিবেশের কথা ভাবার সময় কোথায়? সম্প্রতি ২০২৫ সালে পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে কড়া বার্তা দিয়েছিল ভারত। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের হাত-পা যেন বাঁধা। একদিকে মমতার কড়া বিরোধিতায় তিস্তা চুক্তি বিশবাঁও জলে, অন্যদিকে পদ্মার বুকে চিনা ড্রাগনের আস্ফালন— দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে পড়ে মোদি সরকারের জল-কূটনীতি এখন এক চরম অগ্নিপরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সাদর অভ্যর্থনা স্লোভাকিয়ার ব্রাটিস্লাভায়। সোমবার প্রকাশিত ছবি।

আষাঢ় এলেও মেঘের ঘাটতি ৬৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : কবি লিখেছিলেন, 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে...'। কিন্তু সেই কবি নেই। আর বর্ষপঞ্জি মেনে বর্ষাকাল এলেও সোমবার 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আকাশে মেঘের কণাটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না! গত কয়েকদিনে দেশজুড়ে বৃষ্টির ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশে, যা নিয়ে ক্রমশ কপালে ভাঁজ পড়েছে বিজ্ঞানীদের।

ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) সাম্প্রতিক রিপোর্ট গভীর দুশ্চিন্তার চিত্র তুলে ধরেছে। ৪ জুন থেকে ১৫ জুনের মধ্যে দেশে মাত্র ১৯.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেখানে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৫৩.৭ মিলিমিটার। অর্থাৎ, জাতীয় স্তরে বর্ষণের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহ থেকে পাওয়া গত দু'দিনের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মধ্য, দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ আকাশ অস্বাভাবিক পরিষ্কার। বর্ষা প্রবেশের পরেও বৃষ্টির দেখা নেই, উলটে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরমের অস্বস্তি।

কেন এই বৃষ্টির অভাব? আবহবিদদের মতে, সমস্যার মূলে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের এক শক্তিশালী 'পশ্চিমী বায়ু' বা জেট স্ট্রিম। এই অতি দ্রুতগামী বায়ুস্রোতটি স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে অনেকটা দক্ষিণে সরে আসায় মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের কথায়, 'আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের ওপরে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প থাকলেও বায়ুমণ্ডলীয় এই টালমাটালের কারণে প্রয়োজনীয় মেঘ তৈরি হতে পারছে না।'

এই মুহূর্তে মেঘের ঘনঘটা মূলত সীমাবদ্ধ রয়েছে হিমালয় সংলগ্ন এলাকা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে। তবে আশার কথা, পরিস্থিতি সাময়িক বলেই মনে করছেন আবহবিদরা।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে পশ্চিমী বায়ুর প্রভাব কিছুটা কমবে। বিশেষজ্ঞরা বর্তমান দশাকে একটি সাময়িক 'মনসুন পজ' হিসাবে চিহ্নিত করে জানিয়েছেন, 'জেট স্ট্রিমের এই প্রতিকূল বিন্যাস কাটলেই বৃষ্টির ঘাটতি মিটে গিয়ে বর্ষা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।' আপাতত সেই কাঙ্ক্ষিত স্বস্তির বৃষ্টির প্রতীক্ষায় রয়েছেন দেশের মানুষ।

ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি মুক্ত হরমুজ প্রণালী

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৫ জুন : ১০৭ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে ইতি। অবশেষে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চূড়ান্ত হল ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই চুক্তি হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, ইরানের সঙ্গে সমঝোতার ফলে বিশ্বের অন্যতম তেল পরিবহণ পথ 'হরমুজ প্রণালী' খুলে দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকা থেকে সরতে শুরু করেছে মার্কিন নৌবাহিনী। পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় সুইৎজারল্যান্ডে ১৯ জুন আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে শান্তিচুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। তবে ওয়াশিংটন-তেহরানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কে চরম টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধকালীন কৌশলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। নেতানিয়াহুর উদ্দেশে ট্রাম্প বলেছেন, 'উনি খুব জটিল মানুষ। ওঁর উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া। ইরান যদি পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে তাহলে ইজরায়েল দু-ঘণ্টাও টিকবে না।' ট্রাম্পের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেল আভিভ।

ইজরায়েলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমেরিকা ও ইরানের চুক্তি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির বলেন, 'ইজরায়েল এই চুক্তির অংশ নয় এবং এই চুক্তি মেনে চলতে তারা বাধ্যও নয়। আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমেরিকার অধীনস্থ অঞ্চল নই।' ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ও লেবানন সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যতই অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক চাপ আসুক না কেন, দক্ষিণ লেবাননের নিরাপত্তা অঞ্চল থেকে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস তাদের সেনা সরাবে না।' ইজরায়েলের বিরোধী দলগুলি আমেরিকা-ইরান চুক্তির কারণে নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনা করেছে। সেদেশের ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রধান ইয়ার গোলান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমাদের যোদ্ধাদের রক্ত এবং বিমানবাহিনীর বীরত্বে যে অসামান্য সামরিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল, নেতানিয়াহুর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে তা এক নিমেষে মুছে গেল।'

> **ইরান যদি পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে তাহলে ইজরায়েল দু-ঘণ্টাও টিকবে না।**
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ইরান তাদের বেশ কিছু দাবিদাওয়া পেশ করেছে। তেহরান জানিয়েছে, আমেরিকার বিভিন্ন ব্যাংকে আটকে থাকা ইরানের ২৪ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে অন্তত অর্ধেক অর্থ চূড়ান্ত আলোচনার আগেই মুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে ইরানের তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সমুদ্রে অবাধ যাতায়াতের নিশ্চয়তা দিতে হবে মার্কিন প্রশাসনকে। ঐতিহাসিক চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন, 'আশা করি, এই চুক্তি বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনবে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় অবাধ ও নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিত করবে।'

ইজরায়েলে 'অন্ধ' মোদি!

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : পশ্চিম এশিয়া সংকটের আবহে ভারতের বিদেশ নীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের প্রতি 'অন্ধ ভক্তি'র অভিযোগ তুলে কংগ্রেসের দাবি, ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আরও বেশি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতির প্রয়োজন রয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরের

তোপ কংগ্রেসের

দু-দিন পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এই যুদ্ধের আগে থেকেই রয়েছে। টাকার ওপর চাপ বাড়ছে। মোদি সরকারের ব্যর্থতায় চিন থেকে পণ্য ডাম্পিংয়ের কারণে রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে।' রমেশের বক্তব্য, 'মানবিক দিক এবং দীর্ঘদিনের দায়বদ্ধতা বাদ দিলেও, ভারতের জাতীয় স্বার্থে মোদির উচিত তাঁর ইজরায়েল-তোষণ নীতি পুনর্বিবেচনা করা।'

ট্রান্স-মামলায় স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : রূপান্তরকামী অধিকার সংশোধন আইনের বৈধতা নিয়ে বিভিন্ন হাইকোর্টে চলা মামলাগুলির শুনানিতে সোমবার স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২৬ সালের 'ট্রান্সজেন্ডার পারসনস (অধিকার সুরক্ষা) সংশোধন আইন'-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি ও কেরল সহ একাধিক হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব মামলাকে একত্রিত করে দিল্লি হাইকোর্ট বা শীর্ষ আদালতে সরানোর আবেদন জানায়। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি ভি মোহনার অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ এই আবেদন গ্রহণ করে সব পক্ষকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ভিন্ন ভিন্ন আদালত থেকে 'বিক্ষিপ্ত মতামত' আসার চেয়ে হয় কোনও একটি হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টেরই বিষয়টি বিচার করা বাঞ্ছনীয়।'

আত্মঘাতী অভিনেত্রী

মুম্বই, ১৫ জুন : মুম্বইয়ের নালাসোয়ারা পূর্বের বাসভবন থেকে ২২ বছর বয়সি টেলি-অভিনেত্রী সঞ্চিতা উগালের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শোকের ছায়া টলিপাড়ায়।

নালাসোয়ারা পূর্বের সাঁই সন্তোষী বিল্ডিংয়ে নিজের ঘরেই সিলিং ফ্যান থেকে শাড়ির ফাঁসে সঞ্চিতা আত্মঘাতী হন বলে জানিয়েছে পুলিশ। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ ইনস্পেক্টর বিনোদ বাঘ জানান, 'সঞ্চিতা নিজের শোবার ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানে শাড়ির সাহায্যে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।' সঞ্চিতার বাবা মছিন্দ্র উগালের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংঘের সভায় ৩ উপাচার্য

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জুন : আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে কেরলের তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের যোগদানকে 'মারাত্মক ভুল' এবং উপাচার্য পদের 'মর্যাদার পরিপন্থী' বলে উল্লেখ করে তাঁদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন কেরলের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন।

তিরুবনন্তপুরমের ওই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। সেখানে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়ালম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের উপস্থিতি নিয়ে আলোড়ন পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

মুখ্যমন্ত্রী সতীশন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা দেখেছি যে আরএসএস-এর শতবর্ষের অনুষ্ঠানে তিনজন উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এটি মারাত্মক ভুল। তাঁদের এই পদক্ষেপ কেরলের শিক্ষাগত ঐতিহ্য এবং উপাচার্য পদের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।'

অকাল তখতের কোপে

অমৃতসর, ১৫ জুন : শিখ গুরুদের অবমাননার অভিযোগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে 'গুরু-বিরোধী' ঘোষণা করল অকাল তখত। আপ নেতার সঙ্গে শিখ সমাজকে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে শিখদের এই সর্বোচ্চ সংস্থা।

গুরুদের ছবিতে মদ ছেটানোর একটি ভিডিও ফরেনসিক পরীক্ষায় আসল প্রমাণিত হওয়ায় এই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অকাল তখতের জাতেদার কুলদীপ সিং গরগজ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করেছেন, তিনি এখন গুরুর কাছে অপরাধী বা 'গুরু-বিরোধী'।" এই ঘটনার পর নৈতিকতা মেনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজা ওয়ারিং মানের পদত্যাগ দাবি করেছেন। পাশাপাশি, বিতর্কিত বিল পাসের জেরে ২৯ জুন গোটা পাঞ্জাব মন্ত্রিসভাকেও তলব করেছে তখত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধর্মীয় বয়কটে চরম অস্বস্তিতে শাসক শিবির।

বাংলাদেশের উপদেষ্টাকে বাধা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৫ জুন : দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে ইমিগ্রেশনে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার অভিযোগকে ঘিরে দু-দেশের কূটনৈতিক মহলে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক' বলেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। যদিও সোমবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাউথ ব্লকের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে এদিন দুপুরে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রককে তলব করা হয়েছিল ঢাকায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত পবন বঢেকে।

ভারতের রাষ্ট্রদূতকে তলব

তাঁর কাছে দিল্লি বিমানবন্দরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

একটি সম্মেলনে যোগ দিতে রবিবার দিল্লি পৌঁছোন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তাঁর কাছে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলেও তিনি সাধারণ পাসপোর্টে থাকা 'সার্ক ভিসা' ব্যবহার করায় ভারতীয় ইমিগ্রেশন তাঁকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, তাঁর পাসপোর্টটি ভারতের সতর্কতামূলক তালিকায় 'ফ্ল্যাগড' ছিল। এরপর দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎপরতায় ভারত সরকার তাঁকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দিলেও ক্ষুব্ধ উপদেষ্টা দিল্লিতে না ঢুকে কলম্বো হয়ে সোমবার দুপুরে ঢাকায় ফিরে গিয়েছেন।

প্রীতমের অবসর-জল্পনা

মুম্বই, ১৫ জুন : অরিজিৎ সিংয়ের প্লে-ব্যাক ছাড়ার শোক কাটতে না কাটতেই এবার প্রীতম চক্রবর্তীর রহস্যময় পোস্ট ঘিরে ভক্তকুলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে কি বলিউড ছাড়ছেন প্রীতম?

রবিবার ৫৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমাজমাধ্যমে নিজের সাদা-কালো ছবি দিয়ে প্রীতম লেখেন, 'আমি কয়েক বছর একটু অন্যভাবে বাঁচতে চাই। যা যা মিস করেছি, সেগুলি এবার পূরণ করার সময়।' তিনি আরও বলেন, 'মেইনস্ট্রিম মিউজিক যে খুব উপভোগ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি সবসময় অজানাকে জানার বিষয়ে বেশি কৌতূহলী।'

অরিজিতের পথ অনুসরণ করে প্রীতমের এহেন দীর্ঘ পোস্টে মনমরা অনুরাগীরা। সমাজমাধ্যমে এক ভক্তের প্রশ্ন, 'প্রীতমদা, আপনিও কি অবসর নিচ্ছেন?' তবে সংগীত জগৎ ছাড়ার বিষয়ে প্রীতম নিজে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি, এটাই যা স্বস্তির কথা।

ইম্ফলে ফের উত্তেজনা

ইম্ফল, ১৫ জুন : মণিপুরের কঙ্গপোকপিতে গুলিবিদ্ধ তিন কুকি তরুণকে চিকিৎসার জন্য ইম্ফলের রিমস-এ আনা হলে হাসপাতাল চত্বর ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন নাগা ও মেইতেই জনতা।

সোমবার ভোরে কোঙ্গাকুল ও লেইলোন মুনলুই গ্রামের সীমানায় দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত হন তিন তরুণ। সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ ইম্ফলের কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে আনলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। নাগা ও মেইতেই বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ক্ষোভ প্রকাশ করে নাগা নেত্রী জুলিয়া শিংলাই বলেন, 'সরকার কুকিদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে। চিকিৎসা চাইলে ওরা কঙ্গপোকপি বা চুড়াচাঁদপুর যাক।' পালটা জবাবে ট্রাইবাল ইউনিটির থাংতিনলেন হাওকিপ বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য রিমস নয়, অসুস্থদের বিপদে ফেলা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' এদিন রাত থেকে হাসপাতালের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে কড়া পাহারা বসিয়েছে প্রশাসন।

নো এন্ট্রি

লন্ডন, ১৫ জুন : সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল ব্রিটেন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, অনূর্ধ্ব-১৬রা ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, এক্স হ্যান্ডলে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না, ব্যবহারও করতে পারবে না। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলের জন্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। ব্রিটেনের নীতিনির্ধারকদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত আসক্তি, এর কনটেন্ট পড়ুয়াদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশ্বে প্রথম অস্ট্রেলিয়া ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে। তারপর ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পর ব্রিটেন।

সোমবতী অমাবস্যায় দেবার্চনা। রাজস্থানের বিকানেরে।

সংঘের আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে কটাক্ষ খাড়গে-পুত্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : আরএসএস-এর আইনি বৈধতা ও অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার সরাসরি সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতকে চিঠি লিখলেন কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াংক খাড়গে, যা ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

সোমবার ভাগবতকে পাঠানো চিঠিতে প্রিয়াংক প্রশ্ন তোলেন, কয়েক হাজার শাখা ও বিপুল জনভিত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কোনও নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় নেই। সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন, আয়ের উৎস এবং কর প্রদানের বিস্তারিত হিসাব জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়ে কর্ণাটকের মন্ত্রী বলেন, 'একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রে কোনও সংগঠনই নজরদারির ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। জনজীবনে সক্রিয় প্রতিটি সংস্থাকেই দেশের আইন মেনে চলতে হবে।'

গুরুতর অভিযোগের মুখে চুপ করে বসে থাকেনি আরএসএসও। পালটা জবাবে মোহন ভাগবত খাড়গে-পুত্রের দাবিকে 'রাজনৈতিক চমক' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

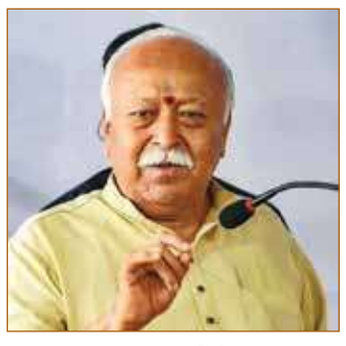

কেরলের এক অনুষ্ঠানে তিনি সাফ জানান, যেহেতু আরএসএস কোনও সরকারি অনুদান নেয় না, তাই রেজিস্ট্রেশনেরও বাধ্যবাধকতা নেই। হিন্দু ধর্মের উদাহরণ টেনে ভাগবতের মন্তব্য, '১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেউ আমাদের বলেনি যে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মানুষের মনে সংশয় তৈরি করতেই এই চাল দেওয়া হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, ১৯৬০-এর দশকেই সংঘ তাদের লিখিত সংবিধান সরকারকে দিয়েছিল। তবে প্রিয়াংকের পত্রাঘাত সংঘের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

> **১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেউ আমাদের বলেনি যে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মানুষের মনে সংশয় তৈরি করতেই এই চাল দেওয়া হচ্ছে।**
>
> **মোহন ভাগবত**
> সরসংঘচালক

পাঠ্য বইয়ে মহেঞ্জোদারোর নর্তকীর পরনেও পোশাক

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : সিন্ধু সভ্যতার আইকনিক নিদর্শন মহেঞ্জোদারোর 'ডান্সিং গার্ল' বা নর্তকীর মূর্তির অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে দিল এনসিইআরটি। নবম শ্রেণির নতুন পাঠ্যবইয়ে এই শিল্পনিদর্শনকে 'বয়সোপযোগী' করার যুক্তিতেই নাকি এই পদক্ষেপ।

মহেঞ্জোদারোর ৪,৫০০ বছরের পুরোনো ব্রোঞ্জ মূর্তিটি তার অদম্য ভঙ্গিমা ও অনাবৃত শরীরের জন্যই বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। কিন্তু নবম শ্রেণির শিল্পকলা শিক্ষার বই 'মধুরিমা'-র প্রথম অধ্যায় 'হিস্ট্রি অফ আর্টস'-এ দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সেখানে মূর্তির কাঁধ থেকে নীচ পর্যন্ত ছায়া ব্যবহার করে এমনভাবে ঢাকা হয়েছে, যাতে মনে হয় সে কোনও পোশাক পরিহিত। এতে মূর্তির আদি শারীরবৃত্তীয় খুঁটিনাটিগুলি আর স্পষ্ট নয়।

ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদদের মতে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এই পরিমার্জন আসলে ইতিহাসের বিকৃতি। শিল্পের স্বাধীনতার বিষয়টি সামনে এনেছেন শিল্পী-

বিতর্কে এনসিইআরটি

সাহিত্যিকদের একাংশ। এনসিইআরটি-র ষষ্ঠ শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক কমিটির প্রধান মিশেল দানিনো এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তিনি জানান, ষষ্ঠ শ্রেণির বই তৈরির সময় তাঁকে বলা হয়েছিল এই নর্তকীর মূর্তি নাকি 'বয়সোপযোগী' নয়। অসন্তোষ গোপন না করে দানিনোর মন্তব্য, 'নগ্নতাকে অশালীন মনে করা আসলে এক সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি।' তিনি আরও বলেন, 'মূর্তিকে তার আসল রূপে না দেখানোটা আসলে একটি জাল প্রত্নবস্তু তৈরি করার শামিল।'

বিতর্কের মুখে এনসিইআরটি-র ডিরেক্টর দীনেশ প্রসাদ সাকলানির অবশ্য দাবি, 'মূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার পিছনে কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই।' তবে ২০২৩ সালেও এক প্রদর্শনীতে মূর্তির আধুনিক মাসকটে গোলাপি পোশাক পরানো হয়েছিল। সমালোচকদের মতে, মূর্তির গায়ে কাপড় চড়ানোর এই প্রয়াস প্রকারান্তরে শিক্ষার আঙিনায় অপ্রয়োজনীয় রক্ষণশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।

নজর পরিবেশ ও পর্যটনে

পৃথিবীর পাঠশালা

জলহস্তীর লাল ঘাম

জলহস্তী রোদে থাকলে তাদের গা দিয়ে রক্তের মতো লাল রঙের এক ধরনের তরল ঘাম বের হতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে মানুষ মনে করত জলহস্তীদের রক্তই ঘামের মতো বের হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এটি আসলে রক্ত নয়। তাদের শরীরের এই বিশেষ লাল রঙের ঘাম একধরনের প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন বা রোদ থেকে বাঁচার তরল হিসেবে কাজ করে। এই লাল তরলটি তাদের ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায় এবং শরীরে কোনও জীবাণু বা ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধতে দেয় না।

জম্বি বানায় বোলতা

জুয়েল ওয়াস্প নামের এক প্রজাতির সুন্দর বোলতা আছে, যারা আক্ষরিক অর্থেই তেলাপোকাকে জম্বি বানিয়ে দেয়। এরা তেলাপোকার মস্তিষ্কে এমন নিখুঁতভাবে হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয় যে, তেলাপোকার পালানোর ইচ্ছে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। এরপর বোলতাটি তেলাপোকার শুঁড় ধরে কুকুরের মতো টেনে নিজের গর্তে নিয়ে যায়। জ্যান্ত কিন্তু অবশ তেলাপোকার পেটে বোলতা ডিম পাড়ে এবং পরে সেই ডিম ফুটে বের হওয়া লার্ভা তেলাপোকাটিকে ভেতর থেকে কুরে-কুরে খায়।

জ্ঞান হারানো ছাগল

আমেরিকার এক বিশেষ প্রজাতির ছাগল আছে, যারা ভয় পেলে বা হঠাৎ চমকে উঠলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এদের মায়োটনিক ছাগল বলা হয়। আসলে এরা পুরোপুরি অজ্ঞান হয় না, এক বিরল জিনগত ত্রুটির কারণে হঠাৎ ভয় পেলে এদের শরীরের সমস্ত পেশি কয়েক সেকেন্ডের জন্য পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ফলে এরা দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কাঠের পুতুলের মতো ধপাস করে পড়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড পরই এরা আবার স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াতে পারে।

লন্ডনের ভয়ংকর দুর্গন্ধ

আঠারোশো আটান্ন সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডনের টেমস নদী থেকে এত ভয়ংকর দুর্গন্ধ বেরিয়েছিল যে শহরের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একে গ্রেট স্টিংক বলা হয়। সে যুগে লন্ডনের সমস্ত নর্দমার ময়লা এবং শৌচাগারের বর্জ্য সরাসরি টেমস নদীতে গিয়ে পড়ত। প্রবল গরমে নদীর সেই পচা জল শুকিয়ে এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই লন্ডনে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়।

বনভূমির আয়তন বৃদ্ধিতে জোর বনমন্ত্রীর

নাগরাকাটা, ১৫ জুন : বন, পরিবেশ ও পর্যটনকে এক সূত্রে গেঁথে একটি সুসংহত নীতিমালা তৈরি করে এগোনোর লক্ষ্যের কথা জানালেন রাজ্যের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। সোমবার চাপড়ামারির বনবাংলোতে আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠকের পর তাঁর বক্তব্য, এতদিন বনকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যের বন ও বন্যপ্রাণের হৃত গরিমা ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তাঁদের সরকার বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী বলেন, 'অফিসে বসে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সেজন্য নীচুতলায় নেমে কাজ শুরু করেছি। প্রতিটি স্থানে গিয়ে আধিকারিকদের মূল্যবান মতামত নিচ্ছি। বন, পরিবেশ ও পর্যটনকে একসূত্রে গেঁথে কাজ হবে। বড় প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হবে। অন্য প্রকল্পগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে।' বন দপ্তরের কর্মীসংকট যে বর্তমানে মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে এমন কথা শোনা গিয়েছে মন্ত্রীর মুখে। এজন্য কোথায় কত সংখ্যক কর্মী ঘাটতি রয়েছে সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বনমন্ত্রী বলেন, 'আমি ডুয়ার্সের মানুষ। বন ও বন্যপ্রাণের বিষয়টি খুব ভালোই জানা আছে। আগামীতে যা হবে, ভালো হবে। ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলা বনভূমির আয়তন বাড়ানো হবে।' মানুষ-বন্যপ্রাণের সংঘাত উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণবঙ্গেরও বড় সমস্যা। বিশেষ করে মানুষ-হাতি ও মানুষ-চিতাবাঘ। এব্যাপারে মনোজ বলছেন, 'বিশেষ স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ আধিকারিকরা মতামত দিচ্ছেন। ধাপে ধাপে হবে। দুম করে কোনও কিছু বদলে দেওয়া সম্ভব নয়।'

আগের সরকারের আমলে জঙ্গলে ঢোকার এন্ট্রি ফি মকুব করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পুনর্বিবেচনা করার ইঙ্গিতও এদিন বনমন্ত্রী দিয়েছেন। ফলে বন দপ্তরের পাশাপাশি যৌথ বন পরিচালন সমিতিগুলিরও রাজস্বের ওপর আঘাত নেমে এসেছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন, 'পূর্বতন সরকার ওই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জঙ্গলে জিপসি সাফারির অনলাইন বুকিং সিস্টেম বন্ধ করে দেয়। ফলে পর্যটনের ওপর কুপ্রভাব পড়েছে।' তাঁর সংযোজন, গরুমারায় কুনকি হাতির সংখ্যা কমে যাওয়ায় হাতি সাফারির ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। সমস্ত সমস্যার ধীরে ধীরে সমাধান করা হবে।

এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল ডঃ অনুপমা, বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ডঃ ভাস্কর জেভি, গরুমারা বন্যপ্রাণ ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন, বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও মুদিত কুমার, এডিএফও রাজীব লামা, গরুমারার এডিএফও রাজীব দে, জলপাইগুড়ির ডিএফও অরিজিৎ বসু ও জয়ন্তকুমার মণ্ডল সহ বিভিন্ন রেঞ্জের অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, মালবাজার ও নাগরাকাটার দুই বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা ও পুনা ভেংরা সহ অনেকে।

চাপড়ামারিতে বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ।

> প্রতিটি স্থানে গিয়ে আধিকারিকদের মূল্যবান মতামত নিচ্ছি। বন, পরিবেশ ও পর্যটনকে একসূত্রে গেঁথে কাজ হবে। বড় প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হবে। অন্য প্রকল্পগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে।
>
> মনোজ ওরাওঁ বনমন্ত্রী

মেদলা নজরমিনারে পর্যটকরা। সোমবার।

বর্ষাতেও খোলা থাকবে মেদলা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ জুন : বর্ষার মরশুমেও এবার গরুমারায় পর্যটনের দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। যদিও জঙ্গলের কোর এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে। তবে জঙ্গলের বাইরে অবস্থিত মেদলা নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে। পাশাপাশি কালিপুর, ধূপঝোরা ও পাঝোরা ইকো কটেজেও পর্যটকরা থাকার সুযোগ পাবেন বলে জানা গিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, পর্যটকদের সুবিধার্থে নতুন করে ই-টিকিট ব্যবস্থাও চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এমন সিদ্ধান্তে একদিকে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে এনিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ।

প্রতি বছর ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষার তিন মাস গরুমারার সমস্ত নজরমিনার বন্ধ থাকে এবং জঙ্গলের অভ্যন্তরে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আগে একটা সময় জঙ্গলের বাইরে অবস্থিত মেদলা নজরমিনার খোলা থাকত। তবে ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিন মাসের জন্য সেখানেও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। এর জেরে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। তাঁদের দাবি ছিল, পর্যটনের স্বার্থে অন্তত মেদলা নজরমিনারটি বর্ষাকালেও চালু রাখা হোক। এদিকে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সেই দাবি আরও জোরালো হয়। জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ জয়ন্ত রায়ের উদ্যোগে বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনা হয়। অবশেষে চলতি বছরে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। একইসঙ্গে গরুমারার বাইরে অবস্থিত কালিপুর, ধূপঝোরা ও পাঝোরা ইকো কটেজও খোলা থাকবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'সবদিক বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গলে প্রবেশের জন্য ফের ই-টিকিট চালুর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে।' বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি জানিয়ে এসেছি। বর্ষাকালে জঙ্গল বন্ধ থাকায় বহু পর্যটক ডুয়ার্সে এসেও প্রকৃতির স্বাদ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হতেন। মেদলা নজরমিনার খোলা থাকলে পর্যটনশিল্পও উপকৃত হবে।' তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'মেদলা ও তার আশপাশেও বন্যপ্রাণী বিচরণ করে। বর্ষাকালে পর্যটকদের প্রবেশ তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও প্রজনন পর্বে প্রভাব পড়তে পারে। তাই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।'

মিলল শেষ কিস্তির অর্থ

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন : শেষবারের মতো রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ পেল। চলতি বছর থেকেই ষোড়শ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ শুরু হচ্ছে। তার আগেই জেলা পরিষদগুলি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাইড ফান্ডের শেষ কিস্তির অর্থ পেল। উত্তরবঙ্গে জেলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) মিলিয়ে ৩৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ৩ কোটি ১৮ লক্ষ, কোচবিহার জেলা পরিষদ ৫ কোটি ৯০ লক্ষ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা পেয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ৪ কোটি ৪০ লক্ষ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ যথাক্রমে ৮ কোটি ১৭ লক্ষ ও ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ এবং জিটিএ-কে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সোমবার সমস্ত জেলা পরিষদে বরাদ্দ অর্থ নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। এই টাইড ফান্ড দিয়ে জেলা পরিষদগুলি স্যানিটেশন, পরিস্রুত পানীয় জল ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের রূপায়ণ করবে।

খোঁজ নেন না

প্রথম পাতার পর

তাঁরাই বিচার করবেন কী ভালো, কী খারাপ করেছি।' এদিকে, যে সভাধিপতি অরুণ ঘোষের চেম্বারে ঢুকতে একসময় অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই জায়গা আজকাল বড্ড খাঁখাঁ করে। কথা বলার লোকের অভাব। বিতর্কিত কোনও বিষয়েই কথা বলতে চাইছেন না অরুণ। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশ-নিয়ম মেনে বোর্ড চলছে। আমরা রাজ্যকে সবধরনের সাহায্য করছি।'

মহকুমার প্রভাবশালী নেতা পেশায় আনারস ব্যবসায়ী কার্যত ঘরবন্দি। নিজেকে অভিভাবক পরিচয় দেওয়া শহরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ নিজেই রাজনৈতিক সন্ন্যাসের কথা ভাবছেন। তাঁদের অনুগামীরা ধন্দে। কর্মাধ্যক্ষদের কেউ নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দোলাচলে। কেউ বা অন্য দলে পা বাড়ানোর আগে সাতপাঁচ ভেবে ব্যাকুল। তাঁরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাছাড়া, অবশ্য আর কোনও উপায় নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজনের বক্তব্য, 'আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ইস্তফা যতক্ষণ না দিচ্ছি, প্রশাসনিক কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু এখন তো রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় নেই। ফলে, দলের তরফে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা গাইডলাইন না দিলে মুশকিল।' অরুণের কথা, 'কে, কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন জানি না।'

যদিও আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন কর্তারা, 'মহকুমা পরিষদের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটবে না।' প্রতিশ্রুতি দিলেন পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ-ও, 'তৃণমূল নিশ্চিহ্ন। নীচু স্তরের নেতারা কী করবেন, সেটা তাঁদের বিষয়। আমরা মানুষের কাজে বিঘ্ন ঘটতে দেব না।'

শেষ কথা

প্রথম পাতার পর

তবে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা কেউই সেকথা মানতে নারাজ। সুস্মিতের ভয়েস রেকর্ড এবং হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো মেসেজ দেখিয়ে এসআরডিএ'র আধিকারিক বলেন, 'ও সব সময়ই ধমক চমক দিয়ে কাজ করত। এমন আচরণ করত যেন নিজেই এজেন্সির বড় আধিকারিক। তদন্ত শুরু হলেই সত্যি-মিথ্যা সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সব নথি নিয়ে প্রস্তুত রয়েছি।'

এসআরডিএ'র উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে থাকা চিফ ইঞ্জিনিয়ার ধ্রুবজ্যোতি মজুমদারের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্ন। রকেটের গতিতে সংস্থায় ধ্রুবজ্যোতির উত্থান হয়েছে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা ওই আধিকারিক জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। সেই ফ্ল্যাটটি এসআরডিএ'র ঠিকাদার গৌতম বিশ্বাসের। ওই ফ্ল্যাটে তিনি ভাড়া থাকেন নাকি প্রভাব খাটিয়ে বিনা পয়সায় থাকেন তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। অনেকেরই অভিযোগ, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফ্ল্যাট দেওয়ার পর থেকেই আগের তুলনায় বেশি কাজ পাচ্ছেন ওই ঠিকাদার। গৌতমের বাড়ি ডুয়ার্সের লুকসানে। তিনি জানিয়েছেন, প্রায় আট বছর ধরে তাঁর দুই কামরার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে আছেন ধ্রুবজ্যোতি। তবে ভাড়ার কোনও চুক্তিপত্র হয়নি। ভাড়াটিয়াদের তথ্য পুলিশ ও পুরসভার কাছে জমা দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ি শহরে বহুবার বিভিন্নভাবে প্রচার হয়েছে প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে। একটি সরকারি সংস্থার চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেই সংস্থার তালিকাভুক্ত ঠিকাদার উভয়ই আট বছর ধরে সেই নির্দেশ অমান্য করে দিব্যি আছেন কীভাবে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সত্যিই কি ভাড়াটিয়া নাকি তাঁদের মধ্যে অন্য কোনও লেনদেনের সম্পর্ক আছে? গৌতমের কথা, 'চুক্তির ব্যাপারে আমার জানা ছিল না। আমি বিশেষ সুবিধাও নিইনি। চাইলে জেলার অন্য এলাকাতেও কাজ করতে পারতাম। কিন্তু নাগরাকাটা, বানারহাট এইসব এলাকার বাইরে তো কাজ করতে যাইনি।'

গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার দপ্তরে গিয়েও দেখা মেলেনি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। তিনি কেন তাঁর দপ্তরের ঠিকাদারের বাড়িতে থাকেন, কেনই বা তাঁর দপ্তরের ঠিকাদারের গাড়িতে ঘোরেন সেসব নিয়ে বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজ পাঠালেও উত্তর দেননি। দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, ভোটের পর থেকেই নাকি তিনি কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছেন। দপ্তরে আসছেন না। রবিবার তুফানগঞ্জে তাঁর বাড়িতে যান উত্তরবঙ্গ সংবাদের এক প্রতিনিধি। বাড়িতে থাকলেও প্রথমে কথা বলতে চাননি তিনি। তাঁর স্ত্রী একবার জানান তিনি অসুস্থ, পরক্ষণেই বলেন ছাদে আছেন। কিছুক্ষণ বাদে বলেন, 'এখন কথা বলতে পারবেন না।' অনেক অনুরোধের পর কথা বলতে রাজি হলেও কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি ধ্রুবজ্যোতি। সব শুনে বলেন, 'অফিসে আসুন। তারপর কথা হবে।' চিফ ইঞ্জিনিয়ারের আচরণ তাঁর দপ্তরের সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শান্তির খোঁজে ইরান

প্রথম পাতার পর

তিনি ছুটে যান দেশের মাটির টানে, সেই উত্তরের অঞ্চলে, যেখানে তাঁর শেকড়। এআই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি জানি, খাতায়-কলমে হয়তো অনেক ফেভারিট দল আছে, কিন্তু আবেগের নিক্তিতে এই ইরান এখন সবার চেয়ে এগিয়ে।

জাহানবখশের গলায় আত্মবিশ্বাস, 'আমরা দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। আমাদের দলের ৭০-৮০ শতাংশ খেলোয়াড় অনেকদিন ধরে একসঙ্গে খেলছি। আমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো। তবে এবার এমন কিছু করে যেতে চাই, যা ইরানের ফুটবলে ইতিহাস তৈরি করবে।' মেহেদি তারেমি, মোহাম্মদ মোহেবি আর সামান ঘোদ্দোসের মতো একঝাঁক প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে গড়া এই দলটা এবার শুধু নিজেদের জন্য খেলছে না, খেলছে একটা গোটা দেশের জন্য, যারা গত কয়েক বছর ধরে শুধু যন্ত্রণাই দেখেছে।

'ফুটবল কথা বলে পা দিয়ে', বলছেন জাহানবখশ। তাঁর কথায়, 'মানুষের বর্ণ বা জাতি যাই হোক না কেন, ফুটবল সবাইকে এক করে দেয়। আমরা এই বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে গোটা বিশ্বকে সেই শান্তির বার্তাই দিতে চাই।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের এই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে যখন জাহানবখশরা মাঠে নামবেন, তখন হয়তো বহুদূরে বসে আজমুনও চোখের জল মুছবেন। একদল যুদ্ধ ভুলে শান্তির খোঁজে, আরেকজন নিজের মাটির টানে। সব মিলিয়ে, এই ম্যাচ শুধু একটা ফুটবল দ্বৈরথ নয়, বরং একটা ক্ষতবিক্ষত দেশের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন।

যোগ দিবসে হাজিরা বাধ্যতামূলক

কলকাতা, ১৫ জুন : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে এবার কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। আগামী ২১ জুন সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে ৮টা পর্যন্ত সমস্ত সরকারি কর্মীর যোগব্যায়ামে অংশগ্রহণ কার্যত বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালের জারি করা কড়া নির্দেশিকায় সাফ জানানো হয়েছে, স্থায়ী থেকে চুক্তিভিত্তিক— সকলকেই এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে। রবিবার রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে মূল অনুষ্ঠানটি হবে। তবে কর্মীরা চাইলে নিজেদের অফিস, আবাসন বা মিলন মেলা প্রাঙ্গণেও যোগাভ্যাস করতে পারেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে মোদির প্রস্তাবিত এই দিনটিকে এ রাজ্যেও একশো শতাংশ সফল করতে এবার কোনো ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না বর্তমান সরকার।

গ্রেপ্তার ৩

কিশনগঞ্জ, ১৫ জুন : কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুর আবগারি চেকপোস্টের কাছে একটি গাড়ি থেকে সোমবার ভোরে ৬৯৮.৫ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক খুশরু সিরাজ জানান, বাজেয়াপ্ত মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শুধুই কালো মাথার ভিড়। রামকেলিমেলায় পুণ্য অর্জনের আশায়। ছবি : অরিন্দম বাগ

বন্ধ হল আবর্জনার 'আমদানি'

প্রথম পাতার পর

করলে পরিস্থিতি আর নাগালের মধ্যে থাকবে না। পুরনিগম কিংবা মেয়রকে না জানিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনাবোঝাই ডাম্পার আসতে শুরু হওয়ায় বিতর্কের আগুন উসকে যায়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে লাগাতার এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সুর চড়ান মেয়র, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ ও শিলিগুড়ির সিপিএম-কংগ্রেস কাউন্সিলাররা। আশঙ্কার সুর শোনা গিয়েছিল ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশপাশের বাসিন্দাদের গলায়। এরপরই পুরনিগমের একটি অনুষ্ঠানে গৌতমের সঙ্গে শংকরের কথা হয় এই ইস্যুতে। পর্যটনমন্ত্রী পুরমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন। এরপরই বন্ধ হয় জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনা আসা।

পুরনিগম সূত্রে খবর, মেয়র বলার পর পর্যটনমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন। তিনি পুর কমিশনার অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরের আবর্জনা যেন শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে না নেওয়া হয়, সেই নির্দেশ দেন। পদক্ষেপ করেন পুর কমিশনার। যদিও এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে নারাজ অশ্বিনী। এদিকে, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'আমি জেনেছি গত দু'দিন ধরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পুরোনো আবর্জনা তুলে নিয়ে যেতে কোনও গাড়ি আসছে না। কিন্তু কী কারণে আবর্জনা নিয়ে যাওয়া বন্ধ হল সেই বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। এই কাজটি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশে সরাসরি পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর মারফত হচ্ছিল।'

মেয়র পারিষদ মানিক দে'র কথায়, 'সবাইকে নিয়েই আমাদের শিলিগুড়ির কথা ভাবতে হবে। মন্ত্রী নিশ্চয়ই সঠিক জায়গায় ইস্যুটি জানিয়েছেন। তাই ডাম্পার ঢোকা বন্ধ হল। একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ওপর এত চাপ দেওয়া উচিত নয়।'

পর্যটনমন্ত্রী কি পুরমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেই নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আলোচনাপর্ব এড়িয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং শহরবাসীর দাবির কথা মাথায় রেখে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন? শংকর ঘোষ কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাননি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন এলাকাবাসী। ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুবীর দাসের কথায়, 'পাহাড়, জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনা এখানে আরও ক'দিন এলে হয়তো আমাদের বাড়ির সামনেই ফেলতে হত। গ্রাউন্ডের ভেতরে তো আর তেমন জায়গা নেই। তাছাড়া, এমনিতেই শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রাখতে হবে সরকারকে।'

স্থানীয়দের পরামর্শ, এবার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উন্নতিকরণ প্রয়োজন। দিনে আরও বেশি পরিমাণে সেগ্রেগেশনের জন্য প্ল্যান্টের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। আগুন ধরে যাওয়া রুখতে হবে। চাপ কমাতে দ্বিতীয় কোনও জায়গাকে বিকল্প ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহারও করতে পারে পুরনিগম।

সবুজ বাড়িতে বিস্ময়

প্রথম পাতার পর

দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, ওষুধ বিতরণ এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন হত। এছাড়া এই ঠিকানায় রয়েছে কুণ্ডু দম্পতির তৈরি করা মেয়েদের আবাসন। সেখানকার আবাসিকদের একজন বললেন, 'হঠাৎ জায়গাটার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। বহু লোক আসছেন। আমরা আতঙ্কিত রয়েছি।' হাটগাছার স্থানীয় বাসিন্দারা এতদিন জানতেনই না যে, বাড়িটি একটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধিত সদর দপ্তর।

দলটির নেতা উত্তীয় কুণ্ডু এবং তাঁর স্ত্রী পেশায় আইনজীবী শিউলি কুণ্ডু। শিউলি বলেন, '২০২২ সালে তিনজন মিলে দল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। অনেকে যোগও দিয়েছিলেন। এক মাস আগে ব্যক্তিগত কারণে আমি সরে যাই।' রাজনৈতিক জগতে এনসিপিআই আক্ষরিক অর্থেই অখ্যাত নাম। ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে 'রেজিস্টার্ড আনরিকনাইজড' রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপিআইয়ের নাম নথিভুক্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সদর দপ্তর থাকলেও ভোটযুদ্ধে দলটি প্রথম লড়ে ২০২৩ সালে ত্রিপুরার বিধানসভা ভোটে। সাতটি আসনে প্রার্থী দিলেও মনোনয়নপত্র বাতিল হয় চারজনের। দুটি আসনে শেষমেশ লড়ে দলটি। ছাউমানু আসনে এনসিপিআই প্রার্থী পান ৫৩৬টি ভোট। কৈলাশহরের প্রার্থী পান সাকুল্যে ২৮৬টি ভোট। বরাতে জোটে মাত্র ৮২২টি ভোট। আমবাসা আসনে নির্দল প্রার্থী কৃষ্ণকুমার দেববর্মা ওই দলের প্রতীকে লড়ে পেয়েছিলেন ৩৭৬টি ভোট।

ওই বছর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আসনে লড়লেও জামানত জব্দ হয়েছিল এনসিপিআই-এর। দলটির মাত্র ১.১৩ লক্ষ টাকা অনুদান মিলেছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। ভাগ্যের এমনই খেলা যে সেই অনামী, প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা দলটি এখন রাজনীতির শিরোনামে। রাতারাতি শূন্য থেকে ২০ জন সাংসদের দল হয়ে গিয়েছে এনসিপিআই। সংখ্যার বিচারে লোকসভার পঞ্চম বৃহত্তম এবং এনডিএ'র দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক।

এনসিপিআই-এর সংগঠন সম্পাদক শান্তনু দে-র কথায়, 'তৃণমূল সাংসদদের আমাদের দলে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। তবে বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তাঁর দাবি, সর্বভারতীয় স্তরের পাশাপাশি ত্রিপুরায় এনডিএ'র শরিক এনসিপিআই।

মন্ত্রিত্ব পাবেন সুদীপ!

প্রথম পাতার পর

আমাদের পক্ষে কতজন, গোনার দাবি জানাব আমরা।'

যদিও তিনি মনে করছেন, গোটা ব্যাপারটির ফয়সালা হবে আদালতে। তবে যতদিন আদালতে ফয়সালা না হবে, ততদিন জোড়াফুল প্রতীকটি ফ্রিজ থাকতে পারে। মহারাষ্ট্রে এরকম উদাহরণ আছে। শিবসেনা ও এনসিপি-তে ভাঙন ধরার সময় নির্বাচন কমিশন ওই দুই দলের প্রতীক ফ্রিজ করে দিয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, অন্য একটি দলে যোগদান করার পর ওই ২০ জন সাংসদ আবার কীভাবে নিজেদের তৃণমূল সদস্য বলে দাবি করবেন?

সুদীপ অবশ্য 'পরে দেখা যাবে' বলে কার্যত এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। এর মধ্যে দিল্লিতে জল্পনা ছড়িয়েছে যে, সুদীপ ও পূর্ব বর্ধমানের সাংসদ শর্মিলা সরকারকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর পদ দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে এনসিপিআই সাংসদদের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুদীপের পাশাপাশি ঘাটালের অভিনেতা-সাংসদ দেবকে ওয়াই ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

হাওড়ায় এনসিপিআই-এর কার্যালয়েও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। ওই ২০ জন যে দলের সাংসদ, সেই এনসিপিআই-এর শীর্ষ নেতা উত্তীয় কুণ্ডু অবশ্য সোমবার বলেন, 'ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে আমরা সমস্তরকম গঠনমূলক কাজে বিজেপি সরকারকে সমর্থন জানাব।' সুদীপও বলেন, 'আপাতত আমরা এনসিপিআই-তে মিশে আছি। সেটা প্রক্রিয়াগত কারণে।'

মমতা শিবিরের অভিযোগ, ২০ জন সাংসদের এনসিপিআই-এ যোগদানের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও বেআইনি। তাদের যুক্তি, অন্য দলে মিশে যাওয়ার অধিকার একমাত্র মূল রাজনৈতিক দলের। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই সাংসদদের স্বাধীনভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই। মূল দলের সম্মতি ছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অন্য দলে যোগ দিলে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন।

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হলে তৃণমূলের উত্তরাধিকার ও প্রতীক ঘিরে আইনি লড়াই তীব্র হতে পারে। তবে এনসিপিআই সাংসদরা সংসদে নিজেদের অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখতে সংবিধানের ১২২ নম্বর অনুচ্ছেদকে হাতিয়ার করতে পারেন। প্রাক্তন লোকসভা সচিব এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ পিডিটি আচার্য বলেন, 'সংবিধানের ১২২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের কার্যপ্রণালীকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এই বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ। বিদ্রোহী সাংসদরা পেতে পারেন।'

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের সংসদীয় ও পরিষদীয় দলের ভাবনায় ফারাক স্পষ্ট। সোমবার পরিষদীয় দলের নেতা ঋতব্রত বলেন, 'এনসিপিআই সম্পর্কে শুনেছি। কিন্তু দলটি সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা নেই। আমরা বিধানসভায় সদর্থক ও গঠনমূলক বিরোধিতা করব। এমন কিছু করব না যাতে কোনও অসুবিধা তৈরি হয়।' অন্যদিকে, এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদকে নিয়ে 'ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গল' নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া এই প্ল্যাটফর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

সংসদীয় দলে সুদীপ-কাকলিরা ২০ সংখ্যাতে আটকে থাকলেও বাংলায় পরিষদীয় দলে সংখ্যা রোজ বাড়ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সোমবার ঋতব্রত কলকাতায় দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে এখন ৬৫ জন বিধায়ক আছেন। ওই দাবি করার আগে ফিরহাদ হাকিম বিরোধী দলনেতার দপ্তরে ঘণ্টাখানেক সময় কাটান। তিনিই বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিলেন কি না, তা ঋতব্রত স্পষ্ট না করলেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন।

তাঁর ভাষায়, 'যিনি যোগ দিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ। আজ তিনি আমাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের অভিভাবকও বটে।' পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে তৃণমূলের উত্তরাধিকার নিয়ে জমজমাট লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে দেশ।

ছোট্ট তারা

নীলাদ্রি সাহা তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। যোগাসনে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেয়েছে।

স্কুলে স্কুলে যোগ সপ্তাহ পালন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে স্কুলে স্কুলে যোগ সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে। পড়াশোনার ফাঁকে স্কুলগুলোতে চলছে যোগ প্রশিক্ষণ। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) তরফে যোগ দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলগুলোতে যোগব্যায়ামের উপকারিতা, পোস্টার তৈরি, স্লোগান লেখা, কুইজ, প্রবন্ধ রচনা সহ আরও কয়েকটি কর্মসূচি করানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়ারা যাতে যোগব্যায়ামের উপকারিতা বুঝে দিনটি পালন করে, সেই নির্দেশিকাও স্কুলগুলোকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সোমবার বাঘা যতীন পার্কে যোগাসন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। ছিলেন দার্জিলিং জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর, শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক।

এদিন প্রার্থনার পর তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে যোগব্যায়ামে অংশ নেয় স্কুলের ছাত্ররা। প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বলেন, 'যোগ সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে। পড়ুয়ারা আনন্দ সহকারে এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে।'

নেতাজি প্রাথমিক বয়েজ স্কুলেও প্রবন্ধ রচনা, পোস্টার তৈরির মাধ্যমে যোগ সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র দেবাশিস রায় বলছে, 'স্কুলে যোগ দিবস নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারছি। খুব মজা করে এই কাজগুলো করছি।'

জগদীশ প্রাথমিক স্কুলেও পড়ুয়াদের যোগব্যায়াম শেখানো হয়। পাশাপাশি, পোস্টার তৈরির কর্মসূচি পালন করা হয়। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র বিশাল মোদক জানায়, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে সে যোগ দিবসের পোস্টার বানিয়েছে। পড়ুয়ারা ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন, সুখাসন, শবাসন সহ আরও বেশ কিছু আসন শিখছে। এই কর্মসূচি নিয়ে খুশি তারা। ২১ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বাঘা যতীন পার্কে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। (নীচে) তরাই তারাপদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। সোমবার।

স্কুটার নিয়ে গাছে ধাক্কা, মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাতের শহরে ফের দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার সরাসরি গাছে ধাক্কা মারার ঘটনায় চালকের মৃত্যু হল। ওই স্কুটারে থাকা এক আরোহী আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃতের নাম মণীশকুমার সিং (২৬)। তিনি মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুটারে করে ওই দুজন রবিবার রাতে ভক্তিনগর থানার দিক থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে আসছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারানোয় স্কুটারটি সরাসরি একটি গাছে ধাক্কা মারে। মণীশ স্কুটারটি চালাচ্ছিলেন। হেলমেট না থাকায় তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মণীশের মৃত্যু হয়। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : দক্ষিণ পলাশের নতুন বাজারে নেশাগ্রস্তদের দাপট নিয়ে স্থানীয়রা প্রধাননগর থানায় অভিযোগ জানানোর পরই পুলিশ অভিযানে নামল। রবিবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রির করার অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। গোকুল রায় নামে ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকারই বাসিন্দা। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান।

বিনামূল্যে চাকরির কোচিং উত্তরবঙ্গে

পড়ুয়াদের জন্য শ্রিংলার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : উত্তরবঙ্গের তরুণ-তরুণীদের জন্য কাজের দুনিয়ায় সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বড় উদ্যোগ নিয়েছেন সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও একটি সর্বভারতীয় স্তরের চাকরির প্রশিক্ষণের সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে চালু হল 'ডিডব্লিউএস উৎকর্ষ'। লক্ষ্য দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাজুড়ে ১৬টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ১০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া। চাকরির পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে অগ্নিবীর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসআই এবং কনস্টেবল, এসএসবি/সিআইএসএফ কনস্টেবল পরীক্ষা, কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস (সিডিএস), ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ), এয়ার ফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট (এএফসিএটি), সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (সিএপিএফ), স্টাফ সিলেকশন কমিটি (এসএসসি), ডব্লিউবিপিএসসি এবং ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস।

সোমবার ডিডব্লিউএস উৎকর্ষের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহেন্দ্রনাথ রায়, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস তথা ওই সর্বভারতীয় স্তরের চাকরির প্রশিক্ষণ সেন্টারের সিইও কে সত্যনারায়ণ প্রমুখ।

ডিডব্লিউএস উৎকর্ষে পড়ুয়ারা অনলাইনে কোচিং নিতে পারবেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল আর্থিক বাধার জন্য যাতে কোনও ছাত্রছাত্রী ভালো প্রস্তুতি নেওয়া থেকে বাদ না পড়ে। তবে এই কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে যাঁরা আগে আসবেন তাঁরা সুযোগ পাবেন। একজন পড়ুয়া একটি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। যাতে এই উদ্যোগের সুবিধা সর্বাধিক সংখ্যক পড়ুয়ার কাছে পৌঁছায় সেই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন এবং আধার নম্বর যাচাইয়ের পর নির্বাচিত পড়ুয়ারা বিনামূল্যে তাঁদের পছন্দের কোর্সে পড়তে পারবেন।

ডিডব্লিউএস উৎকর্ষের আত্মপ্রকাশকে কেন্দ্র করে রাজ্যসভার সাংসদ তথা দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হর্ষবর্ধন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের তরুণদের মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়সংকল্প এবং আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তবে অনেক সময় আর্থিক পরিস্থিতি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ডিডব্লিউএস উৎকর্ষের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে আর্থিক কারণে কেউ বঞ্চিত না থাকে। আমাদের লক্ষ্য তরুণদের সঠিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎকে সফল করা।'

ডিডব্লিউএস উৎকর্ষের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। -সূত্রধর

মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে সোমবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। আশপাশে খোঁজার পর স্থানীয়রা রেললাইনের পাশে ঝোপঝাড়ে মৃতদেহটি দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে ওই ব্যক্তি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। বেশ কয়েকদিন মৃতদেহটি পড়ে থাকায় তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে।

অবৈধ নির্মাণে জোড়া ধাক্কা

রামভজনের স্ত্রীকে নোটিশ পুরনিগমের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : অনুমোদিত প্ল্যানের বাইরে গিয়ে অবৈধভাবে বহুতল নির্মাণের অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাই মার্গ রোড এলাকায় নিয়মবহির্ভূত এই নির্মাণের ঘটনায় পুরনিগম কর্তৃপক্ষ তাঁকে শুনানিতে তলব করে নোটিশ জারি করেছে। পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে নির্মাণকাজে অসংগতি ধরা পড়ার পরেই এই পদক্ষেপ করা হয়। বর্তমানে ওই বহুতলের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

রামভজন মাহাতোর স্ত্রী অঞ্জুদেবী মাহাতোর নামে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুরনিগম থেকে এই বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্ল্যান মেনে সীমানা থেকে নির্দিষ্ট জমি ছাড়া হয়নি। তাছাড়া চারতলার ওপর লোহার স্ট্রাকচার বসিয়ে অবৈধভাবে টিনের ছাউনি বা ট্রাস গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস না পেলেও, বিষয়টি নজরে আসতেই পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা সেখানে আচমকা হানা দেন। নির্মাণকাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে অসংগতি মেলার পরেই নোটিশ জারি করা হয়।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে বর্তমানে শহরজুড়ে অবৈধ নির্মাণ খোঁজার কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই কড়া পদক্ষেপের মাঝেই খোদ মেয়র পারিষদের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ ওঠায় পুরনিগমের অন্দরমহলে রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হয়েছে। একজন মেয়র পারিষদ কীভাবে নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে এমন কাজ করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি। একইভাবে মেয়র গৌতম দেবও প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে স্পষ্ট জানান, 'আমি কলকাতায় আছি। এ নিয়ে কিছু বলব না।'

অন্যদিকে, নোটিশ পাওয়ার কথা স্বীকার করে রামভজন মাহাতো বলেন, 'পুরনিগমের তরফ থেকে স্ত্রীর নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নিয়ম মেনে আমরা শুনানিতে হাজির হব। পুরনিগম যা নির্দেশ দেবে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। তবে বর্তমানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'আশা রাখছি নিয়ম মেনে পুরনিগম সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। কোনও অসংগতি ধরা পড়লে অবশ্যই তা ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। তবে পুরনিগম কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেদিকেও আমরা নজর রাখছি।'

- অনুমোদিত প্ল্যানের বাইরে গিয়ে অবৈধভাবে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ
- ৩ নম্বর ওয়ার্ডে স্ত্রীর নামে অনুমোদিত প্ল্যান অমান্য করে এই নির্মাণকাজ চলছিল
- তদন্তে অসংগতি খুঁজে পাওয়ার পর শুনানির নোটিশ জারি করেছে পুরনিগম
- মেয়র ও কমিশনার মন্তব্যে নারাজ, এনিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা

এই অবৈধ নির্মাণ ইস্যুতে পুরনিগমের এক কর্মী জানান, শুনানি পর্ব শেষে ফের একটি নোটিশ জারি করার কথা। সেই নোটিশে অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। মালিকপক্ষ নিজেরা সেই অবৈধ অংশ না ভাঙলে, নিয়ম অনুযায়ী পুরনিগমের তরফেই তা ভাঙার জন্য অভিযান চালানো হবে।

এনবিএসটিসি'র জমি দখল করে গড়ে ওঠা বহুতলের একাংশ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সোমবার।

এনবিএসটিসি'র জমি দখলমুক্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর জমির একাংশ দখল করে কয়েক দশক আগে গড়ে উঠেছিল বহুতল। এতদিন তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা না হলেও, এবার জমি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট এনবিএসটিসি অভিযোগ দায়ের করেছে। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম সম্প্রতি নোটিশ জারি করেছিল বাড়িটির মালিককে। কিন্তু বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়নি। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে সোমবার প্রধাননগর এলাকায় এনবিএসটিসি'র জমিতে গড়ে ওঠা বহুতলের একাংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় বলেন, 'নিয়মমাফিক অভিযান চালিয়ে ওই অবৈধ অংশ ভাঙা হয়েছে।' এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'আমাদের প্রাচীরের ওপর নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। অবৈধ কাজ মেনে নেওয়া যায় না। তবে আমরা সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। এখন কী হয়েছে জানা নেই। এনিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হবে। রিপোর্ট দেখে তবেই মন্তব্য করতে পারব।'

প্রধাননগর এলাকায় এনবিএসটিসি'র ডিপো রয়েছে। জানা গিয়েছে, সেই ডিপোর একাংশ জমি দখল করে প্রায় তিন দশক আগে একটি তিনতলা বাড়ি গড়ে উঠেছিল। প্রকাশ্যেই নির্মাণকাজ চললেও, সেসময় কোনও পদক্ষেপ করেনি এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ। তবে মাস কয়েক আগে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ জবরদখল হয়ে যাওয়া ওই জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। প্রথমেই বাড়ির মালিকের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে কোনও কাজ না হওয়ায় এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ পুরনিগমের কাছে জবরদখল সংক্রান্ত অভিযোগ জানায়। এরপরই পুর কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে। অভিযোগ, প্রায় ছ'মাস আগে পুরনিগমের তরফে নোটিশ পাঠানো হলেও, অবৈধ অংশের পুরোটা ভেঙে ফেলা হয়নি। অবশেষে পুরনিগমের তরফে এদিন অভিযান চালানো হয়। পুরনিগম সূত্রে খবর, নোটিশ পাঠানোর পর মালিকপক্ষ বহুতলের নীচের অংশের দেওয়াল ভেঙে দিয়েছিল। যদিও বহুতলের পিলার সহ ওপরতলার প্রতিটি অংশ অক্ষত ছিল। এই পরিস্থিতিতে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ ফের পুরনিগমের দ্বারস্থ হয়। এরপরই এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ অভিযান চালায়। এনবিএসটিসি'র জমিতে থাকা বহুতলের অংশ রীতিমতো ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে বাড়ির মালিক মুকেশ পোদ্দার বলেন, 'পুরনিগমের নোটিশ পাওয়ার পর আমরা উদ্যোগ নিয়ে নীচতলার ঘরের প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিলাম। তবে এদিন পুরনিগম আচমকাই অভিযান চালিয়ে প্রায় ছ'ফুট অংশ ভাঙার কাজ শুরু করে। এতে আমাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল।'

> আমাদের প্রাচীরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল। অবৈধ কাজ মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। এখন কী হয়েছে জানা নেই। রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হবে।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই** ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি

বাড়ি ফিরলেন অশোক

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : সুস্থ হয়ে সোমবার বিকেলে বাড়িতে ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ৬ জুন তিনি বাড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত পেয়ে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর বুকে পেসমেকারও বসানো হয়েছে। নয়দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সোমবার বিকেলে বাড়ি ফিরেছেন তিনি।

অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : সোমবার টেন্ডারের মাধ্যমে এনজেপি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার গোডাউনে তিনশো অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হল। ওই নিয়োগ অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন এফসিআই-এর রাজ্য পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য জিতেন্দ্র সরিন। তিনি বলেন, 'গোডাউনে হওয়া প্রত্যেকটি কাজ ভারত সরকারের নির্দেশমতো টেন্ডার মেনেই হবে।'

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : দুই সহপাঠীকে আটকে শ্লীলতাহানি ও টাকা তোলার ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা। নাম বিষ্ণু মণ্ডল। রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার রাতে দুই সহপাঠী টিউশন পড়ে ফেরার পথে তিনজন মিলে তাদের পথ আটকায়। দুজনকে টেনে রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের ভেতর নিয়ে যায়। সেখানে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ছাত্রের কাছ থেকে অনলাইনে এক হাজার টাকা আদায় করা হয়। সেই ঘটনায় শনিবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার রাতে বিষ্ণুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। আদালত অভিযুক্তের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

তদন্ত চলছে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রানিডাঙ্গা প্ল্যান্ট থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে মাটিগাড়ায় অবৈধভাবে রিফিলিংয়ের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ওই গোডাউন থেকে সবমিলিয়ে চারশো ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি খালি সিলিন্ডারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রাতের অন্ধকারে ওই খালি সিলিন্ডারগুলো অবৈধভাবে রিফিল করা হত। সকালে সেগুলো গাড়িতে চাপিয়ে সরবরার করা হত। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ওই গ্যাস সিলিন্ডারগুলো শহরের বিভিন্ন হোটেলে পাঠানো হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে মাঝারি হোটেলগুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখছেন তদন্তকারীরা।

গোদ রুখতে

ইসলামপুর, ১৫ জুন : গোদ প্রতিরোধ কর্মসূচির সূচনা হল সোমবার। এদিন ইসলামপুর ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় সরস্বতী শিশু মন্দির ও সরস্বতী বিদ্যামন্দির স্কুলে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, বিডিও পিনাকী দেবনাথ সহ অন্যরা। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোদ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিষেধক গ্রহণ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

ট্রাকে আগুন

ইসলামপুর, ১৫ জুন : সোমবার দুপুরে আচমকা ট্রাকে আগুন লাগল ইসলামপুর থানার মাদারিপুর সংলগ্ন এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। বর্ধমান থেকে অসম যাচ্ছিল সেই চালবোঝাই ট্রাকটি। হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন গোটা গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়া হয় দমকলবাহিনীকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বুলডোজার

ইসলামপুর, ১৫ জুন : ইসলামপুরে রেলের জমিতে শুরু হল বুলডোজার অ্যাকশন। সোমবার আলুয়াবাড়ি রোড জংশন এলাকায় রেলের জায়গায় থাকা অবৈধ দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। অভিযোগ, সেসব দোকানে অবৈধভাবে মদ থেকে শুরু করে নানা মাদক বিক্রি করা হত। এদিন সেই সমস্ত দোকান রেলের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয়। তবে উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন জবরদখলকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল রেল পুলিশ।

পার্কিংয়ের জায়গা নেই, যানজট জংশনে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : অধিকাংশ হোটেলে নেই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। কোথাও পার্কিংয়ের জায়গা থাকলেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে রিসেপশন হিসেবে। শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে যানজট তৈরি হচ্ছে। একদিকে যেমন হোটেলগুলির সামনের রাস্তায় পর্যটকবাহী গাড়ি রাখা থাকছে, তেমনই আবার পর্যটকরা নিজেদের গাড়ি রাস্তায় রেখে হোটেলে থাকছেন। ফলে রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।

সোমবার প্যাটেল রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে চারমাথার মোড়ের সামনে যেতেই দেখা গেল, তীব্র যানজট। বোঝাই যাচ্ছে, রাস্তার দুই পাশে গাড়ি রাখার কারণেই ওই যানজট তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে প্যাটেল রোড বাই লেন থেকে মূল রাস্তায় টার্নিং করে ওঠার পরিস্থিতি নেই। বিষয়টি নিয়ে পথচারী ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। জংশন এলাকার দায়িত্বে থাকা ট্রাফিকের এক কর্তার কথায়, 'সমস্যা সমাধানে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেটা দেখা হচ্ছে।'

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল দাস এবিষয়ে বলেন, 'পুরনিগম যখন বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করছিল তখন নিয়ম মতো কাজ হচ্ছিল কি না, সেটা তাদের দেখে নেওয়া উচিত ছিল। তবে এই সমস্যা শুধু জংশন এলাকা কিংবা প্রধাননগরে নয়, গোটা শহরেরই পার্কিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই সময় প্রচুর পর্যটক শহরে যাওয়া-আসা করেন। অনেকে হোটেলে থেকে যান। তাই পর্যটকদেরও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেব্যাপারটা দেখেই ট্রাফিক প্রশাসনের এব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

> এই সমস্যা শুধু জংশন এলাকা কিংবা প্রধাননগরে নয়, গোটা শহরেরই পার্কিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে।
>
> **উজ্জ্বল দাস**
> হোটেল সংগঠনের কর্মকর্তা

শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং।

জংশন এলাকার সার্ভিস রোডের একদিকে সারিবদ্ধ হোটেল। ওই এলাকার অলিগলিতেও বহু হোটেল রয়েছে। হোটেলগুলোতে সারাবছর ভিড় থাকে। পর্যটনের সময় ভিড় আরও বেড়ে যায়। কিছু কিছু হোটেল রাস্তার মধ্যেই জায়গা ঘেরাও করে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে। বিষয়টা নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন যানজটে আটকে পড়া বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বললেন, 'অধিকাংশ হোটেলে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র গাড়ি পার্ক করে রাখা হচ্ছে। রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে।'

একটি হোটেলের কর্মী বিকাশ তামাংয়ের বক্তব্য, 'আসলে হোটেলে গাড়ি ঢোকানোর মতো জায়গা নেই। সেকারণে রাস্তার ধারে গাড়ি রাখতে হচ্ছে। অন্যত্র কোথাও গাড়ি রাখার বিকল্প জায়গা নেই।' সবমিলিয়ে, হাঁসফাঁস পরিস্থিতি জংশনের সার্ভিস রোডে অলিগলিতে।

ইসলামপুরে সরব অভিভাবকরা

ইসলামপুর, ১৫ জুন : সরকারি শিক্ষকদের কাছে টিউশন পড়ার অনুমতি চেয়ে আগেও সরব হয়েছিলেন বাংলামাধ্যমের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। এবার সেই একই দাবিতে মহকুমা শাসকের দরজায় কড়া নাড়লেন ইসলামপুরের ইংরেজিমাধ্যমের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও। সোমবার প্রায় ৬০ জন অভিভাবক মহকুমা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সরকারি শিক্ষকদের টিউশন পড়ানোর অনুমতি চেয়ে আবেদন জানান।

তবে ইংরেজিমাধ্যমের পড়ুয়াদের জন্য বাংলামাধ্যমের সরকারি শিক্ষকদের কাছে টিউশনের অনুমতি চাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে ইসলামপুরের শিক্ষক মহল। প্রাইভেট টিউটর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুব্রত দাস বলেন, 'অভিভাবকদের মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো হচ্ছে পরিকল্পনা করে। অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে ভুল বুঝিয়ে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য করছেন সরকারি শিক্ষকরা।'

অন্যদিকে, অভিভাবকদের পক্ষে প্রণয় দাস বলেন, 'মহকুমা শাসকের কাছে শুধু ২০২৫-'২৬ সেশনের জন্য সরকারি শিক্ষকদের টিউশনের অনুমতি চেয়েছি। পড়ুয়ারা এবছরটা যেন তাঁদের কাছে টিউশন পড়ে পরীক্ষাটা দিতে পারে।'

‘মাজাদোনা’-র স্পর্ধা বনাম বিশ্বসেরাদের দম্ভ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ফের একবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হচ্ছেন লিওনেল মেসি।

আলজিরিয়া বধের ছকে নির্ভার রাজপুত্র

নিউ জার্সি, ১৫ জুন : কোথাও যেন একটা কাব্যিক শান্তি নেমে এসেছে তাঁর জীবনে। কোপা আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপ-ফুটবল ঈশ্বর নিজের বরপুত্রের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে বোধহয় নিজেও নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নাহলে যে রোজ তাঁরই বরপুত্রকে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখতে হত! সেই শংসাপত্রের জোরেই এখন লিওনেল মেসি তো বটেই, তাঁর সতীর্থ থেকে শুরু করে আমজনতার আত্মবিশ্বাস একেবারে তুঙ্গে। মায়ামির ক্রিশ্চিয়ান ব্লাঙ্কো কিংবা আগের দিন ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচের গ্যালারিতে বসা দিয়েগোদের গলায় তাই একই সুর-‘এবারও কাপটা আমাদেরই।’

কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায়? একটা অবশ্যই কাতার, আর অন্যটা মায়ামি। পাঁচ-পাঁচটা বিশ্বকাপ খেলার পর, কাতারের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ার পর যে মানুষটা হয়তো বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন ‘আর হল না’, সেখান থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান। ফুটবল ঈশ্বর জানতেন, এই মানুষটাকে এবার একটু আপাত শান্ত, চাহিদাহীন পরিবেশ দিতে হবে। ঠিক সেই সময়েই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ডেভিড বেকহ্যাম। প্যারিস সাঁ জাঁ-র সংসারে যখন রোজ অশান্তির আগুনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন মেসি, তখন বেকহ্যাম বুঝেছিলেন, রোজ পরীক্ষা দিতে হলে এই মহাতারকা আর টানতে পারবেন না। তাই মায়ামির আদরের আশ্রয়ে তাঁকে নিয়ে আসা। এখানে তিনি শুধুই ফুটবলের আনন্দে মাতোয়ারা, কোনও বাড়তি চাপের বোঝা নেই। আর ঈশ্বর খোশমেজাজে থাকলে, তাঁর হয়ে বাকি কাজ রডরিগো ডি পল, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বা হুলিয়ান আলভারেজরাই হাসিমুখে করে দেন।

মঙ্গলবার কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে আর্জেন্টিনা। প্রস্তুতি ম্যাচে মেসিকে যে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে, তাতে শুরু থেকেই তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রবল। সুখবর হল, আঙুলের চোট সারিয়ে এমিলিয়ানোও প্রথম একাদশে ফিরছেন। নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো ফিট হয়ে গেলে কোচ লিওনেল স্কালোনি হয়তো গত বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই এগারোজনকেই নামিয়ে দেবেন। স্কালোনির সবচেয়ে বড় গুণ হল তাঁর নীরবতা। প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা এই প্রাজ্ঞ কোচ কোনও প্রতিপক্ষকেই বাড়তি কথা বলে ফোকাস নষ্ট করার সুযোগ দেন না।

তবে আলজিরিয়াকে হালকাভাবে নিলে যে সমূহ বিপদ, তা ড্র হওয়ার পর থেকেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। টানা চার ম্যাচ অপরাজিত তারা, যার মধ্যে নেদারল্যান্ডসকে হারানো এবং উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করার মতো কীর্তি রয়েছে। কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচকে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ করেছে আলজিরিয়ার ফুটবল সংস্থা। দলের দুই স্ট্রাইকার হাদজ মৌসা ও আমিনে গৌইরি দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। তবে তাদের আসল তুরুপের তাস হলেন ইব্রাহিম মাজা, যাঁর পরিচিত নাম ‘মাজাদোনা’ বা আফ্রিকার মারাদোনা। আত্মবিশ্বাসী এই তরুণ প্লে-মেকার আর্জেন্টিনাকে হারানোর ব্যাপারে রীতিমতো হুংকার ছেড়ে রেখেছেন।

অবশ্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের অধিনায়কও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন। তিনি নিঃশব্দে বার্তা দিয়ে রেখেছেন, ‘আমাদের প্রতিপক্ষ বুঝবে আর্জেন্টিনা কী কঠিন ঠাঁই!’ কানসাস সিটির সবুজ গালিচায় এখন কেবল বল গড়ানোর অপেক্ষা।

বিশ্বকাপে আজ

ফ্রান্স বনাম **সেনেগাল**
১৭ জুন, রাত ১২.৩০ মিনিট

ইরাক বনাম **নরওয়ে**
১৭ জুন, রাত ৩.৩০ মিনিট

আর্জেন্টিনা বনাম **আলজিরিয়া**
১৭ জুন, ভোর ৬.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও জিও অ্যাপ

চব্বিশ বছরের পুরোনো ক্ষত

প্রলেপ দেওয়ার অপেক্ষায় ফ্রান্স

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৫ জুন : প্রথম ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সময়কার কথা। পুনের এক বিলাসবহুল হোটেলের লাউঞ্জে বসে ছিলেন ডেভিড ত্রেজেগুয়ে। ফুটবলার জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ বা এমন কোনও দিন, যাকে তিনি আর ফিরে দেখতে চান না- এমন প্রশ্নের উত্তরে ফরাসি কিংবদন্তির চোখে সেদিন এক অদ্ভুত শূন্যতা নেমে এসেছিল। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি ছিল, ‘২০০২ সালের ৩১ মে-র সিওলকে আমি আর মনে রাখতে চাই না।’

দুই দশকেরও বেশি সময় পর, সময়ের টাইমমেশিন যেন ফের একবার সেই একই ফ্রেমে এসে আটকে গিয়েছে। আমেরিকার নিউ জার্সিতে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় আজ কিলিয়ান এমবাপেদের সামনে সেই সেনেগাল। থিয়েরি অঁরি বা ত্রেজেগুয়েরা যে ভুল করে চোখের জলে মাঠ ছেড়েছিলেন, গত দুই বিশ্বকাপের সবচেয়ে ধারাবাহিক দলটি নিশ্চয়ই তার পুনরাবৃত্তি চাইবে না। সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? বিশ্ব ফুটবলের আঙিনায় সদ্য পা রাখা এক অচেনা সেনেগাল, পাপা বৌবা দিওপের একমাত্র গোলে ফ্রান্সের সোনালি প্রজন্মকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে চব্বিশটি বছর। ফরাসিদের সেই ক্ষতে আজও প্রলেপ পড়েনি, বদলা নেওয়া হয়নি। আর আজ প্রতিপক্ষে এমন একজন দাঁড়িয়ে, যাঁর নাম সাদিও মানে। যিনি শুধু ফুটবলার নন, তাঁর দেশের মানুষের কাছে এক মসিহা। কিছুদিন আগে আফ্রিকান নেশনস কাপে সেনেগালের দল তুলে নেওয়ার পর এই মানেই গোটা দলকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ফিফার রক্তচক্ষু বা তিরস্কার তাঁকে টলাতে পারেনি। এহেন অদম্য এক নেতার দলের বিপক্ষে কি আদৌ সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রতিশোধ নিতে পারবে ফ্রান্স?

এই মহারণে ফরাসিদের রথ ছোটানোর মূল দায়িত্ব এমবাপে ও ওসমানে ডেম্বেলের কাঁধেই। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক মুখে এমবাপেকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তাঁর খেলার ধরন নাকি বড্ড একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, প্রতিপক্ষ অনায়াসেই তা পড়ে ফেলছে। তাছাড়া, দলের দরকারে লীচে নেমে রক্ষণ সামলাতে তাঁর প্রবল অনীহা। কিন্তু সবাইকে অবাক করে রিয়াল মাদ্রিদের এই মহাতারকা সব সমালোচনা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। ‘লা প্যারিসিয়ান’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপে স্পষ্ট বলেছেন, ‘আমি বুঝতে পারছি, আমার ডিফেন্সিভ স্কিল নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। আমি সব করতে রাজি, কারণ যে কোনও মূল্যে বিশ্বকাপটা আমার চাই।’ দিদিয়ের দেশঁর মতো কড়া ধাতের কোচের দলেই এমন রূপান্তর সম্ভব। খেলার মাঠে এমবাপেকে নিয়ে সমালোচনা থাকলেও, সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর নিখুঁত রসায়নেই ভরসা রাখছেন ডেম্বেলে। আর এই পরিচিত মুখগুলির বাইরেও ফ্রান্স এবার স্বপ্ন বুনছে বায়ার্ন মিউনিখের মাইকেল ওলিসেকে ঘিরে, যাঁর পায়ের জাদু দেখার জন্যই হয়তো আলাদা করে টিকিট কাটা যায়।

সেনেগাল ম্যাচের প্রস্তুতিতে কিলিয়ান এমবাপে।

মাঠের এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই ফিফার সঙ্গে একপ্রস্থ স্নায়ুযুদ্ধ হয়ে গেল ফরাসি শিবিরের। ম্যাসাচুসেটসের বেন্টলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেস ক্যাম্প থেকে মেটলাইফে যাতায়াতের ঝক্কি এড়াতে অস্থায়ীভাবে নিউ জার্সিতে ডেরা বেঁধেছে ফ্রান্স। দেশঁ চেয়েছিলেন রেড বুল ট্রেনিং সেন্টারেই প্রেস কনফারেন্স করতে, কিন্তু নিয়ম দেখিয়ে তা নাকচ করে দেয় ফিফা। সেই অপমানের শোধ নিতেই কি না, সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক এমবাপের বদলে সহ অধিনায়ক এনগোলো কন্তেকে পাঠিয়ে দিলেন ফরাসি কোচ! যুক্তি দিলেন, ম্যাচের আগের দিন এমবাপেকে এতটা পথ গাড়িতে ঘোরাতে চান না তিনি।

দেশঁ বরাবরই গম্ভীর, বাস্তববাদী এক দার্শনিক। প্রতিপক্ষকে সমীহ করে তাঁর সংযত উচ্চারণ, ‘আমরা জানি আমাদের ওজন কত, প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া। কিন্তু পা মাটিতেই রাখতে হবে। চূড়ায় কী আছে, সেই সব না ভেবে আমাদের শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে।’ দলে এবার প্রচুর তরুণ রক্ত। তাঁদের উদ্দেশে কোচের কড়া বার্তা, ‘দেশের জার্সি গায়ে চাপালে তুমি শুধু নিজেকে উজাড় করে দিতে এসেছ, কিছু নেওয়ার জন্য নয়।’ দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্সকে সাফল্যের চূড়ায় বসিয়ে রাখা এই প্রাজ্ঞ কোচের হয়তো এটাই শেষ বিশ্বকাপ। যাওয়ার আগে চব্বিশ বছর পুরোনো সেই অপমানের বদলা নিয়ে, সিওলের ভূতকে চিরতরে কবর দিতে যে তিনি মরিয়া, তা মেটলাইফের ঘাসই প্রমাণ করবে।

তিউনিশিয়াকে গুঁড়িয়ে ফাইভ স্টার সুইডেন

রিয়ালের জালে কুকুরেল্লা

মাদ্রিদ, ১৫ জুন : নিজের মাথার চুল কি কেটে ফেলবেন স্প্যানিশ তারকা মার্ক কুকুরেল্লা? তিনি রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এই প্রশ্নটা ঘুরছে ফুটবল মহলে। বিশ্বকাপের মাঝেই চেলসি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন কুকুরেল্লা। লস ব্ল্যাঙ্কোসের সঙ্গে তাঁর ছয় বছরের চুক্তি হয়েছে। এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে দলে নিয়ে মাদ্রিদ ৫১.৮ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে।

গত এপ্রিল মাসে রিয়াল মাদ্রিদে যোগদান প্রসঙ্গে কুকুরেল্লার একটি মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন নাকি নিজের চুল কেটে ফেলবেন? মজার ছলে স্প্যানিশ তারকা উত্তর দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে নিজের চুল কেটে ফেলবেন। আসলে বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে উত্থান কুকুরেয়ার। তাই কাতালান ক্লাবটির প্রতি ভালো লাগা থেকেই এমন মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়েছিলেন কুকুরেয়া, বার্সার প্রস্তাব পেলে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন হবে তাঁর পক্ষে।

সুইডেন-৫ (আয়রি-২, ইসাক, গোয়েকেরেস, ভ্যানবার্গ)
তিউনিশিয়া-১ (রেকিক)

মন্টেরি, ১৫ জুন : বিশ্বকাপের মঞ্চে শুরুতেই নিজেদের দাপট প্রমাণ করল সুইডেন। মেক্সিকোর এস্তাদিও মন্টেরি স্টেডিয়ামে ৫০,৯৮৭ জন দর্শকের সামনে তিউনিশিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান শুরু করল গ্রাহাম পটারের দল। এই দাপুটে জয়ের সুবাদে জাপান এবং নেদারল্যান্ডসকে পিছনে ফেলে গ্রুপ ‘এফ’-এর শীর্ষে পৌঁছে গেল তারা। সুইডেনের আক্রমণভাগে আলেকজান্ডার ইসাক এবং ভিক্টর গোয়েকেরেসের জুটি তিউনিশিয়ার রক্ষণকে রীতিমতো ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ম্যাচের মাত্র সাত মিনিটেই ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের তরুণ মিডফিল্ডার ইয়াসিন আয়রি বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে সুইডেনকে এগিয়ে দেন। তবে নিজের বাবার জন্মভূমির বিরুদ্ধে গোল করায় তিনি কোনও উদযাপন করেননি। এরপর ৩০ মিনিটে আর্সেনাল স্ট্রাইকার গোয়েকেরেসের নিখুঁত পাস থেকে বল ধরে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিভারপুলের তারকা ইসাক। প্রথমার্ধের ৪৩ মিনিটে হ্যানিবল মেজব্রির ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করে তিউনিশিয়াকে কিছুটা ম্যাচে ফেরানোর আশা জাগিয়েছিলেন ওমর রেকিক। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সুইডেন আরও বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে।

৫৯ মিনিটে তিউনিশিয়ার এলিয়েস স্কিরির থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে গোয়েকেরেসকে দিয়ে দলের তৃতীয় গোলটি করান ম্যাচের সেরা ইসাক। এরপর ৮৪ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার মাত্র ১২ সেকেন্ডের মাথায় বিশ্বকাপে দ্রুততম বদলি গোলস্কোরার হওয়ার রেকর্ড গড়েন ম্যাটিয়াস ভ্যানবার্গ। সংযোজিত সময়ের ৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পঞ্চম গোলটি করে তিউনিসিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন আয়রি। বড় হারের জেরে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচের পরই চাকরি গিল তিউনিশিয়ার কোচ সাবরি লামৌচির।

জয়ের পর সুইডেনের ডিফেন্ডার ভিক্টর লিন্ডেলফ বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে তিন পয়েন্ট দিয়ে শুরু করতে পেরে আমরা দারুণ আনন্দিত। বল নিয়ে এবং বল ছাড়া- দুই ক্ষেত্রেই আমরা আজ নিখুঁত ফুটবল খেলেছি।’ ২০ জুন হিউস্টনে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে সুইডেন শক্তিশালী নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে এবং তিউনিসিয়া খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

> বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে তিন পয়েন্ট দিয়ে শুরু করতে পেরে আমরা দারুণ আনন্দিত। বল নিয়ে এবং বল ছাড়া- দুই ক্ষেত্রেই আমরা আজ নিখুঁত ফুটবল খেলেছি।
>
> -**ভিক্টর লিন্ডেলফ**, সুইডেনের ডিফেন্ডার

জোড়া গোল করে সমর্থকদের ধন্যবাদ সুইডেনের জয়ের নায়ক ইয়াসিন আয়রির।

আজ দৌড় শুরু ‘ডার্ক হর্স’ নরওয়ের

বোস্টন, ১৫ জুন : দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে নরওয়ে। ভারতীয় সময় বুধবার ভোররাতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি। তাদের প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ ইরাকও বিশ্বকাপ ফুটবলে ফিরছে দীর্ঘ চার দশক পর।

তারকাখচিত নরওয়েকে এবার বিশ্বকাপে ‘ডার্ক হর্স’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড দেশের জার্সিতেও অপ্রতিরোধ্য। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৮ ম্যাচে ১৬ গোল করে জানান দিয়েছেন এবারের বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদার তিনি। মাঝমাঠে আর্সেনাল অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের উপস্থিতিতে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে নরওয়ের আক্রমণভাগ। সাম্প্রতিক সময় চোট-আঘাতে জেরবার ওডেগার্ডের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে তিনি নিজেই সব সংশয় দূর করে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘আমাকে কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ঠিকই। তবে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আমি। বিশ্বকাপে খেলার জন্য প্রস্তুত।’ স্টালে সোলবাকেনের দলের আরেক তারকা আলেকজান্ডার সোরলথ। মূলত এই তিন ফুটবলারকে ঘিরেই সাফল্যের স্বপ্ন বুনছে নরওয়ে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে পিছনে ফেলে কোচ গ্রাহাম আর্নল্ডের অধীনে দীর্ঘ ৪০ বছর পর বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে ইরাক। ব্যক্তিগত মুনশিয়ানায় ম্যাচ বের করে নিতে পারেন এমন বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছেন পশ্চিম এশিয়ার দেশটির দলে।

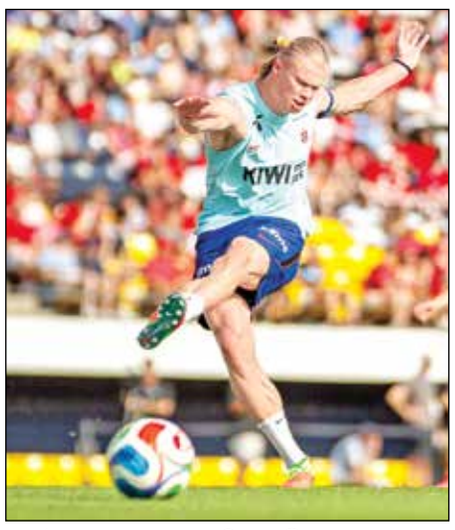

ইরাক ম্যাচের জন্য শুটিং অনুশীলনে নরওয়ের প্রধান ভরসা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

প্লে স্টেশন থেকে বাস্তবে, স্বপ্নপূরণ কোমেনেন্সিয়ার

হিউস্টন, ১৫ জুন : ফিফা ক্রমতালিকায় জামানি ৯। কুরাসাওয়ের অবস্থান ৮২ নম্বরে। ফলে লড়াইটা যে একপেশে হবে তা একরকম প্রত্যাশিতই ছিল। তবুও জার্মান আগ্রাসনের সামনে দেড় লক্ষের দেশটির লড়াই বহু ফুটবলপ্রেমীর মনে জায়গা করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে আরও একটা নাম, লিভানো কোমেনেন্সিয়া।

যোগ্যতা অর্জন পর্ব পেরিয়ে স্বপ্নপূরণ। তবে প্রথম ম্যাচেই ৭ গোল হজমের ধাক্কা। জার্মানির প্রথম গোলের পর অবশ্য পালটা প্রত্যাঘাত এনেছিল কুরাসাও। ম্যাচে সমতা ফেরায় তারা। আর এর কারিগর কোমেনেন্সিয়া। ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে কুরাসাওয়ের প্রথম গোলস্কোরার হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেলেছেন ২২ বছরের মিডফিল্ডার। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা গোলকিপার কিংবদন্তি ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে গোল। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কোমেনেন্সিয়া বলেছেন, ‘ছোটবেলায় প্লে স্টেশনে ফিফা গেম খেলার সময় ন্যুয়েরের বিপক্ষে খেলতাম। সর্বকালের অন্যতম সেরা ন্যুয়েরের বিপক্ষে বাস্তবে গোল করা স্বপ্নের মতো মুহূর্ত।’ ম্যাচের ফল নিয়ে মিশ্র অনুভূতি লিভানোর। বলেছেন, ‘দেশের হয়ে বিশ্বকাপে প্রথম গোল আমার, নিঃসন্দেহে গর্বের মুহূর্ত। তবে এই ফল ভুলে পরের ম্যাচে মনোনিবেশ করতে হবে আমাদের।’

অন্যদিকে কুরাসাওয়ের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে জার্মান কোচ নাগেলসম্যানের মন্তব্য, ‘কুরাসাও প্রত্যাশার তুলনায় বেশ ভালো খেলেছে। সাহসী ফুটবল উপহার দিয়েছে ওরা।’

গোল করে লিভানো কোমেনেন্সিয়া।

ব্রেকহীন ট্রেন হতে চান নাগেলসম্যান

হিউস্টন, ১৫ জুন : দুর্বল কুরাসাওকে সপ্তবাণে বিদ্ধ করে বিশ্বকাপ ফুটবলে অভিযান শুরু করেছে জার্মানি। এ যেন ‘ডাই ম্যানশ্যাফট’-দের জাত্যভিমান ফিরে পাওয়া। জার্মান সমর্থকদের জনপ্রিয় গান, ‘দ্য ট্রেন হ্যাজ নো ব্রেকস’। রবিবার ম্যাচ শেষেও গ্যালারি থেকে ভেসে আসছিল সেই সুর। যা নজর এড়ায়নি জার্মানির হেড কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের। ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে বসে তিনি বলছিলেন, ‘ব্রেকহীন ট্রেনের মতোই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।’

কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে ৭-১ গোলের এই জয় একদিকে যেমন জার্মানদের গত দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের গ্লানি ভুলতে সাহায্য করবে, তেমনই এবারের ফুটবল বিশ্বযুদ্ধে বাকি পথচলায় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। এদিন ব্রাজিলকে (২৩৮) টপকে বিশ্বকাপে সবাধিক গোলের নজির গড়ল জার্মানরা (২৩৯)। ম্যাচ শেষে নাগেলসম্যান বলেছেন, ‘এমন একটা জয় খুব প্রয়োজন ছিল। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই, কুরাসাওয়ের সমতা ফেরানো আমাদের জন্য কিছুটা অপ্রত্যাশিতই ছিল। তবে গোল হজমের পর ফুটবলাররা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার প্রশংসা করতেই হয়।’ বড় জয়ের পরও বেশ কিছু জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন নাগেলসম্যান। জার্মান কোচের কথায়, ‘ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। তবে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমাদের সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।’

কোচের সুর ধরেই জার্মানির কিংবদন্তি গোলকিপার ম্যানুয়েল ন্যুয়ের বলেছেন, ‘ভালোভাবে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু এবং ভালো ফুটবল খেলা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইভাবে পরের ম্যাচগুলিতেও সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে আমাদের।’

ডাগআউটে জুলিয়ান নাগেলসম্যান।

বিশ্বকাপে জীবনের আখ্যান লিখছে আইভরি কোস্ট

পাচার হওয়া ডিয়ালো থেকে ক্যানসারজয়ী সেবাস্তিয়ান

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৫ জুন : ভারতবর্ষের ফুটবল নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই বোধহয় ভালো। আমাদের দেশের বহু মানুষের আক্ষেপ- কুরাসাও বা আইভরি কোস্টের মতো দেশগুলি পারলে আমরা কেন পারি না? এই ব্যর্থতার জন্য স্বভাবতই কর্তাদের মুণ্ডপাত করা হয়, যার সিংহভাগই হয়তো সত্যি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ফুটবলাররাও কি নিজেদের দায় এড়াতে পারেন? তাঁরা নিজেদের সময়ে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন, আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেও তা নেহাত কম নয়। সুনীল ছেত্রী বা ভাইচুং ভুটিয়ারা ভারতীয় ফুটবলে যে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে জন্মেছেন, তার ছিটেফোঁটাও কি সেবাস্তিয়ান হাল্যার বা আমাদ ডিয়ালোরা পেয়েছিলেন? জীবনের রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে বিশ্বমঞ্চে দাপিয়ে বেড়ানোর যে তাগিদ, সোনার চামচ মুখে জন্মানো ফুটবলে তা পাওয়া বড্ড কঠিন।

ফিলাডেলফিয়ায় ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারিয়ে গত ১২ বছরে বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে আইভরি কোস্ট। ৯০ মিনিটের মাথায় সেই মহামূল্যবান গোলটা যাঁর পা থেকে এল, তাঁর নাম আমাদ ডিয়ালো। এই তরুণের অতীত জানলে শিউরে উঠতে হয়। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েন। আফ্রিকা থেকে ভুয়ো বাবা-মায়ের পরিচয়পত্র বানিয়ে তাঁকে আর তাঁর দাদাকে পাচার করে দেওয়া হয় ইতালিতে। উদ্দেশ্য ছিল, ফুটবলের প্রতিভা দেখে ইতালির অ্যাকাডেমিতে বিক্রি করে মোটা টাকা রোজগার করা। বোকা বার্কো ও আটলান্টায় তাঁদের বিক্রিও করে দেওয়া হয়। কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষায় জালিয়াতি ধরা পড়ার পর ইতালির ফুটবল সংস্থা ভুয়ো নথি জমার অপরাধে ওই কিশোরকে ৪২ হাজার ইউরো জরিমানাও করেছিল! এত অন্ধকারের মধ্যেও ফুটবলের আলো নিভে যায়নি। নিজের প্রতিভার জোরে আটলান্টা থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে বিক্রি হলেন ৩৮ মিলিয়ন ইউরোতে। আর আজ তিনি বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশের ত্রাতা।

ডিয়ালোর সতীর্থ সেবাস্টিয়ানের গল্পটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। আয়াখস আমস্টারডামে খেলার সময় তাঁর টেস্টিকুলার ক্যানসার ধরা পড়ে। অনেকেই হয়তো ভাবতেন, এখানেই সব শেষ। কিন্তু আফ্রিকার ধুলোমাখা জীবনযুদ্ধ থেকে উঠে আসা সেবাস্তিয়ান হার মানেননি। ক্যানসারকে হারিয়ে শুধু মাঠে ফেরাই নয়, আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের ফাইনালে জয়সূচক গোলটিও এসেছিল তাঁরই পা থেকে। আইভরি কোস্ট প্রমাণ করছে, ফুটবলে শুধু বল পায়ে কারিকুরি লাগে না, লাগে অদম্য জীবনীশক্তি।

আমেরিকার এই সবুজ গালিচায় আইভরি কোস্ট শুধু একটি ম্যাচ জেতেনি, তারা গোটা বিশ্বকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার এক অনবদ্য আখ্যান শুনিয়ে গেল। আগামী দিনগুলিতে এই রূপকথার বইয়ে আরও কত পাতা যোগ হয়, সেটাই এখন দেখার।

আইভরি কোস্টকে জয় এনে দিয়ে আমাদ ডিয়ালো।

শেষ মুহূর্তের জয়ে উল্লাস আইভরি কোস্টের

আইভরি কোস্ট-১ (ডিয়ালো) ইকুয়েডর-০

ফিলাডেলফিয়া, ১৫ জুন : ম্যাচের ভাগ্য যখন গোলশূন্য ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই জাদুকরি এক স্পর্শে ম্যাচের রং বদলে দিলেন আমাদ ডিয়ালো। ৯০ মিনিটে তাঁর অসাধারণ এক গোল রুদ্ধশ্বাস এই লড়াইয়ের পরিণতি লিখে দিল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক অবিশ্বাস্য নাটকের মতো, পুরো ম্যাচে গোলপোস্ট যেন হয়ে উঠেছিল এক নীরব প্রতাপশালী বাধা। চার-চারবার বল গোলপোস্টে প্রতিহত হওয়ার পর, অবশেষে আইভরি কোস্টের মুখে হাসি ফোটালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের এই তারকা।

গ্রুপ 'ই'-র এই ম্যাচে প্রথমার্ধ ছিল আক্রমণ আর পালটা আক্রমণে ঠাসা। ইকুয়েডরের জন ইয়েবোয়াহর দূরপাল্লার শট এবং পেদ্রো ভিতের মাপা পাস থেকে অ্যালান মিন্দার বাঁকানো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে, আইভরি কোস্টও ছেড়ে কথা বলেনি। ইয়ান দিওমান্দে ডান প্রান্ত দিয়ে বারবার ইকুয়েডর রক্ষণকে তটস্থ করে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধেও ভাগ্যের পরিহাস অব্যাহত থাকে। ইকুয়েডরের এনার ভ্যালেন্সিয়ার একটি শট পোস্টে লেগে ফেরে এবং এরপর আইভরি কোস্টের এলি ওয়াহির একটি জোরালো শটও ক্রসবারে বাধা পায়।

শেষ পর্যন্ত আইভরি কোস্ট ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ইকুয়েডর কিছুটা গুটিয়ে গেলে, আক্রমণের ঢেউ বাড়াতে থাকে 'লেস এলিফ্যান্টস'। আর সেই উদ্যমেরই মধুর ফল মেলে একেবারে অন্তিম মুহূর্তে। পরিবর্ত হিসেবে নামা ডিয়ালোর নিখুঁত প্লেসমেন্ট ইকুয়েডর গোলকিপার হার্নান গালিন্ডেজকে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে যায়।

ম্যাচ শেষে আইভরি কোস্টের নায়ক আমাদ বলেছেন, 'আমরা এখানে ইতিহাস গড়তে এসেছি। আমাদের শান্ত থেকে মনোযোগ ধরে রাখতে হয়েছিল।' এই ম্যাচে ১৯ বছর ২১২ দিন বয়সে দেশের প্রথম টিনএজার হিসেবে বিশ্বকাপে খেলে ইতিহাস গড়েন দিওমান্দে। দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়ে তিনি এই সম্মান উৎসর্গ করেন তাঁর সদ্য অস্ত্রোপচার হওয়া মাকে। এই জয়ের ফলে গ্রুপ 'ই'-র শীর্ষে পৌঁছে গেল আইভরি কোস্ট।

আইভরি কোস্টের জয়ের কারিগর আমাদ ডিয়ালোকে কাঁধে তুলে উচ্ছ্বাস ইব্রাহিম সানগারের।

বিশ্বকাপ আনকাট

হৃদয় জিতল জাপান

মাঠে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পাশাপাশি গ্যালারিতেও ফের একবার গোটা বিশ্বের মন জিতলেন জাপানের সমর্থকরা! ডালাসে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে রোমাঞ্চকর ড্রয়ের পরই চেনা মেজাজে দেখা গেল তাঁদের। নিজেদের সঙ্গে আনা বড় প্লাস্টিক ব্যাগে স্টেডিয়ামের যাবতীয় আবর্জনা কুড়িয়ে গ্যালারি ঝকঝকে পরিষ্কার করে তবেই মাঠ ছাড়লেন তাঁরা। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপ থেকেই গ্যালারি পরিষ্কার করার এই ট্রেন্ড শুরু করেছিল জাপান। কাতারেও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। এবার আমেরিকাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। জাপানিদের মতে, এটা তাঁদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ-যেখানে যাও, ছাড়ার আগে জায়গাটা আগের চেয়েও পরিষ্কার করে রেখে এসো!

এবার গোলাপি রেফারি

মায়ামি মানেই গোলাপি ফ্লেমিঙ্গো আর চোখধাঁধানো সূর্যাস্ত! আর সেই শহরের প্রতি সম্মান জানাতেই এবার অভিনব উদ্যোগ নিল ফিফা। উরুগুয়ে বনাম সৌদি আরব ম্যাচে ইতালিয়ান রেফারি মৌরিজিও মারিয়ানি এবং তাঁর দল মাঠে নামবেন গোলাপি রঙের জার্সি গায়ে চাপিয়ে। বিশ্বকাপের আগে এই ফ্লোরিডাতেই রেফারিদের বেস ক্যাম্প করা হয়েছিল। ফিফার রেফারি কমিটির প্রধান পিয়েরলুইজি কোলিনা এবং খোদ সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো জানিয়েছেন, মায়ামি শহরের আতিথেয়তাকে কুর্নিশ জানাতেই তাঁদের এই 'পিঙ্ক ফ্লেমিঙ্গো' ট্রিবিউট। ফুটবলের চরম উত্তেজনার মাঝে রেফারির গায়ে এই গোলাপি আভা গ্যালারিতে একটু হলেও মুচকি হাসির খোরাক জোগাবে!

সময় মানছে না কিক অফ

২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে স্কটল্যান্ড হাইতির বিরুদ্ধে জয় পেলেও, একটা ব্যাপার নজর এড়ায়নি কারও। ম্যাচটা শুরু হয়েছিল আড়াই মিনিট দেরিতে! আসলে এবারের বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচই কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে শুরু হচ্ছে না। প্রথম আট ম্যাচের হিসেব বলছে, গড়ে প্রায় তিন মিনিট করে দেরিতে কিক অফ হয়েছে। মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শুরু হয়েছিল ৬ মিনিট দেরিতে! ফিফা প্রতিটি ম্যাচের আগে টানেলে লাইন দেওয়া থেকে শুরু করে জাতীয় সংগীত-সবকিছুর মিনিটের হিসেব বেঁধে দেয়, যাতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলির বিজ্ঞাপনে সমস্যা না হয়। কিন্তু ফুটবলারদের মাঠে নামতে দেরি হওয়ায় সেই রুটিন আর কিছুতেই মিলছে না!

কাউবয় পটারের ম্যাজিক

চেলসি আর ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড থেকে টানা বরখাস্ত হয়ে নিজের কেরিয়ার প্রায় খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রাহাম পটার। কিন্তু সুইডেনের দায়িত্ব নিয়েই যেন ম্যাজিক দেখালেন তিনি! মেক্সিকোতে তিউনিসিয়াকে ৫-১ গোলে চূর্ণ করে বিশ্বকাপে দুরন্ত শুরু করল তাঁর দল। টেক্সাসে অনুশীলনের সময় মাথায় কাউবয় টুপি পরে খোশমেজাজে দেখা গিয়েছিল তাঁকে, আর মাঠেও সেই আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটল। যে সুইডেন গ্রুপ পর্ব থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে রীতিমতো খাবি খাচ্ছিল, পটারের ছোঁয়ায় তারাই এখন নক আউটের স্বপ্ন দেখছে। কোচ হিসেবে নিজের হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরুদ্ধার করতে বিশ্বকাপের এই মঞ্চটাকেই পাখির চোখ করেছেন 'সুইডিশ' পটার!

বর্ণবাদী বিতর্কে রেফারি

জার্মানি বনাম কুরাসাও ম্যাচে এবার চরম বিতর্ক! অস্ট্রেলিয়ান রেফারি শন ইভান্সের বিরুদ্ধে 'হোয়াইট পাওয়ার' বা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি করার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। টিভিতে যখন ভিএআর রুমের দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল, তখন তাঁকে আঙুল দিয়ে উলটানো 'ওকে' চিহ্ন দেখাতে দেখা যায়, যা বিশ্বজুড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থী এবং নব্য নাৎসিদের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন নেটওয়ার্ক 'ফেয়ার' ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তাঁকে বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছে। ফিফা ঘটনাটির কথা স্বীকার করলেও আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে এই বিতর্কের পর সম্প্রচারকারীরা ভিএআর রুমের দৃশ্য দেখানোই বন্ধ করে দিয়েছেন!

ভিআইপি সিটে ভলান্টিয়ার

ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান ম্যাচে গ্যালারি বেশ জমজমাট থাকলেও, গোলপোস্টের পেছনের দামি 'টাচডাউন স্যুট' বা ভিআইপি বক্সগুলি ছিল একেবারে খাঁখাঁ! ম্যাচ শুরুর ১০ মিনিট পরেও যখন কোনও দর্শকের দেখা মিলল না, তখন বাধ্য হয়ে ফিফা এক অদ্ভুত কৌশল নিল। নিয়ন-সবুজ পোশাক পরা স্টেডিয়ামের ভলান্টিয়ারদের দিয়েই ভরিয়ে ফেলা হল সেই ফাঁকা ভিআইপি আসনগুলি! আসলে এই বিলাসবহুল আসনগুলোর দাম এতই আকাশছোঁয়া যে, মাত্র তিনটি বক্স বিক্রি হয়েছিল। তাই ফাঁকা গ্যালারির লজ্জা ঢাকতে এবং ভলান্টিয়ারদের চমক দিতেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত। তবে সরকারি দর্শক সংখ্যায় কিন্তু এঁদের গোনা হয়নি!

ঘাসের রাজনীতি

বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কিন্তু সেখানকার শুষ্ক ও কৃত্রিম ঘাস নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের মতো তারকারা! অতিরিক্ত গরমে ঘাস শুকিয়ে যাওয়ায় বলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে, ছন্দপতন ঘটছে লাতিন ফুটবলের। অন্যদিকে, ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ আর মায়াবী সবুজ গালিচা দেখে মুগ্ধ ফুটবল দুনিয়া। নেদারল্যান্ডস-জাপান ম্যাচ দেখে বোদ্ধাদের দাবি, মহারণের আসল মঞ্চ তো ডালাসেই হওয়া উচিত ছিল! মাঠের এই চূড়ান্ত বৈপরীত্য আর ভেন্যু নির্বাচনের কূটকচাল এখন বিশ্বকাপের অন্যতম চর্চিত বিষয়।

ছোট দেশগুলির প্রতিবাদ

৪৮ দলের বড় বিশ্বকাপ নাকি একেবারেই 'বোরিং'! উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার কেফেরিনের এমন মন্তব্যের কড়া জবাব দিল ১৩টি দেশ। কেপ ভের্দে, হাইতি, মরক্কো থেকে শুরু করে উজবেকিস্তানের মতো দেশগুলি এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের কাছে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচই গুরুত্বহীন নয়। কেফেরিন বলেছিলেন, ছোট দেশগুলি সুযোগ পেলেও অনেক ম্যাচ 'অনাগ্রহী' হয়ে পড়ছে। এর পালটা তোপ দেগে ওই দেশগুলি জানিয়েছে, এই মন্তব্য তাদের বছরের পর বছর করা পরিশ্রম ও ত্যাগকে অপমান করে। ফুটবল কোনও নির্দিষ্ট কয়েকটা দেশের সম্পত্তি নয়, বরং এই বৈচিত্র্যই তো বিশ্বকাপের আসল সৌন্দর্য!

টিভিতে নেই সাউথগেট

টানা আট বছর ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব সামলানোর পর এবার আর ধারাভাষ্যকারের বক্সে দেখা যাবে না গ্যারেথ সাউথগেটকে। ইউরো কাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পর পদত্যাগ করা এই প্রাক্তন কোচ নিজেই বিশ্বকাপের টিভি প্যানেল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মতে, এখন টিভিতে বসে নিজেরই পূর্বতন দলের কাটাছেঁড়া করাটা দলের জন্য মোটেও ভালো হবে না। তিনি চান না তাঁর কোনও মন্তব্য নিয়ে প্রেস কনফারেন্সে হ্যারি কেনদের অস্বস্তিতে পড়তে হোক। তাই প্লেয়ার থেকে শুরু করে ব্রডকাস্টার হিসেবে গত সাতটা বিশ্বকাপে যুক্ত থাকলেও, এবার টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে পুরোপুরি দূরে রাখছেন সাউথগেট।

গ্যালারি থেকে মাঠ মন জিতল জাপান

টোটাল ফুটবলের জবাব নীল সামুরাইদের

জাপান-২ (নাকামুরা, কামাদা) নেদারল্যান্ডস-২ (ভ্যান ডায়েক, সামারভিল)

ডালাস, ১৫ জুন : ডালাসের আর্লিংটন স্টেডিয়ামের ছাদের নীচে যখন এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ম্যাচটির পর্দা নামল, তখন স্কোরলাইন বলছে ২-২। কিন্তু ওই নিছক সংখ্যা দুটি দিয়ে নীল সামুরাইদের অদম্য মানসিকতাকে মাপা সম্ভব নয়। ইউরোপের এক হেভিওয়েট শক্তিকে, যারা কিনা তিনবারের রানার্স, দুইবার পিছিয়ে পড়েও যেভাবে জাপানের ছেলেরা মাটি কামড়ে আটকে রাখল, তা প্রমাণ করে দিল-এই বিশ্বকাপে এশিয়ার দলগুলিকে আর আন্ডারডগ ভাবার কোনও কারণ নেই।

প্রথমার্ধের খেলা ছিল কিছুটা মন্থর, যেন ঝড়ের আগের শান্ত রূপ। দ্বিতীয়ার্ধে সেই নিস্তব্ধতা ভাঙেন লিভারপুলের তারকা ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েক। ৫০ মিনিটে রায়ান গ্রাভেনবার্চের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে তিনি দলকে এগিয়ে দেন। কিন্তু এই জাপান তো হার মানতে জানে না। ঠিক সাত মিনিটের মাথায়, ৫৭ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে কেইতো নাকামুরার নিখুঁত নীচু শট ডাচ গোলকিপার বার্ট ভারব্রুগেনের বাঁদিক দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়।

ম্যাচের উত্তেজনা তখন চরমে। ৬৪ মিনিটে ডাচ উইঙ্গার ক্রিসেনসিও সামারভিল অসাধারণ বাঁক খাওয়ানো শটে আবার এগিয়ে দেন নেদারল্যান্ডসকে। এই পরিস্থিতিতে অন্য কোনও দল হয়তো ভেঙে পড়ত। কিন্তু জাপান কোচ হাজিমে মোরিয়াসুর ব্রিগেড অন্য ধাতুতে গড়া। কাতার বিশ্বকাপে এভাবেই পিছিয়ে পড়ে স্পেন আর জার্মানির মতো দুই মহাশক্তিকে হারিয়েছিল তারা। ৮৯ মিনিটে যখন ডাচরা জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডানদিকের কর্নার থেকে কোকি ওগাওয়ার হেড দাইচি কামাদার গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে ঢুকে যায়। ২-২! ডাচ কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যানের মুখে তখন চরম হতাশা।

'টোটাল ফুটবল'-এর জনক ডাচরা হলেও, ডালাসে কিন্তু আসল টোটাল ফুটবল খেলল জাপানই। বল পজেশন ধরে রাখা থেকে শুরু করে ট্রানজিশন-সব জায়গাতেই ডাচদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে এশিয়ার দলটি। মোরিয়াসুর দল ৩-৪-২-১ ছকে খেলেছে, যা রক্ষণের সময় অনায়াসেই ৪-৪-২ হয়ে গিয়েছে। ওয়াতারু এন্ডো বা কাওরু মিতোমার মতো খেলোয়াড়দের চোটের কারণে দলে না থাকার শূন্যতা বুঝতে দেননি কামাদা, নাকামুরারা।

ম্যাচ শেষে ডাচ অধিনায়ক ভ্যান ডায়েক হতাশা গোপন করেননি। তিনি বলেছেন, 'আমরা রক্ষণে ভালোই খেলেছিলাম। সেট পিস থেকে গোল হজম করাটা বড্ড হতাশার। কিন্তু এটাই বাস্তব, আমাদের এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।' অন্যদিকে, জাপানের কোচ মোরিয়াসু গলায় গর্বের সুর, 'আমরা দুইবার পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়িনি। জিতি বা হারি, আমরা আমাদের পরিকল্পনা থেকে সরে আসি না।'

মাঠের এই তীব্র লড়াই আর হার না মানা মানসিকতার পাশাপাশি মাঠের বাইরেও হৃদয় জিতেছে জাপান। ম্যাচ শেষে গ্যালারিতে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখা যায় জাপানি সমর্থকদের। এবার তাঁদের সঙ্গে হাত লাগান এক হুইলচেয়ার বন্দি বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকও! তাঁর এই কাজ এতটাই অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল যে, ভারতীয় সহ অন্যান্য দেশের কিছু সমর্থকও প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে গ্যালারি পরিষ্কারে এগিয়ে আসেন।

মাঠে এশিয়ার দাপট এবং গ্যালারিতে মানবিকতার পাঠ- ডালাসের এই রাত জাপানের নামেই লেখা থাকবে। এই বিশ্বকাপের আসরে ইউরোপীয় শক্তির চোখে চোখ রেখে যেভাবে জাপান লড়াই করল, তাতে এশীয় দলগুলিকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হবে ফুটবল বিশ্ব।

জাপানকে ১ পয়েন্ট এনে দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাইচি কামাদার।

জাপানি কোচের কীর্তি

হাতে নোটবুক, বোর্ডে রহস্যময় সংখ্যা। নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর নেট মাধ্যমে ভাইরাল জাপানের কোচ হাজিমে মোরিয়াসু। ম্যাচ চলাকালীন মাঝেমধ্যে নোটবুকে কিছু লিখছিলেন। যা দেখে অনেকেই মজা করে বলছেন, এটা বিখ্যাত জাপানি কমিকস 'ডেথ নোট'-এর কুখ্যাত নোটবুক নয়তো। আবার এটাও দেখা গিয়েছে, ম্যাচের সময় মোরিয়াসু ও তাঁর কোচিং স্টাফরা হাতে হোয়াইট বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে বেশ কিছু সংখ্যা লেখা। ফুটবলপ্রেমীদের অনুমান, হাফ টাইম বা ম্যাচ শেষ হতে কত মিনিট বাকি রয়েছে তা জানানোর জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন মোরিয়াসু।

ফুটবল বিশ্বকাপে ক্রিকেট প্রযুক্তি!

অফসাইড কি না দেখতে বিশ্বকাপে ব্যবহার করা হল ক্রিকেটের স্টাইলে একটি স্নিকো প্রযুক্তি। প্রথম ম্যাচে তিউনিশিয়াকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে সুইডেন। তাদের চতুর্থ গোলটির সময় বিতর্ক শুরু হয়। ম্যাথিয়াস ভ্যানবার্গ গোলটি করার পর রেফারি অফসাইডের নির্দেশ দেন। সুইডেনের খেলোয়াড়রা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে আক্রমণের সময় আলেকজান্ডার ইসাকের স্পর্শ ছিল। সেটি চেক করতেই স্নিকো প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নেহের দিশা :** আজ তোমার ১৮তম শুভ জন্মদিনে ঈশ্বরের কাছে তোমার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুতা কামনা করি। অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল। **বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা, মানি ও রাই।** প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

☺ **দেবাংশী (জুন) :** হাসি-খুশিতে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ভরে উঠুক তোমার আগামী দিনগুলো। ভালো ও সুস্থ থেকো। শুভ জন্মদিনে আদর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ - **দাদু, আম্মা, বাপি, দিদা, পাপা, মা ও পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ।** লেক টাউন, শিলিগুড়ি।

হেরে হাতাহাতিতে বৈভব

হারের পর বৈভব হাতাহাতিতে জড়ান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের সঙ্গে।

ভারত 'এ'-২৬৫
শ্রীলঙ্কা 'এ'-২৬৫/৯
(শ্রীলঙ্কা 'এ' সুপার ওভারে জয়ী)

ডাম্বুলা, ১৫ জুন : ব্যর্থতা। বিতর্ক। সুপার ওভার। মারামারি। শেষপর্যন্ত ভারতীয় 'এ' দলের হার।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে চলতি 'এ' দলের ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় আজ ফের হারল ভারত। দিন কয়েক আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ হারের পর আজ শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধেও হারতে হল তিলক ভার্মাদের। হার সুপার ওভারে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত 'এ' দল করেছিল ২৬৫। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলও থেমে যায় ২৬৫/৯ স্কোরে। ম্যাচ চলে যায় সুপার ওভারে। সেখানে আশার্দ খানের এক ওভারে ১৫ রান করেছিল শ্রীলঙ্কা 'এ' দল। সেই রান তাড়া করতে নেমে ব্যর্থ ভারতীয় 'এ' দল।

ভারতীয় 'এ' দলের ব্যর্থতা ও ম্যাচ হারের দিনে জোড়া ঘটনা সামনে এসেছে। এক, ফের ব্যাট হাতে ব্যর্থ ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সময় ১৪ বলে ২১ রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন বৈভব। পরে সুপার ওভারে ৩ বলে অপরাজিত ৬ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি। ম্যাচ হারের পর বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বৈভব। যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বৈভবকে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। দুই, বৈভবের ব্যর্থতার পাশে স্পিন অলরাউন্ডার বিপরাজ নিগমকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে।

বিতর্কে বিপরাজ

ব্যাটিংয়ের সময় পিচের সংরক্ষিত অংশের মধ্যে মোট দুইবার ঢুকে পড়েছিলেন বিপরাজ। তাঁর এমন ভুলের মাশুল গুনতে হয় দলকে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে শ্রীলঙ্কা রান তাড়ার আগেই দশ রান পেয়ে গিয়েছিল। বিপরাজের এমন আচরণে বিস্মিত ক্রিকেটমহল। সমাজমাধ্যমে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইছে তাঁকে নিয়ে।

বলের নাগাল পেতে ছুটছেন স্পেনের ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি। যদিও গোলমুখ খুলতে পারেননি। আটলান্টায়।

গতিহীন তিকিতাকায় পয়েন্ট নষ্ট স্পেনের

স্পেন-০ কেপ ভের্দে-০

আটলান্টা, ১৫ জুন : তিকিতাকা স্প্যানিশ ফুটবলের চিরন্তন ঐতিহ্য, অহঙ্কার। কিন্তু লুইস ডে লা ফুয়েন্তে কোচ হওয়ার পর তিকিতাকায় গতির সঞ্চার করেছেন। যার নমুনা দেখা গিয়েছিল ২০২৪ সালের ইউরো কাপে। আর স্পেনের এই নতুন তিকিতাকার মূল কারিগর দুই তারকা উইঙ্গার লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস। তবে সোমবার বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর দিনে পুরো ফিট না হওয়ায় উইলিয়ামসকে প্রথম একাদশেই রাখতে পারলেন না ফুয়েন্তে। আর আগেই জানা গিয়েছিল, চোটের জন্য শেষ ১৫-২০ মিনিট মাঠে থাকবেন বার্সেলোনার তারকা ইয়ামাল। ফলে যা হওয়ার তাই হল, ৭৫ শতাংশের বেশি বল পজেশন রেখে, ৮০১টি পাস খেলেও বিশ্বকাপে প্রথমবার নামা কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ে পয়েন্ট নষ্ট করল স্প্যানিশ আর্মাডা।

তিকিতাকা ফুটবল অবশ্য চোখের জন্য আরামদায়ক। সেখানে মিস পাসের সংখ্যা থাকে নগণ্য। মনে হয় যেন, মাঠে থাকা প্রতিটি ফুটবলার আগে থেকেই জানেন কখন কার কাছে বল পৌঁছাবে। কিন্তু গতি? এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন ইয়ামাল, উইলিয়ামস, ড্যানি ওলমোরা। এদিন ৪-২-৩-১ ফর্মেশনের বদলে ৪-৩-৩ ছকে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন ফুয়েন্তে। যেখানে তিনি বাধ্য হয়ে শুরু থেকে ইয়ামাল, উইলিয়ামসকে রাখতে পারেননি। সে ঠিক আছে। কিন্তু লেফট উইংয়ে গাভিকে খেলানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেল না। স্পেনের এই একাদশে গাভি আসলে দুই হোল্ডিং মিডফিল্ডার পেড্রি ও রদ্রির বিকল্প। গাভি থাকায় আদতে চারজন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ মাঝমাঠে। কারণ আরেক মিডফিল্ডার ফাবিয়ান রুইজও প্লে-মেকার। যিনি পেড্রি, রদ্রির মতো নীচ থেকে খেলা তৈরি করেন।

এতগুলি হোল্ডিং মিডফিল্ডার থাকায় স্পেন ডি বক্সের ভিতরে সেভাবে গোল লক্ষ্য করে শটই নিতে পারল না। অথচ গাভির বদলে ফুয়েন্তে বাঁ প্রান্তে অ্যালেক্স বায়েনাকে খেলালে রদ্রিদের তৈরি করা মুভগুলি আক্রমণে অনেক বেশি গতি পেত। রাইট উইংয়ে ইয়ামালের বদলে শুরু করেছিলেন ফেরান টোরেস। তিনিও বিশাল কিছু ছাপ ফেলতে পারলেন না। আর কেপ ভের্দের পায়ের জঙ্গলে আটকে গেলেন ফলস নাইনে খেলা মিকেল ওয়ারজাবাল। প্রথমার্ধে ৭০ শতাংশ বল পজেশন ছিল স্পেনের। রদ্রিরা নিজেদের মধ্যে পাস খেলেছিলেন ৩৯৮টি। কিন্তু বলার মতো সুযোগ বলতে মার্ক কুকুরেল্লার শট বারে লাগা। ফিরতি বলে রুইজের শট দুরন্ত সেভ করেন ৪০ বছর বয়সী কেভ ভের্দের গোলকিপার ভোজিনহা। শুধু তাই নয়, গোটা ম্যাচে একাধিক সেভ করে স্পেনের কাজ কঠিন করেন তিনি। আসলে ৪-৩-৩ ফর্মেশনে খেললে দুই উইঙ্গারকে মারাত্মক সচল হতে হয়। কিন্তু এদিন গাভি ও টোরেসের মধ্যে তার ছিঁটেফোঁটাও চোখে পড়েনি।

ছোট দলগুলি বিশ্বকাপের আসরে প্রথমবার নামলে যা করে, ৫ লক্ষ ৩০ হাজার জনসংখ্যার কেপ ভের্দেও সেটাই করল। গতিহীন তিকিতাকাকে

দুরন্ত প্রয়াসে গোল রুখে দিলেন কেপ ভের্দের ভোজিনহা।

অকেজো করে দিতে তারা আটজন মিলে ডিফেন্স করে 'ঝাঁপ' বন্ধ করে রাখল। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ফুয়েন্তে ৭১ মিনিটে ইয়ামালকে নামলেন। তার কিছুক্ষণ বাদে নামলেন উইলিয়ামস, ওলমোও। তাঁরা নামার পর কয়েকটা আক্রমণ তৈরি হল ঠিকই। কিন্তু ততক্ষণে ১ পয়েন্টের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে কেপ ভের্দে। ফলে ইয়ামালও কিছু করতে পারলেন না। পরের ম্যাচগুলিতে ফুয়েন্তে সেরা একাদশ না নামালে ফের দৃষ্টিনন্দন তিকিতাকা গতিহীনতায় ভুগবে।

লখনউয়ে আজ প্রস্তুতিতে রোহিতরা

লখনউ, ১৫ জুন : অনায়াস জয় দিয়ে শুরু। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি একদিনের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

সাফল্যের ছন্দ বজায় রাখার লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী স্টেশন লখনউ। বুধবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। তার আগে ধরমশালা একদিনের ম্যাচের সাফল্যের স্মৃতি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ সদস্য পৌঁছে গেলেন লখনউ। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটার আজ একসঙ্গে ধরমশালা থেকে লখনউ এলেও কয়েকজন গতরাতে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের জন্য পৌঁছে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের এই শহরে। মঙ্গলবার বিকেলে একানা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও রয়েছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর লখনউয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই সিরিজ জিতে নিয়ে চাইছেন শুভমান গিলরা। এদিকে, প্রথম একদিনের ম্যাচে অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রোহিত শর্মার রানআউট নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে সমাজমাধ্যমে। যদিও ভারতীয় দলের তরফে সেই আলোচনাকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে লখনউয়ে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

লন্ডনে স্টোকসকে নিয়ে চিন্তিত ম্যাককুলাম

লন্ডন, ১৫ জুন : অবশেষে বেন স্টোকসকে নিয়ে মুখ খুললেন ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। ইংরেজ অধিনায়ককে নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

লর্ডসে প্রথম টেস্ট জেতার পর দলের নিয়মভঙ্গ করে মধ্যরাতে সতীর্থ গাস অ্যাটকিনসনকে নিয়ে একটি নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন স্টোকস। সেখানেই রাগবি খেলোয়াড় টোটোয়া আউভার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ওভাল টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইসিবি।

এই ঘটনার পর স্টোকসকে নিয়ে চিন্তায় কোচ ম্যাককুলাম। তিনি বলেছেন, 'ঘটনাটা প্রথমবার শোনার পর অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত। আমাদের মূল কাজ, কঠিন সময়ে স্টোকসের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু তার মানে এই নয়, দলের শৃঙ্খলার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছি।' স্টোকসের অবসরের গুজব নিয়ে ইংল্যান্ড কোচের বক্তব্য, 'এখন আমি ওকে নিয়েই চিন্তা করছি। ভবিষ্যতের কি হবে সময় বলে দেবে। স্টোকসকে এই সময় আমাদের আগলে রাখতে হবে।' বুধবার দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে ইংল্যান্ড দলে। ফিরতে পারেন জোফ্রা আর্চার। অভিষেক হতে চলেছে জর্ডন কক্স ও সোনি বেকারের।

ব্রেকহীন ট্রেন হতে চান নাগেলসম্যান
-খবর দশের পাতায়

টোটাল ফুটবলের জবাব নীল সামুরাইদের
-খবর এগারোর পাতায়

রিচাকে প্রথম বল থেকে নামাতে চাই : হ্যারি

বার্মিংহাম, ১৫ জুন : ৬৪ রানের বড় জয় দিয়ে শুরু টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান। তাও আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই নজরকাড়া পারফরমেন্স হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের। প্রথমে স্মৃতি মান্ধানার অর্ধশতরান, পরে রিচা ঘোষের মারকুটে ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসে দীপ্তি শর্মার ফাইভ স্টার বোলিং। সঙ্গে ৯টি ক্যাচে পাকিস্তান বধ সম্পূর্ণ।

ম্যাচ জিতে উঠে হ্যারিদির মুখে সতীর্থদের প্রশংসা পাওয়া গিয়েছে, 'যখনই দলের প্রয়োজন তখন দীপ্তি-স্মৃতিরা বরাবরই জ্বলে ওঠে।' একইসঙ্গে হরমনপ্রীত মানছেন অহেতুক তাড়াহুড়োয় শুরুতে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। তাঁর কথায়, 'পিচটা ভালোই ছিল। শুরুতে তাড়াহুড়ো করে আমরা নিজেদের ওপর চাপ বাড়িয়ে ফেলি। পরে আমার ও স্মৃতির লক্ষ্য ছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখা।'

শিলিগুড়ির রিচার ১৭ বলে ৩৪ রানের ইনিংসে মুগ্ধ অধিনায়কের মন্তব্য, 'আমার হাতে থাকলে রিচাকে প্রথম বল থেকেই ব্যাট করতে পাঠাতাম। তবে দলে সবার নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। রিচা নিজের কাজ সফলভাবে করে যাচ্ছে।' পাকিস্তানের ১০ উইকেটের মধ্যে ৯টি ক্যাচ ধরেছেন স্মৃতিরা। স্বভাবতই দলের ফিল্ডিংয়ে স্বস্তি বাড়াচ্ছে অধিনায়কের, 'ম্যাচ জেতার সহজ উপায় হল সব ক্যাচ ধরে ফেলা। সেটাই হয়েছে ফিল্ডিংয়ের সময়। সবমিলিয়ে দলের ফিল্ডিংয়ে আমি খুশি।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছেলেদের জয়ের ধারার সঙ্গে হ্যান্ডশেক নীতিও বজায় রেখেছে মহিলা দল। যা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় পাক কোচ ওয়াহাব রিয়াজকে। তাঁর মন্তব্য, 'দেখুন আমি অনেক আগেই ক্রিকেট খেলা ছেড়েছি। হাত না মেলানোর কারণ আমি জানি না। তবে এভাবেই যদি চলতে থাকে চলুক।'

পাকিস্তান ম্যাচে জয়ের পর দীপ্তি শর্মার সঙ্গে আড্ডায় রিচা ঘোষ।

নয়া মহমেডান সচিব ওয়াসিম

কলকাতা, ১৫ জুন : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন সচিব হলেন ওয়াসিম আক্রাম। সোমবারই তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। দায়িত্ব পেয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন, সাদা-কালো শিবির আইএসএল খেলবে। এদিন কিন্তু পুরো কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, নয়া কমিটিতে প্রাক্তন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, বেলাল আহমেদ খান থাকতে পারেন। এদিকে ২০ তারিখ থেকে কল্যাণীতে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর অধীনে কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান।

গুলিবিদ্ধ বাগান ফুটবলার

কলকাতা, ১৫ জুন : মণিপুরে এক সশস্ত্র হামলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসের ফুটবলার পাওগৌলাল চংলই। সোমবার সকালে লেইলুন গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এই হামলায় পাওগৌলাল ও আরও দুই তরুণ আহত হন। তিনজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আপাতত পাওগৌলাল সুস্থ আছেন বলেই মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে নীরজ কমনওয়েলথ দলে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : কমনওয়েলথ গেমসের জন্য ভারতীয় দলে রাখা হল দেশের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়াকে। তবে শর্ত একটাই, ৮২.৬১ মিটারের যোগ্যতামান ছুঁতে হবে।

ইতিমধ্যে ৩২ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। দল ঘোষণার পর সংস্থার মুখপাত্র আদিল সুমারিওয়ালা নীরজ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নীরজ অনুরোধ করেছে, কমনওয়েলথ গেমসের আগে তাঁকে কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। সেখানে যোগ্যতামান অর্জন করতে পারলে তবেই তাঁকে চূড়ান্ত দলে রাখা হবে।' আপাতত চোট সারিয়ে ট্র্যাকে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন নীরজ। গত বছর টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর আর কোনও প্রতিযোগিতায় নামেননি তিনি। টোকিওতে তাঁর পারফরমেন্স ছিল বেশ হতাশাজনক। সেই অধ্যায় ভুলে নতুন করে শুরু করতে চান তিনি। তাই দোহা ডায়মন্ড লিগে অংশ নেবেন তিনি। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য, ৮২.৬১ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের ছাড়পত্র আদায় করা।

গত বছর দোহাতেই নিজের কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন থ্রো করেছিলেন তিনি। তবে এবার দোহা ডায়মন্ড লিগ নীরজের জন্য মোটেও সহজ হবে না। চেক প্রজাতন্ত্রের ইয়াকুব ভাদলেচ, মরশুম সেরা ৯২.৬২ মিটার থ্রো করা শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগের মতো তারকারা তাঁকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে তৈরি।

টর্নেডোয় গৃহবন্দি কেনরা

কানসাস, ১৫ জুন : বিশ্বকাপ খেলতে এসে মাঠের বাইরে একের পর এক ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে ইংল্যান্ড দলকে। কিটস চুরি যাওয়ার পর এবার টর্নেডোর হানায় দীর্ঘক্ষণ হোটেলে বন্দি অবস্থায় কাটাতে হল হ্যারি কেনদের। হোটেলের ঘরে বসে ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা স্কটল্যান্ড বনাম হাইতি ম্যাচ টিভি-তে দেখছিলেন। সেই সময় তাঁদের মোবাইলে বার্তা আসে, ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে ঝড় হচ্ছে। টর্নেডোয় বেশ কিছু গাছ পড়েছে। তাই ফুটবলাররা যেন ঘর থেকে না বেরোন। প্রায় এক ঘণ্টা কেনদের এভাবেই কাটাতে হয়। অথচ তার দুই ঘণ্টা আগে কানসাস সিটির সুয়োপ সকার ভিলেজে অনুশীলন করেছিলেন কেনরা। তখন ছিল ৩২ ডিগ্রি। তাঁরা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি এমন বদলে যাবে।

বিশ্বকাপে সমর্থনে স্বাদবদল বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : বাঙালির ফুটবল মানেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর বিশ্বকাপ আসলেই তারা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনায় বিভক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির বিদেশি ফুটবলের স্বাদও বদলেছে। তাই এখন পাড়ায় পাড়ায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে স্পেন, পর্তুগালের পতাকা। কিন্তু কেন এই স্বাদ বদল? ২০০২ সালে ব্রাজিলের পর ২০২২-এ আর্জেন্টিনা খেতাব জিতেছে। মাঝের সময়টা বিশ্বসেরার শিরোপা গিয়েছে ইউরোপে। বিশেষ করে ২০১০ সালে স্পেনের খেতাব জয় অনেক হিসেব বদলে দেয়। ফুটবলপ্রেমী সৌম্যদীপ রায় বলছিলেন, '২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত স্পেনের ধারাবাহিক সাফল্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেখান থেকেই স্পেনের সমর্থক হয়ে ওঠা।'

শুধু দলগত সাফল্য নয়, ফুটবলারদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে এই প্রজন্ম চেনা ছকের বাইরে হাঁটছে। অয়ন মণ্ডল কিংবা সপ্তক রায়ের পর্তুগাল সমর্থকদের অকপট স্বীকারোক্তি, 'ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো প্রিয় ফুটবলার। সেই কারণেই পর্তুগালের প্রতি ভালোবাসাটা জন্মায়।' একইভাবে লুকা মডরিচ কিংবা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জন্য ক্রোয়েশিয়া, নরওয়ের খেলা দেখবে বাঙালি।

তবে এর উলটো ছবিটাও রয়েছে। চিরাচরিত রীতি মেনে এই প্রজন্মের বড় অংশ কিন্তু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেই মজে রয়েছে। এমনই এক ফুটবলপ্রেমী রাজেশ ঘোষ বলছিলেন, 'আমার বাড়ির সকলেই আর্জেন্টিনার সমর্থক। সেখান থেকেই নীল-সাদা জার্সিকে সমর্থন শুরু। এবারও লিওনেল মেসির হাতে কাপ দেখতে চাই।'

কলকাতার রাস্তা সেজে উঠেছে মেসি-রোনাল্ডো-নেইমারদের গ্রাফিতিতে।

সেরাদের সেরা অঙ্কন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাজ্য যোগাসনে ছেলেদের বিভাগে সেরাদের সেরা হল বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের অঙ্কন রায়। সে জুনিয়ার বিভাগে প্রথম হয়েছিল। এছাড়াও বাণীমন্দিরের নেহা রাউত মেয়েদের সিনিয়ার গ্রুপে ও স্নেহা রায় সুপার সিনিয়ার গ্রুপে প্রথম হয়েছে। তিনজনই অক্টোবরে তামিলনাড়ুতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পেয়েছে। তিনজনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাদের কোচ সুদীপ্তকুমার জানা।

রাজ্য যোগাসনে সেরাদের সেরা হয়ে অঙ্কন রায়।

জিতল দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে নবীন সংঘকে। দাদাভাইয়ের নিরকর থাপা ও চিরঞ্জিৎ বিশ্বাস গোল করেন। নবীনের একমাত্র গোল পদম রাইয়ের। ম্যাচের সেরা হয়ে দাদাভাইয়ের রাহিল থাপা পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বৃহস্পতিবার থেকে সুপার সিক্সের খেলা শুরু হবে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রাহিল থাপা।

শংকরকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাজ্যের পর্যটন ও পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষকে সোমবার সংবর্ধনা দিল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও স্মারক। সঙ্গে শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে ক্লাবের ক্রিকেট অনুশীলনে সমস্যার কথাও পর্যটনমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। শংকর বিষয়টি নিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

যোগ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে বিশেষ যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছিল পতঞ্জলি যোগ কেন্দ্র। এই কর্মসূচিতে শতাধিক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা তপন কুমার দাস - কে 24.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65E 28577 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাত টাকায় আমরা যা পেতে পারি তা ডিয়ার লটারি কিনলে উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ মানুষ যখন কোটিপতি হন তখন ডিয়ার লটারি তাদের যে পরিমান আনন্দ দেয় তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। আমার পরিবারের সদস্যরা এখন আমার চেয়েও বেশি খুশি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।